মরে যাওয়ার আগে বাপ বলেছিল, 'হারামি, এই জমি গাছপালা ছেড়ে কোথাও যাস না। এ আমাদের সাতপুরুষের ধন। যত্ন করলে এই তোকে চিরকাল খাওয়াবে পরাবে।'

কুড়ি বছরের যুবক উদ্বিগ্ন মুখে জিজ্ঞাসা করেছিল, 'এই নির্জনে আমি একা থাকব কী করে?'

'ঠিক থাকতে পারবি। পশুপাখিরা পারে তুই পারবি না কেন?'

বাপ মরে গেল। তিন ক্রোশ দূরের ভৈরবের হাটে গিয়ে মৃত্যু সংবাদ দিতে মানুষজন ছুটে এল। পেছনের দিঘির গায়ে চিতা সাজানো হল বাগানের গাছ কেটে। এক একটা গাছে কোপ পড়ছিল আর হারামি দেখছিল গাছগুলো যেন কুঁকড়ে উঠছে। রস গড়াচ্ছিল রক্তের মতো। তখন লোকজন যা বলছিল তা শুনতে হয়েছিল। এখন ন্যাড়া মাথায় চুল গজিয়েছে ঢের। কদমফুলের মতো হয়ে গেছে। যে তিনটে গাছ কাটা হয়েছিল বাপের চিতা বানানোর জন্যে সেই জায়গায় নতুন তিনটে গাছ পুঁতে দিয়েছিল সে। তিনটি গাছের শেকড় মাটি থেকে রস নিতে শিখে গিয়েছে।

সাতপুরুষের বাড়িটায় ঘর বলতে দুখানা। চাটাই-এর ওপর সিমেন্ট মেরে দেওয়াল তৈরি, মাথায় টিনের ছাদ। দু বছর আগে ছাদ সারাই করেছিল দীননাথ। এই বাড়ি গাছ জমিকে বড় ভালবাসত বাপ, বলত, 'যত্ন করতে হয়। যত এদের ভালবাসবি তত এদের ভালবাসা পাবি। মানুষের সঙ্গে এটাই তফাত।'

দীননাথের কথাবার্তায় খুব হেঁয়ালি থাকত। তার অনেক কিছুই বোধগম্য হত না হারামির। কিন্তু শুনতে ভাল লাগত। দীননাথ বলত, 'তোর আমার শরীর খারাপ হলে ভৈরবের ডাক্তারের ওষুধ খেতে হয়। সেইরকম এই ঘরবাড়ি গাছপালার শরীর খারাপ দেখলে ওষুধ দিবি।'

হ্যাঁ, ওষুধগুলো কী তা জন্ম ইস্তক দেখে দেখে শিখে গিয়েছে হারামি। প্রতিটি গাছের চরিত্র আলাদা করে জানে সে। এমনকী গাছেদের মধ্যে কোনটে ব্যাটাছেলে কোনটে মেয়ে তাও জেনে ফেলেছে একটু একটু করে। বাগানটা বিরাট। ওপাশে দিঘি থেকে এপাশে ফরেস্টের তারের বেড়া পর্যন্ত জায়গাটা বাপের ছিল, এখন তার। বাগানে যা হয় তা বিক্রি করলে দিব্যি বছর চলে যায়। আম কাঁঠালগুলো তো এমনিই ফল দেবে, যত্ন করুক বা না করুক। অন্য গাছগাছালির দিকে নজর রাখতে হয় দুবেলা। আর আছে উৎপাত। বাদুড়ের ছিল এতকাল, এখন মানুষের। আকাশ পথে উড়ে এসে সময়ের ফল খেয়ে যায় যেসব বাদুড় তাদের মোকাবিলা করার জন্যে গাছে গাছে টিনের ভেতর ঘণ্টা ঝুলিয়ে রেখেছে বাপ। যখন সময় পায় ঘণ্টার দড়ি ধরে টানলে সারা বাগানে অদ্ভুত শব্দ বাজে আর বাদুড়গুলো ভয় পেয়ে ফরেস্টের দিকে ছুটে যায়। কিন্তু মানুষ এত সহজে ভয় পায় না। বাপ বলত, 'হারামি, ভগবান যত জীব তৈরি করেছে তার মধ্যে সবচেয়ে বজ্জাত হল মানুষ। সামনে যে ভাল পেছনে সে হাড় বদমাস। সব মানুষ ওপর দিয়ে যায় নীচ দিয়ে বের করে। কিছু তাদেরও কত রকমফের। আমি বললেই তুই তাদের বুঝে যাবি এত সহজ নয়। মানুষের সবচেয়ে বড় দোষ হল লোভ। এই লোভের শেষ নেই। সেই লোভের হাত থেকে এইসব গাছপালাকে রক্ষা করার কায়দা তোকেই শিখে নিতে হবে।'

মন্ত্রমুগ্ধের মতো বাপের কথাগুলো শুনত হারামি। শুনতে শুনতে মনে হত বাপ এবং সে নিজেও তো মানুষ। তা হলে তাদেরও লোভ আছে। লোভ খুব খারাপ জিনিস এটা সে বুঝেছে। এত দূরে নির্জনের বাগানেও মানুষ চলে আসে দুপুর অথবা রাত্রে চুপচাপ ফলমূল চুরি করতে। শব্দ করেও তাদের ঠেকানো যায় না। তখন লাঠি হাতে বাগানে ঘুরতে হয়। গলায় হুঙ্কার ছাড়তে হয়। ধরা পড়ার ভয়ে দুদ্দাড় করে পালায় সব। এইসব মানুষের মুখ সচরাচর দেখতে পায় না হারামি। বাপ বলত, 'যারা লোভী তারা একটু ভিতু হয়।'

কাছাকাছি বসতি বলতে দু ক্রোশ দূরের যে গ্রাম তার নাম আকুল। ভৈরবের কাছাকাছি বলে ওই গ্রামের কারও কারও বাড়িতে ট্রানজিস্টার বাজে। মাঠে লাঙল দেবার সময়ও যন্ত্রটা নিয়ে যায় সেখানে।

http://Doridro.com

তা সেই গ্রামের মানুষজনের চুরিচামারি করার অভ্যেস আছে এমন অভিযোগ কখনও করেনি হারামির বাপ দীননাথ। কিন্তু তবু লোক আসছে। লোক আসছে ভৈরব থেকে রাতের অন্ধকারে। দীননাথের একটা কালো তেজি কুকুর ছিল। যদ্দিন সেটা বেঁচে ছিল তদ্দিন রাত জেগে বাগান পাহারা দিত। এখন ফলের মরশুম এলেই দেখা যায় কাল বিকেলে দেখে আসা প্রায় পেকে যাওয়া কাঁঠালগুলো আর গাছে নেই। এমন কী মদনা কলা পেকে উঠলেও চোরের নজর পড়ে তার দিকে। ঘন্টা বাজলেও চোর ভয় পায় না। রাত জেগে ঘাপটি মেরে বসে থেকেও চোরের দেখা পায়নি হারামি। দুশ্চিন্তা সেই কারণে।

এতবড় জায়গা নিয়ে যে দু ঘরের বাড়ি তাতে একলা থাকা অভ্যেস আছে হারামির। সেই শৈশব থেকেই প্রতি শনিবার সন্ধের আগে বাপ ভাল ধুতি আর পাটের পাঞ্জাবি পরে মাথায় টেরি পাকিয়ে বলত, 'সকাল সকাল খেয়ে দেয়ে শুয়ে পড়িস। ভুলো রইল। রাত্রে চিৎকার করলে ওর সঙ্গে কথা বলিস। আমি ঠিকঠাক সময়ে ফিরে আসব।' একেবারে যখন শিশু ছিল তখন জিজ্ঞাসা করত, 'কোথায় যাচ্ছ?'

'এই একটু গল্পোসল্পো করে আসি। কাঁহাতক আর মুখ বুঁজে বসে থাকি।'

বাপ ফিরত পরদিন আলো ফোটার আগে। এসেই জামাকাপড় ছেড়ে শুয়ে পড়ত, উঠত সূর্য মধ্যগগনে যাওয়ার সময়। ততক্ষণ খিদেয় পেট চোঁ চোঁ করত। মরশুমটা যদি ফলের হত তা হলে তাই খেয়ে বসে থাকত সে ভাতের জন্যে, নইলে হরিমটর। একটু যখন বড় হল তখন সে কোনও প্রশ্ন করত না। যাওয়ার সময় বাপ বলত, 'যাচ্ছি।' সে বলত, 'মিষ্টি কিনে এনো।'

দীননাথ হাসত, 'কী মিষ্টি খাবি এবার?'

'রসগোল্লা। না, লালমোহন। কাল ভাত খেতে তো দেরি হবে।'

'তুই এবার রান্নাটা শিখে নে, নিজে রান্না করতে জানলে না খেয়ে বসে থাকতে হয় না।' জঙ্গলের মধ্যে লোকালয় থেকে দূরে শুধু তার সঙ্গে থাকতে বাপের খুব খারাপ লাগে বলে সন্ধের পর গল্পোসল্পো করতে যায়। কোথায় যায় বলতে ভৈরবের বাজার বা আকুলের কথাই মনে আসে। সেখানে কার সঙ্গে গল্পোসল্পো করতে সারারাত কাটায় তা জানা নেই। তবে প্রতি শনিবার বেরোবার আগে বাপ যেভাবে সাজগোজ করে তাতে তাকে বয়সের চেয়ে অনেক কম বলে মনে হয়। হারামির মাঝেমাঝে মনে হয় তারও ওইভাবে গল্পোসল্পো করতে যাওয়া উচিত। শুধু বাপের সঙ্গে কথা বলে কি মন ভরে? বাপের যদি না ভরে তা হলে তার কথাও তো বাপের ভাবা উচিত। কিন্তু সে ভেবে পায় না কার সঙ্গে সময় কাটাতে যাবে। তা ছাড়া ধুতি পাঞ্জাবি পরার বয়স হয়নি বলে ওগুলো তার নেই। তবে ইচ্ছে করলে মাথায় টেরি বানাতে পারে। শনিবার সন্ধের পর বাপ চলে গেলে সে টেরি বানিয়ে সেটা জ্বলজ্বল চোখে দ্যাখে।

মরার আগের সপ্তাহেও বাপকে সেজেগুজে যেতে দেখেছে হারামি। কিন্তু ততদিনে সে অনেক কিছু জেনে গেছে। ফলের মরশুমে ফল, অন্য সময় কলা, শাকপাতা নিয়ে ভৈরবের হাটে যেত দীননাথ। হাট বসে শুক্রবারে। কয়েক বছর ধরে হারামি তার সঙ্গী। ইদানীং ভারী মাল বইত পারত না দীননাথ। তাগড়াই ছেলের মাথায় বোজা চাপিয়ে পেছন পেছন চলত ব্যাগ ঝুলিয়ে। হপ্তার চাল ডাল আলু নুন ওই ব্যাগে কিনে নিয়ে আসতো বেচাকেনা শেষ করে।

শুক্রবারের ভৈরবের হাট খুব জমাজমাট। কিছু গাছের ফল পাইকারদের দিয়ে দেওয়া হত আগাম টাকা নিয়ে। কয়েকটা রাখত নিজে বিক্রি করবে বলে। পাইকার যে দামে হাটে বিক্রি করে তার নীচে বিক্রি করা চলবে না। ঠেঁচামেচি ঝগড়াঝাঁটি চলত এই নিয়ে। বিক্রি করতে বাপ খুব ভালবাসত। সেদিন এক পাইকারের সঙ্গে হাটে যাওয়ামাত্র বাপের খুব ঝামেলা হয়েছিল। লোকটা অভিযোগ করেছিল নিজের বাগানের ফল বলে দীননাথ দাম কমিয়ে মাল খালাস করতে পারে না। এসব ঝামেলায় হারামি থাকে না। সে হাটে ঘুরে ঘুরে মানুষ দ্যাখে। জিলিপি কিনে খায় বাপের দেওয়া পয়সায়। সেদিনও একটা বেঞ্চিপাতা দোকানে বসে জিলিপি খাচ্ছিল সে। এইসময় ওই পাইকারটা তাকে দেখতে পেল, 'তোর বাপের কাণ্ড দেখলি?'

হারামি কোনও কথা বলল না। জিলিপি তখন তার দাঁতের তলায় গলছে। আবেশে চোখ বন্ধ।

লোকটা বলল, 'কোন বাপ নিজের ছেলের নাম হারামি রাখে যদি না সে নিজে হারামি হয়?'

হারামি যেন শুনতে পায়নি এমন ভঙ্গি করল।

লোকটা বলল, 'আমাকে যে দামে বিক্রি করেছে কাল সেই দামে হাটে মাল ছাড়ছে। তিন ক্রোশ দূর থেকে মাল কিনে বয়ে নিয়ে এলাম লস করে বিক্রি করব বলে। এ্যাই ছোঁড়া, বল।'

শেষটায় ধমকের সুর ছিল বলে হারামি চোখ বন্ধ করেই বলল, 'আমি কী বলব?'

'তোর বিচারবুদ্ধি কী বলে?'

'তোমাদের ব্যাপার তোমরা বোঝো।'

'যাচ্চলে। কী হারামি ছেলে মাইরি!' লোকটা খেঁকিয়ে উঠল।

সঙ্গে সঙ্গে জিলিপিওয়ালা ঠ্যাঠ্যা করে হেসে উঠল, 'নাম তুলে গালাগাল দিয়ো না জনার্দনদা?'

'আর কী তুলে দেব? মাথাগরম হয়ে গেছে আমার।' জনার্দন এগিয়ে এসে পাশে বসল।

হারামি চোখ খুলল। জনার্দন লোকটাকে মোষের মতো দেখতে। গায়ে বোঁটকা গন্ধ। দেখলেই মনে হয় শক্তি আছে খুব। মারপিট হলে সে যদি বাপের পাশে না দাঁড়ায় তা হলে এক পলকেই পটকে ফেলবে।

জনার্দনের গলা নরম হল, 'বাবা হারু, তুই এক কাজ কর। তোর বাপের ঢের বয়স হয়েছে, এবার ওকে বল বিশ্রাম করতে। তুই সওদা নিয়ে হাটে আয়। তোর সঙ্গে আমার ঝগড়া হবে না। বুঝলি?'

জিলিপিওয়ালা আবার হাসল, 'কার বয়স হয়েছে বললে? দীননাথদার? চোখের মাথা খেয়েছে নাকি?'

জনার্দন প্রতিবাদ করল, 'কেন? আমি ওর বয়স জানি না ভাবছ?'

তা জানবে না কেন? তবে বিনা শরীরের বয়স তো সবার সমানভাবে বাড়ে না। বছরের পর বছর দীননাথদা ভেলকি দেখিয়ে যাচ্ছে সেটা ধরো। আমি তো তিন তিনজনকে জানি। তাদের যৌবন এল আবার গেলও কিন্তু দীননাথদার শনিবারের লীলা বন্ধ হল না।' জিলিপিওয়ালা চোখ টিপল।

জনার্দন মাথা নাড়ল, 'নাহে। আমাদের মধ্যে ঝগড়া হতে পারে কিন্তু বাপের কেচ্ছা ছেলেকে শোনাতে পারব না। তবে হ্যাঁ, হারামি এখন বড় হয়েছে, সে যদি তার বাপকে নিষেধ করে তা হলে ভাল হয়। সব বয়সে তো সব কিছু মানায় না।'

এইসময় জিলিপিওয়ালা চাপা গলায় বলে উঠল, 'এ মাগি দেখছি অনেককাল বাঁচবে, বলতে না বলতে এসে হাজির। চিনলে জনার্দনদা?'

'গঙ্গামণি না?'

'দূর। গঙ্গামণি তো কাশীবাসী হয়েছে। এ গঙ্গামণির বোন সৌদামিনী', জিলিপিওয়ালা চাপা গলাতেই হারামিকে বলল, 'দ্যাখ দ্যাখ তোর হপ্তার মাকে দেখে নে।'

সেইসময় দুজন মেয়েমানুষকে পটল দর করতে দেখল হারামি। একজন ব্যাগ বইছিল অন্যজন হাত নেড়ে কথা বলছিল। একজন বুড়ি, অন্যজন মোটাসোটা লম্বা, বয়েস বোঝা মুশকিল। হারামি অনুমান করল এই মেয়েছেলেটার কাছে তার বাপ প্রত্যেক শনিবার সেজেগুজে আসে। এসে কী করে? মেয়েছেলের কাছে গেলে ব্যাটাছেলের সুখ হয় একথাটা সে এতদিনে জেনে গিয়েছে। কিন্তু এই জানাশোনা কথায়। জন্ম ইস্তক সে বাড়িতে বাপ ছাড়া আর কাউকে দ্যাখেনি। তাদের তল্লাটে কোনও মানুষের বাস নেই যে মেয়েছেলে দেখতে পাবে। যা দেখার তা এই হাটে এলে দেখা যায়। কিন্তু হাটে যারা কারবার করতে আসে তাদের বয়স হয়েছে ঢের। কথা বলে দেখেছে কয়েকজনের সঙ্গে, ব্যাটাছেলের সঙ্গে কোনও তফাত নেই।

তা হলে এই মেয়েছেলেটা, যার নাম সৌদামিনী, তার হপ্তার মা। বাপ প্রতি শনিবার এর কাছে আসে থাকে। জুলজুল করে দেখছিল হারামি। পটল কেনা হয়ে গেলে কাজের লোককে দিয়ে ব্যাগ বইয়ে সৌদামিনী পা ফেলল সামনে। দোকানের সামনে আসতেই জিলিপিওয়ালা হাসল, 'ও মেয়ে, দুটো জিলিপি খেয়ে দ্যাখো, সন্ধে পর্যন্ত জিভে স্বাদ লেগে থাকবে।'

সৌদামিনী হাসল। পান খেয়ে খেয়ে দাঁতের বারোটা বেজে গেছে। নিতম্বের চর্বিতে হাত বুলিয়ে বলল, 'দেখছ তো হাল, এরপরে মিষ্টি খেলে আর উঠতে পারব না।'

'মিষ্টিকে দোষ দিচ্ছ কেন বাপু, রাত বিরেতের খাওয়াগুলো কমাও তা হলে হয়ে যাবে।'

'রস কত! আর ছিপলি হয়ে কাজ নেই? যা আছে তাই নিয়েই চিতায় উঠলে বাঁচি। চলি।'

'দাঁড়াও না। জনার্দনদাকে চেনো?' আঙুল তুলে বেঞ্চিতে বসে থাকা জনার্দনকে দেখাল লোকটা।

সৌদামিনী আড়চোখে জনার্দনকে দেখল। সে মোষ দেখছে না দেবদূত দেখেছে তা দৃষ্টি দেখে বোঝা গেল না।

জনার্দন যেন ওই শরীরেও লজ্জা পেল, 'আহা আমাকে চিনবে কী করে। রোদ উঠলে হাটে আসি রোদ মরার আগে গাঁয়ে ফিরে যাই। আমি একজন পাইকার।'

'চেহারা দেখে তাই মনে হয়। পদধূলি না দিলে চিনব কী করে। একদিন এলে হয়।'

'নিশ্চয়ই যাব। বলছ যখন তখন—।'

হাত নেড়ে সৌদামিনী আবার এগোতে চাইছিল, জিলিপিওয়ালা বাধা দিয়ে বলল, 'একে চেনো?'

বসেছিল হারামি। জিলিপিওয়ালার কথা কানে যাওয়া মাত্র সোজা হয়ে বসল। তার মুখ অন্যদিকে ঘোরানো কিন্তু কান এদিকে—

সৌদামিনী বলল, 'রকমসকম ভাল। নতুন বুঝি হাটে?'

'একেবারে ল্যাংটো পোঁদে বাপের সঙ্গে আসছে এখানে। এখন জোয়ান। তবে ওর বাপকে তুমি বোধহয় চিনলেও চিনতে পারো দীননাথদার কথা বলছি গো!' জিলিপিওয়ালা হাসল।

সঙ্গে সঙ্গে গালে হাত চলে গেল সৌদামিনীর, চোখ বড় হল, 'তাই, কী নাম ভাই?'

জনার্দন খুকখুক করে হাসল, 'নাম বলো। নিজের নাম বলে দাও।'

হারামি যেন শুনতে পায়নি এমন ভাব করে বসে রইল।

'এ কী ছেলে গো, নাম বলে না কেন?' সৌদামিনী হাসল।

জিলিপিওয়ালা বলল, 'বলো, কেউ জিজ্ঞাসা করলে নাম বলতে হয়।'

জনার্দন হাসল, 'ঠিকঠাক সহবত শেখায়নি কেউ। বনেবাদাড়ে মানুষ মা মারা যাওয়ার পর। নাম বলো।'

হারামি তাকাল। তারপর বলল, 'হারামি।'

সঙ্গে সঙ্গে সৌদামিনী চমকে উঠল, 'এ মা! বাপের বয়সি মানুষকে গাল দিচ্ছ কেন ভাই?'

'আমি গাল দিই না।'

'সেকী! এইমাত্র তুমি হারামি বললে না?'

'এটা আমার নাম।'

আচমকা যেন হাসির ফোয়ারা উঠল। শরীর দুলিয়ে সৌদামিনী যত দোলে তত দোলে তার বুড়ি ঝি। দাঁতে দাঁত চিপে বসেছিল হারামি। হাসি থামিয়ে সৌদামিনী জিজ্ঞাসা করল, 'এত সুন্দর নাম কে দিয়েছিল ভাই?'

'আমি জানি না।'

সৌদামিনী আর দাঁড়ায়নি। তার কেনাকাটায় দেরি হয়ে যাচ্ছিল।

সৌদামিনী চলে যেতেই হারামি দোকান ছেড়ে ভিড়ে মিশেছিল। এখন তাকে জিলিপিওয়ালা খুব মশকরা করবে। সে ঠিক করল আর কখনও খেতে এখানে আসবে না।

সন্ধেবেলায় বাড়ি ফিরছিল ওরা। যা এনেছিল তার সবই বিক্রি করে এসেছিল দীননাথ। মনে তাই ফুর্তি ছিল। একটা সাবান, গন্ধ তেল এনেছে দরাদরি করে। সেই সঙ্গে সপ্তাহের বাজার। সেগুলো ঝুড়িতে ছেলের মাথায় চাপিয়ে দিয়ে পেছন পেছন বিড়ি ফুঁকতে ফুঁকতে হাঁটছিল। আলপথ দিয়ে হেঁটে যেতে হবে তিন ক্রোশ। অন্ধকার হয়েছে ঝুপঝুপিয়ে। সে গলা খুলল, 'পা চালা, রাত নামছে।'

ফাঁকা নির্জন মাঠের মাঝখানে দাঁড়িয়ে পড়ল হারামি। দীননাথ জিজ্ঞাসা করল, 'কী হল?'

'আমার নামটা কে রেখেছিল বাপ?' আধা অন্ধকারে প্রশ্নটাকে ছুঁড়ে দিল হারামি।

দীননাথ ছেলের আবছা অবয়ব দেখল। গম্ভীর গলায় জিজ্ঞাসা করল, 'কেন?'

'জিজ্ঞাসা করছি।'

'তোর মা।'

'মা?'

'হ্যাঁ। জন্ম দিয়ে যখন বুঝেছিল আর বাঁচবে না তখন বলেছিল এ আমার পেটে এল? এই হারামি আমার পেটে কেন এল। সাতদিন বেঁচেছিল। সেই সাতদিন তোকে হারামি বলে ডাকত। তাই থেকেই হারামি হয়ে গেছে চালু। এ নিয়ে ভাবার কী আছে?'

'আমাকে মা গালাগালি দিয়েছিল?'

'হ্যাঁ। আসলে তখন মাথার ঠিক ছিল না। মরে যাওয়ার আগে মানুষ দিশেহারা হয়ে যায়।'

দীননাথ গলার স্বর নরম করল, 'অনেককাল হয়ে গেল। এনিয়ে মাথা ঘামানোর কোনও দরকার নেই।'

'তার মানে মা আমাকে গালাগাল দিয়েছিল আর নামটা রেখেছ তুমি!' গোঁজ হয়ে দাঁড়িয়ে কথাগুলো বলল হারামি। বাপকে আক্রমণ করার রাস্তা ঠিক খুঁজে পাচ্ছিল না।

'তোর মা ডাকত সেটা শুনতে শুনতে আমিও ডেকেছি। তাই চলছে। আচ্ছা, নাম নিয়ে তুই এত ভাবছিস কেন? কত লোকের তো কত খারাপ নাম থাকে। তারা এ নিয়ে ভাবে? আবার কানা ছেলের নামও তো পদ্মলোচন রাখা হয়। হয় না? আমাদের বিশ্বম্ভরের পদবি হল হাতি। কই, সে এনিয়ে ভাবে?'

'ভাবে না?'

'একদম না। তোর মায়ের ডাক শুনে শুনে আমিও ডেকে ফেললাম। এই আর কী! কিন্তু তোকে আমি কম ভালবাসি? এই দুনিয়ায় তুই ছাড়া আমার কেউ আছে? দশ দিনের তোকে রেখে সে চলে গেল। আমার তখন কত বয়স? তিরিশও হয়নি। পাঁচজনে এসে ধরল, দীনু এবার একটা বিয়ে করো। ওই দুধের বাচ্চাটাকে যদি বাঁচাতে চাও তা হলে ঘরে বউ আনো। আমি রাজি হইনি। রাজি হইনি তোর কথা ভেবে। সৎমা তোকে কিছুতেই সুখ দেবে না। আমার বাপের ছিল দুটো বিয়ে। ওই যে তালগাছটা যেটা এখনও ফল দেয়নি সেটা আমার ছোটমা পুঁতেছিল। আমাকে কম যন্ত্রণা দিত! মিথ্যে কথা লাগাত আমার বাপের কাছে। কী মার খেয়েছি তখন! সেটা খেয়েছি বলে তোর সৎমা আনিনি। অথচ তখন যাকে বলে আমার ভরা যৌবন। কিন্তু নিজেকে শাসন করেছি এই বলে, 'দীনু আগে তোমার ছেলে তারপর বাকি দুনিয়া।' তা নিজের হাতে তোকে তো বড় করে পাঁচজনকে দেখিয়ে দিলাম আমিও পারি। বল?'

হারামি আবার হাঁটতে লাগল। হ্যাঁ, বাপ তাকে ভালবাসে। অকারণে মারধোর তাকে করেছে বলে মনে পড়ে না। শুধু শনিবারের রাতটায় তার কষ্ট হয় একা থাকতে। বাপ সেই সময় ওই সৌদামিনীর কাছে যায়। সৌদামিনীর চেহারাটা মনে করতে চেষ্টা করেছিল হাঁটতে হাঁটতে। বেশ সুখী সুখী শরীর। ডুঁয়ো পিঁপড়ের মতো উঁচু পাছা। কোমর হাত খুব ভরাট। এরা গঞ্জের মেয়েছেলে। এদের স্বামী নেই সংসার নেই। যে কেউ পয়সা ফেললে এদের সঙ্গে থাকতে পারে। বাপ বিয়ে করেনি ঘরে বউ আনেনি তাই ওখানে যায় শনিবার শনিবার। এটা ন্যায় কি অন্যায় তা বুঝতে পারছে না হারামি। তবে সৌদামিনীর কথাবার্তা ব্যাটাছেলের মতো নয়। গালে হাত রেখে যখন চোখ বড় করছিল তখন দেখতে বেশ মধুর লাগছিল। সৌদামিনী জনার্দনকে যেতে বলেছে ওর কাছে কিন্তু তাকে বলেনি।

'আজ হাটে কার কার সঙ্গে কথা বললি?' খানিকটা চুপচাপ হাঁটার পর প্রশ্ন করল দীননাথ।

সৌদামিনীর মুখটা চট করে মিলিয়ে যাচ্ছিল না। অন্ধকারেই হারামি জবাব দিল, 'অনেকের সঙ্গে।'

'কোথাও বসেছিলি?'

'হ্যাঁ।'

'কোথায়?'

'জিলিপির দোকানে।'

'অ? আর কে কে ছিল?'

'জনার্দন পাইকার।'

'শালা।'

'আমায় বল্লে?'

'না। জনার্দনকে। ওইই তোর মনে বিষ ঢুকিয়েছে?'

'কী বিষ?'

'এই নাম নিয়ে তোর যে ধন্দ লেগেছে সেটা ওই জনার্দনের কথা শুনে?'

'জনার্দন পাইকার শুধু বলেছে কোনও বাপ নিজের ছেলের নাম হারামি রাখে যদি সে নিজে হারামি না হয়।'

'একথা বলল আর তুই ওকে ছেড়ে দিলি?'

'কী করব?'

'ঘুসি মেরে মুখ ফাটিয়ে দিলি না কেন? শরীরটা কেন এত বড় হয়েছে?'

'কজনের মুখ ফাটাব?'

'জিলিপিওয়ালাও বলছিল?'

'হ্যাঁ, সেই সঙ্গে আর একজন।'

'কে সে?'

'জিলিপিওয়ালা তাকে দেখিয়ে বলেছিল তোর হপ্তার মা।'

মাঠের মধ্যে তিড়িং করে লাফিয়ে উঠল দীননাথ, 'কী এত বড় কথা। একটা গঞ্জের মেয়েকে বলেছে তোর মা? তুই সেটা শুনে ম্যাদা মেরে রইলি?'

'কী করব?'

'মেরে লাশ করিয়ে দিলি না কেন?'

'মেরে ফেললে পুলিশ ধরবে।'

'ধরুক। ফাঁসি হোক। কিন্তু তোর গর্ভধারিণী স্বর্গে বসে সুখী হবে। তার জায়গায় আমি অন্য কাউকে আনিনি আর তুই গঞ্জের মেয়েকে ওরা মা বানাল তবু কিছু বললি না? কীরকম ছেলে তুই? কথাটা তোর ভাল লেগেছে?'

'মা বলেনি তো, হপ্তার মা বলেছে।' আমি কী করব? তুমি বাপ হয়ে তার কাছে ফি হপ্তায় যাও, কেন যাও আমি জানি?'

'আমি তার কাছে যাই তুই জানলি কী করে?' দীননাথের গলা কেঁপে গেল।

'ওরাই বলছিল।'

'পাঁচজনে যা বলবে তাই শুনবি তুই?'

'পাঁচজনে কেন? সেই মেয়েছেলেটাও আমাকে—!'

'কোন মেয়েছেলে?'

'সৌদামিনী।'

'অ। তার কাছে জনার্দন নিয়ে গিয়েছিল তোকে?'

'নিয়ে যাবে কেন? সে নিজেই এসেছিল বাজার করতে।' নিশ্বাস ফেলল হারামি, 'আমার নাম শুনে ঠাট্টা করছিল।'

কিছুক্ষণ কথা না বলে হাঁটল দীননাথ। তারপর বলেছিল, 'মেয়েছেলের কথা একদম কানে রাখবি না বাপ। এদিক দিয়ে ঢুকিয়ে ওদিক দিয়ে বের করে দিবি। রাখলেই কান পচে যাবে।'

গুম হয়ে খানিকক্ষণ বসেছিল বাপ। তখন তার মুখ দেখে কষ্ট হয়েছিল হারামির। মনে হয়েছিল যে মা জন্ম দিয়ে মরে গেছে তাকে বাপ খুব ভালবাসত। সত্যি তো, বাপ বাড়িতে তার জন্যে সৎমা আনতে পারত। সেই সৎমা তাকে যদি মারধর করত তা হলে সেটা সহ্য করতে হত। বাপ কাউকে আনেনি। নিজে রান্না করে তাকে খাইয়েছে কিন্তু প্রতি শনিবার যে মেয়েছেলের কাছে বাপ যায় তাকে মেরে লাশ করে দেওয়ার কথা কেন বলল বাপ? তার সঙ্গে সুসম্পর্ক না থাকলে তা হলে কোন টানে ফি হপ্তায় যায় সেখানে?'

কিছুক্ষণ পরে দীননাথ সামান্য হাসল, 'সদু তোর সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেনি তো?'

'কে সদু?' বুঝতে পারল না হারামি।

'আরে ওই মেয়েছেলেটার কথা বলছি।'

'না। খারাপ ব্যবহার করবে কেন? এত সুন্দর নাম কে রেখেছিল তা জানতে চেয়েছিল। আর

জনার্দন পাইকারকে পায়ের ধুলো দিতে বলেছিল।'

'তাই নাকি? বড্ড বাড় বেড়েছে। যাই এর পরের শনিবার। ওই কালো মোষটা যে হাড়কিপটে তা তো জানা নেই। আসল বুঝলি, মেয়েছেলেটার মন খুব নরম। যাকে বলে সরল আমায় কতবার বলেছে তোমার ছেলেকে দ্যাখাও, এখানে না আনো, আমাকে নিয়ে চলো তোমার ওখানে। মন নরম বলেই বলেছে ওকথা।'

'আনোনি কেন?'

'সে তুই এখন বুঝবি না। বাইরে ঘোরার চটি দরজার বাইরে খুলে তবে যেমন ঘরে ঢুকতে হয় এও তেমনি। ঘর বার এক করতে নেই রে।' বাপ বলেছিল।

এর কদিন পরেই দীননাথ আমগাছের ডাল ভেঙে মাটিতে আছাড় খায়। হারামি তখন মাছ ধরার চেষ্টা করছিল। চিৎকার কানে যেতে বাগানে গিয়ে বাপকে তুলে আনে। যন্ত্রণায় আকাশ ফাটাচ্ছে দীননাথ। কিছুক্ষণ লক্ষ করে ছুটেছিল হারামি। দু ক্রোশ দূরের আকুল গ্রামে যে ডাক্তার থাকে তাকে গিয়ে বাপের কথা বলেছিল সে। লোকটা সব শুনে জিজ্ঞাসা করেছিল, 'কত উঁচু থেকে পড়েছে?'

'তিন চার মানুষ কি তার বেশি হবে।'

'তা হলে হাসপাতালে নিয়ে যা। ভৈরবের হেলথ সেন্টারে নিয়ে গিয়ে কাজ হবে না।'

'হাসপাতাল কোথায়?'

'সদরে। জেলা শহরে। ভৈরব থেকে বাস ছাড়ে। পাক্কা চার ঘণ্টা।'

'অতদূরে কী করি নিয়ে যাব। আপনি একবার দেখুন না।' কাকুতি মিনতি করল হারামি।

'সময় নষ্ট হবে রে।'

'হবে হোক। সেটা আপনি ভাববেন না।' রেগে গেল হারামি।

'আরেব্বাস। এ দেখছি ধমকাতেও পারে। বেশ চল।'

ডাক্তার এসে বাপের হাত পা ব্যান্ডেজ করে দিল। মাথা ফেটে গিয়েছিল, রক্ত মুছিয়ে ব্যান্ডেজ করে ইঞ্জেকশন ঠুসে দিল শরীরে। কিছুক্ষণের মধ্যে বাপ ঘুমিয়ে পড়লে ডাক্তার বলল, 'বাঃ। বাগানটা তো চমৎকার। এইসব গাছগাছালি তোদের?'

'হ্যাঁ।' হারামি তখন একটু শান্ত হওয়া বাপকে দেখছিল।

'তোর বাপ মরে গেলে তুই মালিক হবি না অন্য শরিক আছে?'

'আর কেউ নেই। আমি বাপের এক ছেলে।'

'চমৎকার।' আনন্দিত ডাক্তার বেঁটে কলমগাছে ঝুলে থাকা নাদুস আমের গায়ে আঙুল বোলাল, 'কী ভুলই করছিলাম রে এখানে আসতে না চেয়ে। মাথার ওপর ভগবান আছেন, ভক্ত ভুল করলে তিনিই ঠিক পথে পৌঁছে দেন।'

লোকটার কথার মানে বুঝতে পারছিল না হারামি। জিজ্ঞাসা করল, 'কী কী ওষুধ লাগবে লিখে দিন। আমি ভৈরবের দোকান থেকে নিয়ে আসব। আর আপনাকে কত দিতে হবে বলুন।'

সঙ্গে সঙ্গে জিভ বের করল ডাক্তার, 'ছি ছি ছি। তুই আমার পুত্রতুল্য, পুত্রের চেয়েও বেশি। আমার কোনও ছেলে নেই রে। তোর কাছে টাকা নিতে পারি, বল? ওষুধের কথা ভাবিস না, আমি গিয়ে পাঠিয়ে দেব। অবস্থা যা আশা করার মতো তো কিছু নেই।'

'তার মানে?' ঘুমন্ত দীননাথের দিকে অবাক হয়ে তাকাল হারামি।

'সবাইকে তো একদিন চলে যেতে হয়। তোর বাপের বাপ চলে যায়নি? তার বাপ বেঁচে আছে? নেই। এটাই নিয়ম। তুই কিছু ভাবিস না বাবা, তোর বাপ চলে গেলে কি হবে? আমি আছি।' সেদিন ডাক্তার ঘুরে ঘুরে সমস্ত বাগান দেখেছে আর বলেছে 'এসব তোর, সব?' শেষদিকে আর জবাব দেয়নি হারামি। লোকটাকে তার খুব খারাপ লাগছিল। ফিরে গিয়ে ডাক্তার ওষুধ পাঠিয়ে দিয়েছিল লোক মারফত। বাপের ঘুম ভাঙলেই সেটা খাওয়াতে হবে। হারামি আদেশ পালন করে দেখেছিল ঘুম ভাঙার পর যে যন্ত্রণা শুরু হয়েছিল তা দূর হয়ে গেল কারণ বাপ আবার ঘুমিয়ে পড়েছিল। তখন ওর মনে হয়েছিল ডাক্তার লোকটা হয়তো খারাপ নয়। খারাপ লোক ফিরে গিয়ে ঠিক ওষুধ কখনও পাঠিয়ে দেয় না। আর আসা যাওয়া এবং ওষুধের জন্যে একটিও পয়সা নেননি।

মাঝরাত্রে বাপের বিছানার পাশে বসেছিল হারামি। তার খুব ভয় করছিল। শনিবার রাত্রে বাপ যখন রাত কাটাতে বাইরে যায় তখনও তার ভয় করে কিন্তু এই ভয় তার থেকেও মারাত্মক। তখন যতক্ষণ না জেগে থাকে ততক্ষণ বাদুড় তাড়াবার ঘণ্টা বাজিয়ে সেই শব্দ শোনে। মনে হয় সে একা নেই। আর এখন কোনও কিছুই ভাল লাগছিল না। বাপ মরে গেলে তার কী হবে? এই পৃথিবীতে আর কেউ নেই যার সঙ্গে সে থাকতে পারে। অত্যন্ত অসহায় হয়ে সে বাপের হাত জড়িয়ে ধরেছিল। মাথার পেছনে হ্যারিকেন জ্বলছে। বাইরের বাগানে বাতাস শব্দ তুলছে। তার গা ছমছম করছিল। এইসময় বাপের ঘুম ভাঙল। উঃ আঃ শব্দ বের হচ্ছিল মুখ থেকে। হারামি জিজ্ঞাসা করেছিল মুখের সামনে ঝুঁকে, 'এখনও কষ্ট হচ্ছে বাপ?'

'হ্যাঁ, খুব, সর্বাঙ্গে কষ্ট, আমাকে বাঁচা বাপ।'

'ওষুধ দিয়েছি। আকুলের ডাক্তার এসেছিল তোমাকে দেখতে। ওষুধ দিয়ে গেছে। হাঁ করো, বলেছে ঘুম ভাঙলেই খাইয়ে দিতে। তা হলে আবার ঘুমিয়ে পড়বে, কষ্ট থাকবে না।'

'মেরে ফেলবে মেরে ফেলবে।' ককিয়ে উঠল দীননাথ, 'ও শালা কসাই, ডাক্তার না। ওর ওষুধ আমি খাব না রে। ওমা, ওঃ। হারামি, হারামিরে, আমি মরে যাব।'

'ওষুধ খাও বাপ। জল দিয়ে গিলে ফেলো।'

'হারামিরে, আমি যখন থাকব না তখন তোর কী হবে রে।'

'তুমি থাকবে না কেন?'

'আমার ভেতরটা গুঁড়িয়ে গিয়েছে। তোরে কটা কথা বলি। কেউ নেই তো কাছেপিঠে?'

'না কেউ নেই।'

'এ বাড়ি ছেড়ে কোথাও যাস না বাপ।'

'ঠিক আছে, যাব না। তুমি ওষুধ খাও।'

'শয়তান, ব্যাটাছেলে হল ঢোঁড়া সাপ। বিষ নেই কিন্তু কামড়ালে ঘা হয়। আর মেয়েছেলে হল কাঁকড়াবিছে। খবরদার বিশ্বাস করবি না। সবসময় বাইরে বাইরে রাখবি।'

'ঠিক আছে বাপ।'

'শোন, আমার জমানো টাকা আছে। আমি মরার আগে হাত দিবি না। আর কাউকে টাকার কথা বলবি না। মনে থাকে যেন। ওখানে আর একটা জিনিস আছে যা আমার সহ্য হয়নি। তোর হতে পারে।'

'আমি জানিও না কোথায় ওসব রেখেছ!'

'ঠাকুরের আসনের নীচে মাটি খুঁড়িস। একটা হাতবাক্স পাবি। সেইটে কখনও কাছ ছাড়া করবি না।'

'ঠিক আছে। এখন ওষুধ খাও।'

'মরে গেলে আমাকে ভাল ঘি মাখাবি তো হারামি?'

এবার জোর করে মুখে জল ঢেলে ওষুধ পুরে দিল হারামি। দীননাথ ঢোক গিলল। ওষুধ চলে গেল গলার ভেতরে। নিশ্বাস ফেলল দীননাথ, 'মেয়েছেলেকে বিশ্বাস করিস না বাপ, ব্যাটাছেলেকে কখনও মাথায় উঠতে দিবি না। তা হলে দেখবি জীবনে দুঃখ পাবি না।'

'ঠিক আছে।'

ঘুম আসছিল বাপের শরীরে। কথা জড়াচ্ছিল। তবু বলল, 'হারামি, এই জমি গাছপালা ছেড়ে কোথাও যাস না। এ আমাদের সাতপুরুষের ধন। যত্ন করলে এই তোকে সারাজীবন খাওয়াবে, পরাবে।'

তারপর আচ্ছন্ন হয়ে গেল দীননাথ। দেখতে দেখতে ঘুমিয়ে পড়ল। গালে হাত দিয়ে বসেছিল হারামি। সারাদিন খাওয়া হয়নি। তখন খেতেও ইচ্ছে করছিল না। তার মনে হচ্ছিল পুরোটাই আজব ব্যাপার। একটা সুস্থ লোক গাছ থেকে পড়ে গিয়ে এইরকম হয়ে গেল। মানুষ নিজের শরীরকে তা হলে একটুও ভরসা করতে পারে না। এই যে লোকে মাথা গরম করে, শরীরের বিক্রম দেখায়, ফট করে সেই শরীর তার বারোটা বাজিয়ে দিতে পারে। ঘুমন্ত দীননাথের দিকে তাকিয়ে তার মনে হল ব্যাটাছেলেরা হয়তো ঢোঁড়া সাপের মতন। বিষ নেই কিন্তু ঘা করে দেয়। কিন্তু মেয়েছেলেদের অবিশ্বাস করতে বলল কেন বাপ? তারা যদি এত খারাপ হবে তা হলে বাপ কেন প্রতি শনিবার সৌদামিনীর

কাছে যেত?

দীননাথের ঘুম যখনই ভাঙছিল তখনই ওষুধ খাওয়াচ্ছিল হারামি। পরদিন তার মনে হল এত ঘুমিয়েও বাপের শরীর ভাল হচ্ছে না কেন? সকালে উঠে তার প্রচণ্ড খিদে পেয়েছিল। চিঁড়ে ভিজিয়ে আম দিয়ে খেয়ে ভাবল একবার ভৈরবে গিয়ে লোকজনকে বাপের অবস্থার কথা বলে। কিন্তু তার আগেই টিনের দরজার বাইরে থেকে কাউকে তার নাম ধরে হাঁকাহাঁকি করতে শুনল সে। বেরিয়ে এসে সে অবাক। জনার্দন দাঁড়িয়ে আছে। জনার্দন পাইকার এ বাড়িতে আগেও এসেছে। গাছ বায়না করতে এবং ফল কিনতেই তার আসা। প্রকৃত ব্যবসায়ীর মতো তার সঙ্গে ব্যবহার করত দীননাথ। কিছুতেই ভেতরে ঢুকতে দিত না। বলত, 'তোমার সঙ্গে ব্যবসার সম্পর্ক, তাই থাক।'

হারামিকে দেখে জনার্দনের শোক উথলে উঠল, 'একী শুনলাম রে। শোনামাত্র আর স্থির থাকতে পারলাম না। এতদূর পথ হনহনিয়ে চলে এলাম।' দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল জনার্দন, 'তোর বাপ কেমন আছে?'

'ঘুমোচ্ছে।'

'আমগাছের ডাল ভেঙে পড়ে গিয়েছিল?'

'হ্যাঁ।'

'ওই ডালটার ফল আর পাওয়া যাবে না। আক্কেল দ্যাখো। কোথায় সে?'

হারামি লোকটাকে বাপের কাছে নিয়ে গিয়েছিল। বাপকে দেখামাত্র জনার্দনের মুখের চেহারা বদলে গিয়েছিল। কেমন দুঃখ দুঃখ ভাব ফুটে উঠেছিল। দু-চারবার নাম ধরে ডেকে সাড়া না পেয়ে মাথা নিচু করে বেরিয়ে এসেছিল বাইরে। পেছন পেছন হারামিও।

জনার্দন জিজ্ঞাসা করেছিল, 'আকুলের ডাক্তারকে দেখাচ্ছিস?'

'হ্যাঁ।'

'তোর কী কোনও জ্ঞানগম্যি নেই। ও শালা ডাক্তারির বোঝে কী। কসাই।'

'ওষুধ দিয়েছে তো। খাওয়ার পর ঘুমোচ্ছে, ব্যথা কমেছে।'

'ছাই। ঘুম পাড়িয়ে রেখেছে।'

এই সন্দেহ হচ্ছিল বলে জনার্দনকে ভাল লাগল হারামির। 'আমি কী করব?'

'সদরে নিয়ে যেতে হবে। ভ্যানরিকশায় ভৈরবে, সেখান থেকে বাসে। পারবি?'

'পারব।'

'নগদ টাকা আছে তো? হাসপাতালে গেলে বিস্তর খরচা হবে।'

'নগদ?' চিন্তায় পড়ল হারামি।

'না থাকলে চিন্তা করিস না। আমি আছি। বিপদের দিনে না দেখলে মানুষ আর জন্তু সমান। পরে ফল বিক্রি করার সময় কেটে নেব।' জনার্দন বাগানে নামল, 'ভাল, ভাল। দীননাথ চলে গেলে এদের ঠিকঠাক দেখাশোনা করতে পারবি তো?'

'আমি তো এখনই করি।'

'দীননাথের আর কোনও আত্মীয় নেই?'

'জানি না।'

'তুমি কাউকে আসতে দ্যাখোনি?' হঠাৎ তুই থেকে তুমিতে উঠে এল জনার্দন।

'না।'

'ও যদি মরে যায় তা হলে কোর্টে গিয়ে এসব তোমার নামে লেখাতে হবে। আমি আছি, সব করে দেব, তোমার কোনও চিন্তা নেই। একা থাকতে অসুবিধে হচ্ছে?'

'একা কোথায়? বাপ তো আছে।'

'ওটা থাকা বলে? যখন তাও থাকবে না তখন কী করবে?'

উত্তর দিল না হারামি। জনার্দন সেটা লক্ষ করে বলল, 'সে-ব্যবস্থাও' আমি করে দেব। তোমার কাকিমা প্রায়ই বলে এক জায়গায় থাকতে থাকতে একঘেয়ে লাগছে। তাকে পাঠিয়ে দেব এখানে। গাছগাছালি পেলে সে খুব খুশি হবে আর তুমিও মাতৃস্নেহ পাবে।'

বলে জনার্দন সমস্ত বাগান ঘুরে এসে যাওয়ার সময় বলে গেল দুপুর নাগাদ রিকশাভ্যান পাঠাবে এই বাড়ি গাছপালা ভগবানের হাতে ফেলে হারামির সদরে যাওয়া ঠিক হবে না। তাই জনার্দনই নিয়ে যাবে দীননাথকে। হারামির কোনও চিন্তা নেই।

কিন্তু এসব কিছুই করতে হল না। দুপুর আসার আগেই শেষ নিশ্বাস ফেলল দীননাথ। মৃত্যুর মুহূর্তে কাছে ছিল না হারামি। পরে ঘরে এসে অনেক ডাকাডাকির পর যখন বুঝতে পারল শরীরে প্রাণ নেই তখন দৌড়েছিল ভৈরবের দিকে। তা এসেছিল অনেক লোক। আকুলের ডাক্তার আর জনার্দনের মধ্যে সৎকার নিয়ে ঝগড়াও হয়েছিল খুব। নিজের মতটাই ঠিক বলছিল দুজনে। তবু সব কিছু সম্পন্ন হয় একসময়। দীননাথ এখন শুধুই স্মৃতি।

কিন্তু এ বাড়ির প্রতিটি কোণে হারামি বাবাকে প্রত্যক্ষ করে। মনে হয় যে কোনও গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে মানুষটা তাকে উপদেশ দেবে। এই গাছপালা পুকুর বাড়িকে বাপ খুব ভালবাসত। বুকের পাঁজর ছিল তার। আজ লোকটা কোথাও নেই। এদের ভাঙলে বা উপড়ে ফেললেও কিছু বলার ক্ষমতা নেই। নেই বলেই তাকে দায়িত্ব দিয়ে গিয়েছে। বাপ যা যা করত তাই তাকে করতে হবে।

সৎকারের পর গলায় কাছা ঝুলিয়ে দিয়ে জনার্দন বলেছিল, 'এখন তোমার ওই বাড়িতে একা থাকতে ভয় করবে বাবা হারামি। তোমার কাকিমাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি থাকার জন্যে।'

সঙ্গে সঙ্গে আকুলের ডাক্তার বলে উঠল, 'অতদূর থেকে আসতে হবে না। আমরা কাছাকাছি আছি। আমিই আমার পরিবারকে পাঠিয়ে দেব।'

সঙ্গে সঙ্গে ঝগড়া শুরু হয়ে গেল। কে দীননাথের কত আপন ছিল এই নিয়ে তর্ক চরমে উঠল। লোকজন থামাতে পারে না। বাধ্য হয়ে হারামি মুখ খুলল, 'কাউকে পাঠাতে হবে না। একা থাকার অভ্যেস আছে আমার।'

জনার্দন বলল, 'অন্তত শ্রাদ্ধশান্তি না মেটা পর্যন্ত একা থাকা ঠিক নয়। আত্মা ঘুরে বেড়াবে গাছে গাছে। বড্ড প্রিয় ছিল তো তার।'

হারামি জবাব দিয়েছিল, 'তা হলে তো আপনাদের বিপদ। বাপ আপনাকে পছন্দ করত না। ঝগড়া হত। আপনার বাড়ির লোককে এখানে দেখতে চাইবে না। আর মরার আগে বাপ বলেছিল আপনার ওষুধ না খাওয়াতে। খেলে মরে যাবে। তা আপনাদের দেখলে বাপের আত্মা কি খুশি হবে? বলুন।' জনার্দনের মুখ ছেড়ে আকুলের ডাক্তারের দিকে তাকিয়েছিল হারামি।

অতএব কেউ আসেনি। ভৈরবের ঠাকুরমশাই মূল্য ধরে শ্রাদ্ধশান্তি করে দিয়েছিলেন। এই টাকা হারামি দিতে পেরেছিল বাপের টিনের বাক্স খুলে। সংসার খরচের টাকা ওখানেই থাকত।

বাপ মরে যাওয়ার পর অদ্ভুত কাণ্ড ঘটল। কোথা থেকে অদ্ভুত চেহারার পাখিরা এসে ভিড় জমাল বাগানে। তাদের যেমন গায়ের রং তেমনই সুন্দর শরীর। দিনভর তাদের চিৎকারে কান ঝালাপালা হবার জোগাড়। বাগানে ঘুরে বেড়ানো হারামিকে একটুও ভয় করে না তারা। এদের সঙ্গে নিজের মনে কথা বলে দিব্যি সময় কেটে যায় হারামির। শুক্রবারের হাট থেকে তবু সে একটা কুকুর নিয়ে এল। নেড়ি কুত্তা বাচ্চা দিয়েছিল হাটের গায়ে। একটাকে তুলে নিয়ে এসে নাম রাখল ভুলো। আগের কুকুরের নাম ধরে ওকে ডাকতে আরাম লাগল। আসলে নতুন নাম তার মাথায় আসছিল না। কুকুরটা বাচ্চা হলেও বেশ ডাকাবুকো। রাত্রে ভুলো পাশে থাকায় নিজেকে আর একা বলে মনে হচ্ছিল না হারামির।

ফলের মরশুম শেষ। মাথায় চুল গজিয়েছে হারামির। শুক্রবার হাটে যায়, বিক্রি শেষ করে হপ্তার মাল কিনে বাড়ি ফেরে। ওর চেয়ে বয়স্ক কিছু ছেলে গায়ে পড়ে ভাব জমাতে চাইত। বলত হাটের পর থেকে যেতে। হারামি রাজি হত না। বাকি ছয় দিন তো বাড়ির বাইরে যাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না।

এক শনিবার সকালে পুকুরে ছিপ ফেলছিল হারামি। আজকাল চট করে মাছ ধরা দেয় না। ওর জেদ বাড়ছিল তাই। মাছ ধরে দুপুরে ভাতের সঙ্গে খাবে। আদুর গা, খাটো প্যান্ট পরে সে ফাতনার দিকে তাকিয়েছিল একমনে। এবং তখনই বাপের মুখটা ভেসে উঠল। হাতবাক্সটা এখনও ঠাকুরের আসনের নীচ থেকে তোলা হয়নি। কিন্তু তুলে কী হবে? ঘরে রাখলে মনে হবে কেউ যদি চুরি করে নিয়ে যায় বাপের সম্পত্তি। রাতবিরেতে ফল পাড়তে যে চোর ঢোকে সে ঘরেও সিঁদ কাটতে পারে। আজকাল

ভুলো অবশ্য বাগানে শব্দ পেলেই চিৎকার শুরু করে কিন্তু ও আর একটু বড় না হওয়া পর্যন্ত ভয় তো থাকছেই। অতএব হাতবাক্স যেখানে আছে সেখানেই নিরাপদে থাক।

ফাতনাটা টুক করে ডুবেই উঠে এল। তারপর তিরতির করতে করতে একবারে ডুবতেই হ্যাঁচকা টান দিল হারামি। ওজন আছে ওপরে তোলার সময় মনে হচ্ছিল কিন্তু জলের ওপরে ওটা উঠে আসতেই চক্ষু চড়কগাছ। আর তৎক্ষণাৎ পেছনের গাছের আড়াল থেকে খিলখিলিয়ে হেসে উঠল কেউ। কাঁকড়াটাকে ডাঙায় ফেলে ঘুরে দাঁড়াল হারামি। মেয়েমানুষের গলা। এ বাড়িতে মেয়েমানুষ ঢুকল কী করে? সে চিৎকার করল, 'কে? কে ওখানে?'

নীল শাড়ি পরা একটি মেয়ে বেরিয়ে এল সামনে, 'বাব্বা! ধরছে তো কাঁকড়া কিন্তু গলার তেজ দ্যাখো।' তারপর গম্ভীর গলায় বলল, 'তোমার বাড়িতে আমরা এসেছি।'

সাধারণত ভৈরবের হাটে যেসব মেয়েছেলে দেখা যায় এ তাদের মতো নয়। বয়স কম কিন্তু খুব ঠাঁট ঠমক আছে। হারামি জিজ্ঞাসা করল, 'আমরাটা কে?'

'আমরা আমরা। আমি আর মা। বাবা বলল ছেলেটার জন্যে বড্ড মন কেমন করছে রে মালতী, যা দেখে আয় তোরা। আর মাছ ধরতে হবে না, মা রান্না করে নিয়ে এসেছে।'

হারামি কিছুই বুঝতে পারছিল না। মেয়েটা ধমকাল, 'কী হল? আসবে?'

'তোমাদের বাড়ি কোথায়?'

'আকুল। আকুলের ডাক্তারবাবুর মেয়ে আমি।'

'অ। তা এখানে কী মনে করে?'

'বললাম তো। শুনে মায়ের দরদ উথলে উঠল। বলল, আহারে। বাপমরা ছেলেটা কী খাচ্ছে কে জানে। মায়ের প্রাণ তো। ও তুমি বুঝবে না। চলো।'

কাঁকড়াটাকে বঁড়শি থেকে খুলে জলে ফেলে দিল ছুঁড়ে। মেয়েটা হাঁ হাঁ করে উঠল, 'একী কাণ্ড। অমন নধর কাঁকড়াটাকে ফেলে দিলে।'

হারামির ভাল লাগছিল না। একী উৎপাত শুরু হল। এখনই গিয়ে বিদায় করে দেওয়া দরকার।

সে ছিপ নিয়ে এগোচ্ছিল হঠাৎ মেয়েটা মুখে হাত চাপা দিয়ে বলল, 'তোমার কি মাথা খারাপ। ওই পোশাকে মায়ের সামনে যাচ্ছ?'

হারামি হকচকিয়ে গেল। এই প্যান্টটা একটু না হয় ছোট হয়ে গিয়েছে কিন্তু এটা পরেই সে থাকে বাগানে। গাছে উঠতে সুবিধে হয়। সে জিজ্ঞাসা করল, 'কেন? কী হয়েছে?'

'আমার মাকে বুড়ি ভাবছ নাকি? বাপের দ্বিতীয় পক্ষ। বেশি বয়সের বউ। তার সামনে এমন উদোম হয়ে যেতে লজ্জা করবে না?'

'কেন? তুমি তো দেখছ! তাতে কোনও ক্ষতি নেই?'

মেয়েটা যেন লজ্জা পেল। চোখ ঘুরিয়ে বলল, 'অসভ্য! আমি কি ইচ্ছে করে দেখছি? হঠাৎ এসে পড়েছি এখানে তাই না দেখে উপায় নেই। আচ্ছা, তুমি ব্যায়াম করো?'

'ব্যায়াম? না তো!'

'বাব্বা। এমন পেটা শরীর। চলো, আমি অন্যদিকে মাকে সরিয়ে নিচ্ছি, তুমি চট করে গা ঢাকা পোশাক পরে নাও।' দুলতে দুলতে চলে গেল মেয়েটা।

হারামি হতভম্ব। নিজের দিকে তাকাল সে। এই প্যান্ট পরে সে বাবার সঙ্গে বাগানে কাজ করত, পাইকাররা এলে তাদের মাল তুলতে সাহায্য করত কিন্তু কেউ বলত না গা ঢাকা কাপড় পরে আসতে। মেয়েছেলের মতো ব্যাটাছেলের লজ্জা ঢাকতে বেশি কাপড় দরকার হয় না তা কি মেয়েটা জানে না? হনহন করে হাঁটতে লাগল হারামি। তার বাড়িতে এসে বাইরের মেয়ে তাকেই হুকুম করবে নাকি।

সে দূর থেকেই দেখতে পেল মেয়েটা একজন মধ্যবয়সিনীর সঙ্গে কথা বলছে। তাকে হাত ধরে সরিয়ে নেবার চেষ্টা করতেই তিনি কারণ জানতে চাইছেন। হারামি একেবারে তাঁদের সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটি ঠোঁটে হাত চাপা দিল, 'এমা কী নির্লজ্জ গো!'

হারামি দেখল মেয়েছেলেটা অবাক চোখে তাকাল। সে বিষণ্ণ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল, 'এসব কী কথা?'

'আমি তোমাকে নিষেধ করলাম না এই পোশাকে আমাদের সামনে আসবে না।'

'আমার বাড়িতে আমি এই পোশাকে ঘুরে বেড়াই, ভাল না লাগে তো চলে যাও। আমি তো তোমাদের এখানে আসতে বলিনি।' হারামি স্পষ্ট বলে দিল।

মেয়েটা তার সৎমায়ের দিকে তাকিয়ে বলল, 'একেবারে জংলি।'

সৎমা বলল, 'ঝগড়া করছ কেন? এমন কিছু খারাপ লাগছে না।'

মেয়েটা মুখ ফেরাল অন্যদিকে, 'মাগো! তাকানো যায় না।'

'ঠিক আছে বাবা তুমি তাকিয়ো না।' সৎমা হাসলেন, 'তোমার নাম হারামি?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

অন্যদিকে তাকিয়ে থাকা মেয়েটি হঠাৎ চিৎকার করে উঠল, 'কোনও বাপ এমন নাম রাখে? ওকে নাম পালটাতে বলো নইলে আমি রাজি হব না।'

সৎমা হাসল, 'তা ঠিক। তোমার নামটা মোটেই ভাল নয়।' অন্তত হারান হলেও চলত।'

হারামি কোনও উত্তর দিল না। গম্ভীর মুখ দেখে সৎমা হাসলেন, 'ঠিক আছে এনিয়ে পরে কথা বলা যাবে। তোমার এখানে একা থাকতে ভাল লাগে?'

লোক জিজ্ঞাসা করে ভয় লাগে কি না আর এ জিজ্ঞাসা করছে ভাল লাগে কি না! না, একদম ভাল লাগে না মুখ বন্ধ করে থাকতে। কিন্তু সে কথা এদের বলতে যাব কেন? 'অভ্যেস হয়ে গেছে।'

'কোনও বন্ধুবান্ধব আসে?'

'আমার কোনও বন্ধু নেই।'

'কোনও মেয়েমানুষ এদিকে ঘেঁষে না তো?'

'খামকা মেয়েমানুষ আসতে যাবে কেন?'

তৎক্ষণাৎ মেয়েটা হেসে উঠল, 'ইস। ন্যাকা। খোঁজ নিয়ে দ্যাখো ডুবে ডুবে জল খাচ্ছে, এমন কনবাদাড়, কেউ এলে লোকে জানতেও পারবে না।'

সৎমা ধমক দিল, 'চুপ করো। ওরকম ছেলেদের দেখলেই চেনা যায়।' তারপর হাসল, 'তা আমরা তো অনেক দূর থেকে এসেছি বসতে বলবে না?'

হারামি তাকাল। ভুলো লিচুগাছের নীচে চুপচাপ বসে আছে। পুরুষমানুষ দেখলে চিৎকার করে লাফায় আর এদের দেখেও যেন দেখছে না। সে ঘরে ঢুকে দুটো আসন বের করে বারান্দায় পেতে দিল। মেয়েটাকে তার একটুও পছন্দ হচ্ছে না, বড্ড ছটফট করছে কিন্তু সৎমাটা বেশ ভাল। এরকম মানুষের সঙ্গে কথা বলেও সুখ।

সৎমা বসল কিন্তু মেয়েটা ভুলোকে ডাকতে লাগল তু তু করে। হারামি দাঁড়িয়ে দেখছিল, সৎমা ডাকল, 'দাঁড়িয়ে কেন? বসো এখানে?'

হারামি বসল। সৎমা পাশে রাখা একটা ব্যাগ থেকে টিফিন-ক্যারিয়ার বের করল, 'তোমার নিশ্চয়ই খেতে খুব কষ্ট হচ্ছে তাই এগুলো নিয়ে এলাম।'

'কী আছে?'

'মাছের ঝোল, ঝাল আর তরকারি। ভাতের সঙ্গে খেয়ে নিয়ো।'

'কত দাম?'

'দাম?' সৎমা হেসে উঠল। ওর শরীর কাঁপতে লাগল। এই দৃশ্য দেখতে হারামির খুব ভাল লাগছিল। তার শরীরের অদ্ভুত একটা আগ্রহ উঁকি মারছিল। দূর থেকে মেয়েটা চেঁচাল, 'হাসির কী হল?'

হাত নেড়ে সৎমা বলল, 'কিছু না। তারপর আয়তচোখে হারামিকে দেখল, 'বিক্রি করব বলে তো আনিনি। তোমাকে খাওয়াব বলে রান্না করেছি।'

'কিন্তু কেন?'

'আমার কর্তার ইচ্ছে তোমাকে জামাই করবেন। কত সম্বন্ধ আসছে কিন্তু তোমার ওপর তার মায়া পড়ে গেছে। তাই আমরা এলাম তোমার সঙ্গে আলাপ পরিচয় করতে।'

'ডাক্তারবাবু আমাকে জামাই করবে কেন?'

'তুমি খুব ভাল ছেলে। উনি বলেছেন নিষ্পাপ ছেলে। তুমি কখনও পাপ করেছ?'

'পাপ? হ্যাঁ, একবার বাপের গায়ে পা লেগে গিয়েছিল।'

আয়তচোখে আর একবার তাকাল ছোটমা, 'তুমি কী ভাল! আমি পাপের কথা বলছি। এই যেমন চুরিচামারি, ঠকানো, এসব।'

'না, মাথা নাড়ল হারামি।'

'কোনও মেয়েমানুষের সঙ্গে মিশেছ?'

'কক্ষনও না। মেয়েছেলে হল কাঁকড়াবিছার মতো।'

'যাচ্চলে! কে বলল?'

'বাপ মরার আগে বলেছে।'

'তোমার হাতের সব আঙুল সমান?'

নিজের আঙুলের দিকে তাকিয়ে নীরবে মাথা নাড়ল হারামি।

'সেরকম সব মেয়েই সমান নয়। আমাদের মেয়েকে পছন্দ হয়েছে।'

হারামি তাকাল। দূরে ঘুরে বেড়াচ্ছে মেয়েটা। সে মাথা নাড়ল, 'না।'

সৎমা অবাক হল, 'ওমা কেন?'

'হচ্ছে না! কেন হচ্ছে না কী করে বলব!'

'একটা কারণ তো থাকবে! কী রকম মেয়ে তোমার পছন্দ?'

'আমি এখনও ওসব নিয়ে ভাবিনি।'

'আহা ভাববার তো বয়স হয়েছে এখন।'

'আমি জানি না।'

'আমি বলছি বয়স হয়েছে। তোমাকে ভাবতে হবে রোগা বা মোটা, ফরসা বা কালো, লম্বা না বেঁটে কী ধরনের মেয়ের সঙ্গে জীবন কাটাবে।'

'মোটা কালো বেঁটে মেয়েকে কারও ভাল লাগে?'

'ও লাগে না বুঝি! তা হলে লম্বা ফরসা রোগা মেয়ে হলে মন ভরবে?'

'তা না।'

'তা হলে?'

'এই তোমার মতো।'

গম্ভীর হতে গিয়েও হেসে ফেলল সৎমা, 'আমি তোমার চেয়ে অনেক বড়।'

'তুমি প্রশ্ন করলে আমি জবাব দিলাম। বড় ছোট জানি না।'

'এরকম কথা বলবে না, লোকে শুনলে খারাপ বলবে। আমাদের মেয়ে কিন্তু খুব সুন্দর।'

'আমার ভাল লাগছে না।'

'কেন লাগছে না?'

'মেয়েছেলে বলে মনে হয় না।' একবারে মনের কথা বলে ফেলল হারামি।

সৎমাকে বিভ্রান্ত দেখাল একটু। তারপর বলল, 'বিয়ের জল গায়ে পড়লে সব পালটে যাবে।'

'যাক, আমার কী দরকার!' হারামির মনে হচ্ছিল তার বিপদ আসছে।

এইসময় ওপাশ থেকে মেয়েটা চেঁচিয়ে উঠল, 'ভাত বসাও। খিদে পেয়েছে।'

সৎমা জিজ্ঞাসা করল, 'তোমাদের রান্নাঘর কোথায়?'

'কেন তোমরা এখানে ভাত খাবে নাকি?'

'হ্যাঁ। তিনজনের জন্য মাছ তরকারি এনেছি।'

কী করবে বুঝতে পারছিল না। এদের চলে যেতে বলা দরকার কিন্তু সৎমার দিকে তাকিয়ে সে কথাটা বলতে পারছিল না। কীরকম নরম কাঁঠালের কোয়ার মতো শরীর। সৎমা উঠে দাঁড়িয়েছিল কিন্তু সে বাধা দিল।

'ঠিক আছে যেতে হবে না, আমি ভাত করে দিচ্ছি।'

'আমরা থাকতে তুমি ভাত করবে কেন?'

'না বাপ বলেছিল রান্নাঘরে মেয়েছেলেকে না ঢুকতে দিতে।' বেমালুম বলে দিল সে। বাপ বলেছিল এবাড়িতে মেয়েমানুষ যেন না আসে। সেটা বলতে পারল না বলে রান্না ঘরের নাম করল।

সৎমা বলল, 'তুমি খুব পিতৃভক্ত, না?'

হারামি জবাব না দিয়ে রান্নাঘরের দিকে এগোল। টিনে চাল আছে তো? কয়েকবার ধুয়ে নিয়ে কাঠের উনুন জ্বালিয়ে জল চাপিয়ে দিল। এসব করতে তার বিন্দুমাত্র অসুবিধে হয় না। তার মনে হচ্ছিল মেয়েছেলে দুটোকে এখানে থাকতে দিয়ে সে অন্যায় করছে কিন্তু কিছু করার নেই। ওরা তো খেয়েদেয়ে চলে যাবে। এখন শোওয়ার ঘর থেকে মেয়েটার গলা পাওয়া যাচ্ছে।

জোরে জোরে কথা বলে মেয়েটা, 'কী বলল ও? আমার কথা কিছু বলেনি নাকি?'

সৎমার গলা ভেসে এল, 'আস্তে কথা বলো।'

'এইজন্যে আমি এখানে আসতে চাইনি। একটা বুনো জংলি, ভাল করে কথা বলতে পারে না, বাবার জন্যে আসতে হল। ঘরটা দেখেছ? কোনও মানুষ থাকে এমন ঘরে?'

'আস্তে। বাড়িতে মেয়েমানুষ না থাকলে এমন অগোছাল হবেই। বিয়ের পর তুমিই অন্য কথা বলবে। যাকগে, পুকুরটায় স্নান করা যায়?'

'হ্যাঁ। ঘাট আছে দেখেছি। কিন্তু জংলিটাকে বলে দাও ওদিকে না যেতে।'

হারামি শুনছিল। তার রাগ আরও বাড়ছিল। এইসময় দুজন বেরিয়ে এল বারান্দায়।

সৎমার হাতে একটা চটের থলে। সৎমা হাসল, 'আমরা চান করে আসি, এ্যাঁ!'

হারামি চুপচাপ ঘাড় নাড়ল। মেয়েটা বলল, 'বলে দাও।'

সৎমা জিজ্ঞাসা করল, 'ওদিকে লোকজন নেই তো?'

'না কেউ নেই। দুই ক্রোশের মধ্যে মানুষ নেই।'

ওরা চলে গেল। গাছের আড়ালে চলে যাওয়ার আগে মেয়েটা ঘাড় ঘুরিয়ে হাসল সৎমাকে এড়িয়ে। হারামি দাঁতে দাঁত ঘষল, 'শালি।' ভুলোকে ওদের পেছন পেছন ছুটতে দেখল সে। ভুলোকে নিশ্চয়ই লোক বলা যাবে না। ব্যাটাছেলে স্নান করলে কেউ দেখছে কি না বলে মাথা ঘামায় না, মেয়েছেলের বেলায় সেটা হবে না কেন? স্নান করার সময় মেয়েছেলের কি ডানা গজায়? জলে চাল ফেলে তার খেয়াল হল আজ পর্যন্ত সে কোনও মেয়েছেলেকে স্নান করতে দ্যাখেনি। স্নান করা তো দূরের কথা সৎমার মতো কেউ অত ভালভাবে তার সঙ্গে কথাও বলেনি। সৎমা আকুলের বুড়ো ডাক্তারের দ্বিতীয় পক্ষের বউ। তা যদি না হত তা হলে সৎমা তাকে বিয়ে করতে চাইলে সে রাজি হয়ে যেত। অবশ্য বাপ বেঁচে থাকলে রাজি হত না। তাকে অনেকবার বলেছে সংসারে থাকবি সঙের মতো আর বউ আনবি মনের মতো। কার মন না বাপের। বাপ যাকে ঘরে আনবে তাকেই মেনে নিবি। এখন তার খুব মনে হচ্ছিল বাপ থাকলে সৎমাকে মেনে নিত না। তার যা যা ভাল লাগে তা কখনও বাপ পছন্দ করেনি।

হারামির হঠাৎ ইচ্ছা জাগল একটু দূর থেকেই না হয় দেখবে সৎমার স্নান করার দৃশ্য। কেউ জানতে পারবে না কিন্তু চিরকাল মনে রাখবে সে। ইচ্ছেটা প্রবল হতে সে পায়ে পায়ে বাগানে নামল। ব্যাপারটা ভাল না মন্দ ঠিক বুঝতে পারছে না সে। এই আড়াল থেকে দ্যাখা কি পাপ? যদি পাপ হয়ে যায় তা হলে পরে সৎমাকে সেটা বলে দেবে। সৎমা তখন জিজ্ঞাসা করেছিল সে কখনও পাপ করেছিল কি না। এখন ঘটনাটা শুনে সেই বিচার করুক। শুকনো পাতায় পা পড়ে শব্দ বাজতে সে সতর্ক হল। অতি ধীরে সে বিশাল আমগাছটার পাশে গিয়ে দাঁড়াতেই জল দেখতে পেল। চড়া রোদ নেই আজ, তবু জলে আলো পড়ছে ঢের।

এগাছ থেকে ওগাছের আড়ালে চলে আসতেই মেয়েটার গলা কানে এল, 'কী ঠাণ্ডা জল রে বাবা। বেশ পরিষ্কার না?'

'বেশি দূরে যাস না। এতো পুকুর নয়, দিঘি।' সৎমার গলা ভেসে এল। দেখা গেল না।

এই সময় ভুলো দৌড়ে এল কাছে, এসে কুঁই কুঁই করে লেজ নাড়তে লাগল।

ইশারায় তাকে চুপ করতে বলল হারামি। কিন্তু কুকুরটা নাছোড়বান্দা। তাকে মেয়েদের কাছে নিয়ে যাবেই। শেষপর্যন্ত একটা মাটির ডেলা তুলে মারতেই ভুলো ছুট দিল বাড়ির দিকে।

'জংলিটাকে তোমার কেমন লাগছে?' মেয়েটার শরীর জলের তলায়, মুখ দেখা যাচ্ছিল।

'ভালই তো। সরল।'

'শরীর দেখলে?'

'আহা! কী কথার ছিরি। আমি তোমার মা না?'

'সোনামা! দশ বছরের বড় তুমি।' মেয়েটা সাঁতরাতে লাগল।

হারামি কাঠবিড়ালির মতো আমগাছে উঠে পড়ল। অনেকটা উঠে পুকুরের দিকে যে ডালটা গিয়েছে সেদিকে চলে এল। পাতায় ছাওয়া গাছটায় কেউ চট করে তাকে আবিষ্কার করতে পারবে না।

হারামি নীচের দিকে তাকাল। এবার স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে সৎমাকে। পুকুরের গায়ে একটা কাঠ পাতা ছিল। সৎমা তার ওপর বসে পা ঘষছে। গায়ে জামা নেই। শাড়িটা কোনওমতে জড়ানো। পিঠ এবং কোমরের সাদা চামড়া চকচক করছে। হারামির শরীর শিরশির করতে লাগল। একেবারে পাকা পেঁপের মতো শরীর। একবার যদি কোমরটায় হাত রাখতে পারত সে! সৎমা উঠে দাঁড়িয়ে চারপাশে তাকাল। মেয়েটা ততক্ষণে উঠে এসেছে, 'সে এদিকে আসেনি, মা?'

'এলে তুমি খুশি হতে?'

মেয়েটা রেগে গেল। দু হাতে জল তুলে ছিটোতে লাগল সৎমার গায়ে। সৎমা দু হাতে নিজেকে আড়াল করতে করতে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। বিশ কেজির রুই মাছের মতো জল কেটে ঘুরে বেড়াতে লাগল সৎমা। কাঠের ওপর বসে মুখে সাবান ঘষছে মেয়েটা। ওরও গায়ে জামা নেই। কাপড় সরে গেছে ভিজে হয়ে। পিঠ কাঁধ দেখা যাচ্ছে। কেমন হাড় জিরজিরে। তেঁতুলের খোলের মতো। কোমর অবশ্য খুব সরু। বুকে আঁচল জড়ো করে সাবানে ঢাকা চোখে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল সে। হারামির মনে হল দেড় ইঞ্চি চিংড়ি মাছ।

সৎমা বলল, 'কেউ দেখছে কি না জানি না।'

মেয়েটার মুখের সাবান ধুয়ে গিয়েছিল। দু হাত ছড়িয়ে ভাসতে ভাসতে বলল, 'এখানে কি মানুষ আছে যে দেখতে আসবে। পাখি ছাড়া শুধু ওই কুকুর আছে।'

'যদি তোমার জংলি এদিকে আসে।'

'তা হলে মানুষ হয়ে যেত। জীবনে যে মিষ্টি খায়নি সে মিষ্টির মর্ম কী বুঝবে।'

'ভালই তো, শিখিয়ে পড়িয়ে নিতে পারবে।'

'আমার বয়ে গেছে।'

ওদের স্নান শেষ হল। হারামি দেখল ভিজে কাপড় সৎমার শরীরে চেপে বসেছে। সারা রাত বর্ষায় ভেজা পাকা বেলের মতো সৎমার বুকের আকৃতি দেখে বুক ঢিপঢিপ করতে লাগল তার। মনে হচ্ছিল নিশ্বাস বন্ধ হয়ে যাবে। মেয়েটার দিকে তাকাবার কথা স্মরণে ছিল না। এখন শরীরে যেন এক বিন্দু শক্তি নেই। সৎমা কাপড় ছাড়ছে। মেয়েটার দৃষ্টি থেকে আড়াল করতে তার দিকেই ঘুরে দাঁড়িয়েছে শুকনো কাপড় হাতে। এ দৃশ্য কোনওদিন দ্যাখেনি হারামি। পাকা আমে ছেয়ে থাকা গাছ অথবা ভোরের সূর্য ওঠা আকাশ যেন এর কাছে বৃথা হয়ে গেল। খুব চটপট শাড়ি পালটে ফেলল সৎমা। এখনই ওরা ফিরে যাবে অতএব গাছ থেকে নামতে শুরু করল হারামি। নামবার সময় ধুপ করে শব্দ হল। সৎমার গলা কানে এল, 'শব্দ হল না?'

মেয়েটার গলা শুনতে পেল, 'গাছের ডাল পড়ল বোধহয়।' দ্রুত কিন্তু সন্তর্পণে ফিরে এল হারামি। এবং তখনই তার ভাতের কথা মনে পড়ল। চটপট রান্নাঘরে ঢুকে দেখল অনেকবার উপচে পড়েছে ফ্যান। আর একটু হলেই পুড়ে যেত তলা। কোনওমতে উনুন থেকে নামিয়ে বুঝল ভাত বেশ নরম হয়ে গিয়েছে। সে নিশ্বাস ফেলল। ভাতের হাড়ি থেকে বের হওয়া ধোঁওয়ার সঙ্গে নিশ্বাসের যেন কোনও পার্থক্য নেই। বাইরে দুটো মানুষের গলা বাজল। কথা বলতে বলতে ওরা শোওয়ার ঘরে ঢুকে গেল।

চোখ বন্ধ করলেই সৎমার পূর্ণ শরীর, এক লহমার জন্যে দেখলেও তাই যেন স্থির হয়ে আছে সামনে। বাপ বলত কাঁকড়াবিছে। কাঁকড়াবিছের কুৎসিত ভঙ্গির সঙ্গে কোনও মিল নেই সৎমার শরীরের। তা হলে কি বাপ তাকে ভুলিয়ে রাখার জন্যে মিথ্যে কথা বলত?

'কী, ভাত হল?' সামনে সৎমা। সদ্য স্নান করে আসার জন্যে আরও মিষ্টি দেখাচ্ছে। অপলক তার মুখ বুক পেটের দিকে তাকিয়েছিল হারামি। সৎমা জিজ্ঞাসা করল, 'কী হল?'

'তুমি কী সুন্দর।'

সঙ্গে সঙ্গে রক্ত জমে গেল মুখে। সৎমা বলল, 'ছিঃ। এভাবে বলতে নেই। সম্পর্কে আমি তোমার শাশুড়ি হব। লোকে শুনলে কুকথা বলবে।'

'অসম্ভব। আমি তোমাকে শাশুড়ি করতে পারব না।'

সৎমা চট করে বাইরের দিকে তাকাল, 'ঠিক আছে। পরে তোমাকে বুঝিয়ে বলব। তোমার মুখে এসব কথা শুনলে বেচারা আঘাত পাবে, বুঝলে? সরো, আমি দেখছি ভাতের কী হল! তুমি বরং স্নান করে এসো চটপট।'

সৎমাকে ভাতের হাঁড়ির দিকে এগোতে দেখে হারামি বেরিয়ে এল। মেয়েটাকে দেখা যাচ্ছে না কিন্তু তার গান শোনা যাচ্ছে। শোওয়ার ঘরে দাঁড়িয়ে গান গাইছে নাকি? তারে ঝোলানো গামছাটা হ্যাঁচকা টানে নামিয়ে হারামি বাগানের পথে পুকুরের দিকে ছুটল।

জলে নামার পর শরীর শীতল হল। রসগোল্লা ফেলে কেউ বাতাসা খায় না বাপ। কথাটা দীননাথ কোনও একদিন বলেছিল। কী প্রসঙ্গে বলেছিল তা এখন মনে নেই। ওই চিংড়ি মাছটা তো সৎমার কাছে বাতাসার চেয়েও খারাপ। ওকে বিয়ে করতে যাবে কেন সে? ঠিক আছে, সৎমার বিয়ে হয়ে গেছে, স্বামী আছে, তা হলে সৎমা ঠিক নিজের মতো একটা মেয়ে এনে দিক সে চুপচাপ বিয়ে করবে, একটুও আপত্তি জানাবে না।

অন্যদিন স্নান করতে অনেক সময় নেয়, আজ তাড়াতাড়ি সারল। ভুলো পাড়ে তার দিকে তাকিয়ে বসে আছে। ওর গায়ে ঢিল ছোঁড়ার পর আর কাছে আসেনি। পরে আদর করতে হবে।

জল থেকে উঠে গামছা নিয়ে শরীর মুছে প্যান্ট ছাড়ার সময় খেয়াল হল শুকনো পোশাক নিয়ে আসা হয়নি। অন্যদিন অন্য ব্যাপার। উদোম হয়ে স্নান করলেও দেখার মানুষ নেই। আজ দু'দুটো মেয়েমানুষ। তার ওপর একজনের আবার ঠোঁটকাটা। যা হবার হবে সে গামছা পরেই ফিরে যাবে।

তাই যাচ্ছিল, বাগানের মাঝখানে চিংড়ির মুখোমুখি হয়ে গেল সে। তাকে দেখে চোখ বড় করে আঁতকে উঠল মেয়েটা, 'এম্মা, ওই জ্যালজ্যালে গামছা পরে তুমি ঘরে যাবে নাকি?

'আমি কী পরে যাব তাতে কার বাবার কী!'

'কী আমার বাপ তুলে কথা বলে হচ্ছে। আস্পর্ধা কত। রাত-বিরেতে অসুখ হলে সেই আমার বাপের পা ধরতে হবে সেটা খেয়াল আছে?'

'আর ধরব না। একবার ধরেছিলাম বলে আমার বাপ মরে গেল।'

'কী, আমার বাপ মেরে ফেলেছে। না, আমি এ বাড়িতে একটা মিনিটও থাকব না।'

'যাও না, আমি কি আসতে বলেছি।'

হঠাৎ কী যেন হয়ে গেল মেয়েটার। তাকিয়ে থাকতে থাকতে কেঁদে ফেলল শব্দ করে। এত অবাক কখনও হয়নি হারামি। সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটার জন্যে নরম হয়ে গেল সে। কিন্তু কী করে সে এখনকার মনের ভাব বোঝাবে ভেবে পাচ্ছিল না। মুখে বলল, 'ঝগড়া করলে আমার মাথা খারাপ হয়ে যায়।' বলে আর দাঁড়াল না।

খাওয়া-দাওয়ার পর সৎমা জিজ্ঞাসা করল, 'কেমন লাগল রান্না?'

এত তৃপ্তি সে কখনও পায়নি। মাঝে মাঝে বাপ ভৈরবের দোকানে ভাত-মাছ খাওয়াত। সেটাকে তখন অমৃত মনে হত। কিন্তু আজ মনে হল এমন রান্না জীবনে খায়নি সে। বাপ যে কত কুৎসিত রাঁধত এবং তাই সে শিখেছে বলে আফসোস হচ্ছিল। খেতে খেতে সে জেনে নিয়েছে ওসবই সৎমা রেঁধেছে। তারপর তার আর দ্বিধা রইল না। যে মেয়েছেলে এমন রাঁধতে পারে তাকে বিয়ে না করতে পারলে জীবন বৃথা। কিন্তু মুশকিল হল, সৎমার যে বিয়ে হয়ে গিয়েছে।

খাওয়ার-দাওয়ার পর সৎমা তার পাশে এসে বসল। একটা কোকিল খুব চিৎকার করছে। মেয়েটা খানিকটা তফাতে বসে কোন গাছে কোকিলটা রয়েছে বোঝার চেষ্টা করছিল। কান্নার পর থেকেই মেয়েটা কীরকম গম্ভীর হয়ে গিয়েছে। মুখে আর খই ফুটছে না। ভাত খেয়েছে মাথা গুঁজে।

সৎমা বলল, 'তোমার কোনও আত্মীয়স্বজন নেই?'

মাথা নেড়ে না বলল হারামি।

'এভাবে তো একা থাকা যায় না। বিয়ের দিন ঠিক করি কি বলো?'

'আমি তো বলেই দিয়েছি।'

'আঃ। যা বলছি তাই শোনো। হ্যাঁ, বিয়েতে তো খরচ আছে। ডাক্তারবাবু জিজ্ঞাসা করছিলেন কী কী দিতে হবে। ওই ঘড়ি আংটি সাইকেল তো দেবেনই, খাটও দিতে হবে। আর কিছু?'

হারামির কোনও ঘড়ি আংটি অথবা সাইকেল নেই। মাঝে মাঝে সাইকেলের জন্যে ঝোঁক হলেও বাপ কখনও রাজি হয়নি। এখন এইসব বস্তুর নাম শুনে ভেতরটা কলকলিয়ে উঠল। সে বলল, 'জানি না।'

ঠিক আছে। কিন্তু মুশকিল হল উনি তো টাকা পয়সা দিতে পারবেন না। বিয়েতে তো অনেক খরচ আছে। তা তোমার বাবা কীরকম টাকাপয়সা রেখে দিয়েছেন?'

'আমি জানি না।'

'কী আশ্চর্য! তোমার বাবার একমাত্র ছেলে তুমি। অথচ তিনি কী রেখে গিয়েছেন তা জানো না?' সৎমার গলা চড়ানো, 'তোমাকে কিছু বলে যাননি?'

'বলেছে।'

'একটা হাতবাক্সে সব রেখে গিয়েছে বাপ।'

'হাতবাক্স? কী আছে সেখানে।'

'দেখিনি।'

'কেন?' সৎমা অবাক, 'দ্যাখোনি কেন?'

'ইচ্ছে হয়নি তাই।'

'উঃ কী ছেলে রে বাবা। কোথায় আছে সেটা? নিয়ে এসো।'

'মাটির নীচে আছে।'

'সর্বনাশ। মাটির নীচে হাতবাক্স রেখে তুমি বসে আছ? পচে যাবে, চুরিও হয়ে যেতে পারে।'

'না পচবে না চুরিও হবে না।' প্রথমটা সম্পর্কে সন্দেহ হলেও মুখে বলতে বাধল না।

'কোন জায়গায় রয়েছে?'

'সেটা আমি বলতে পারব না, বাপ মানা করে গেছেন।'

'তোমার বাপ আর কী বলেছে?'

'বলেছে মেয়েমানুষ হল কাঁকড়াবিছের মতন। কখনও যেন বিশ্বাস না করি।'

'আমাদের দেখে তাই মনে হচ্ছে তোমার?'

'চান করার পর আর মনে হয়নি।'

'ওমা। চান করার আগে পরে কী তফাত? তুমি কি আমাদের চান করার সময় পুকুরের পাশে গিয়েছিলে? সত্যি কথা বলো?'

মিথ্যে কথা বলার দরকার হত না বলে সেটা চট করে জিভে আসে না। হারামি মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলল।

সৎমা চিৎকার করে উঠল, 'সেকী? তুমি তো দেখছি অসভ্য, খুব অসভ্য ছেলে। লুকিয়ে লুকিয়ে মেয়েদের স্নান করা দ্যাখো। না, এর পরে আর তোমাকে ছাড়ছি না। আমাদের মেয়েকে বিয়ে করতে হবে। ছি ছি ছি, লোকে জানলে কী বদনামই না দেবে।'

'আমি ওর দিকে তাকাইনি।' সত্যি কথা বলল হারামি।

'তা হলে?'

'তোমাকে দেখেছি।'

সৎমা উঠে দাঁড়াল। হনহন করে মেয়েটার কাছে গিয়ে বলল, 'চলো, বাড়ি যাব। ব্যাগ, টিফিন-ক্যারিয়ার কোথায়, নিয়ে নাও।' তারপর ঘুরে দাঁড়াল, 'শোনো হারামি, তোমাকে একেই বিয়ে করতে হবে। হাতবাক্সটা বের করে দেখে নিয়ো কী আছে ওতে। ডাক্তারবাবু পরে আসবেন।'

ওরা চলে গেল।

হারামি বুঝতে পারছিল সৎমাকে স্নান করতে দেখা ঠিক হয়নি। কিন্তু দেখতে যে ভাল লেগেছিল

সেটাও তো ঠিক। সৎমা কথাটা শুনে রেগে গেল কিন্তু বিয়ে তো ভেঙে দিল না। এই ব্যাপারটা রহস্যময় বলে মনে হচ্ছিল।

কিন্তু আকুল এবং আকুল ছাড়িয়ে ভৈরবে ছড়িয়ে গেল খবরটা। দীননাথের ছেলে হারামির হাতবাক্স আছে। আর সেই হাতবাক্সে দীননাথ তার সমস্ত সঞ্চয় জমিয়ে রেখেছে। এর ফলে রাতবিরেতে দুমদাম শব্দ হতে লাগল। দলে দলে চোর আসতে লাগল এখানে। হারামির একটা বড় গুলতি ছিল। অন্ধকারে শব্দ শুনে সে গুলতিতে পাথর ভরে ছুঁড়ত সমানে। ভুলোটা চিৎকার করে ছুটে যেত। মাঝে মাঝে গুলতির পাথর গায়ে লাগলে আগন্তুক চিৎকার করে পালাত। কয়েকদিন সমানে পাল্লা দিয়ে গুলতি ছুঁড়ে সে একজনকে ধরে ফেলল।

লোকটা মধ্যবয়সি। মাথার চুল মুঠোয় ধরে আলোয় নিয়ে আসতে লোকটা হাউমাউ করে কেঁদে উঠল, 'মাইরি, আর আসব না, এই কান মুলছি, কক্ষনও আসব না।'

'কেন এসেছিস তুই?' প্রায় বাপের বয়সি লোকটাকে তুই বলতে বাধল না হারামির।

'তুমি কি হাঁদা যে জানো না? হাতবাক্স খুঁজতে এসেছিলাম।'

'কোথায় খুঁজবি?'

'পুকুরপারে আমগাছের তলায়। বৈদ্যনাথ হাটে বলে বেড়াচ্ছে তাই।'

'বৈদ্যনাথটা কে?'

'জনার্দন পাইকারের ছেলে?'

'বৈদ্যনাথকে বলবি ওটা আছে পুকুরের মাঝখানে, জলের নীচে। ডুব দিয়ে মাটি খুঁড়ে বের করতে হবে। আর যদি এখানে দেখি তা হলে জ্যান্ত ফিরতে দেব না।'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে। আর কখনও আসি।' লোকটা ছাড়া পেয়ে বেঁচে গেল।

কিন্তু ফাঁপরে পড়ল হারামি। এখনও সে জানে না হাতবাক্সে কী আছে। কিন্তু এর মধ্যেই লোকজন লোভী হয়ে উঠেছে। কেউ যদি ঠাকুরের আসনের তলা খোঁড়ে তা হলে হয়ে গেল। শুক্রবার হাটে গেলে এই বাড়ি ভুলোর ভরসায় থাকবে। তখন তো চোরেদের পোয়া বারো। তা ছাড়া তার নিজেরও তো ওই হাতবাক্স দেখা দরকার। একবার মাটিটা খুঁড়ে ওপরে তুললে আবার একই জায়গায় রাখা ঠিক হয় না। দাগ থেকে যাবে ওপরে। তা হলে কোথায় রাখা যায়?

অনেক ভেবে ওর মনে হল আমগাছের মগডালটা যেখানে শুরু হয়েছে সেখানে ওটাকে বেঁধে রাখা যেতে পারে তার দিয়ে। চোরের বাবাও টের পাবে না। পাখিদের পক্ষেও তার কাটা সম্ভব নয়। মাথার ওপর থাকবে কিন্তু পাতায় ছাওয়া বলে কেউ জানতেও পারবে না। রোদ বৃষ্টি লাগবে অবশ্য কিন্তু তা আর কী করা যাবে। লুকিয়ে রাখার জায়গা পেয়ে সে একটু নিশ্চিন্ত হল। তখন গভীর রাত। দরজা বন্ধ করে সে ঠাকুরের আসন সরাল। বেঁচে থাকতে বাপ প্রতি বৃহস্পতিবার জল বাতাসা দিত ঠাকুরকে। শুক্রবার হাটে যাওয়ার আগে প্রণাম করে যেত। নিয়মটা সে বজায় রেখেছে। এখন আসন সরাবার সময় বেশ মায়া হল। এ ঘরের মেঝে শক্ত মাটির। প্রায় সিমেন্টের মতোই শক্ত। শাবল দিয়ে খুঁড়তে খুঁড়তে শেষ পর্যন্ত শব্দ হল। অনেকটা ঝুঁকে মাটি দু হাতে সরিয়ে সে বাক্সটাকে দেখতে পেল। বেশি বড় নয়। বড় জোর এক হাত লম্বা এবং একটু কম চওড়া। বাক্সটা মোটা টিনের। হারামি ভেবেছিল হাতবাক্সটা কাঠের হবে। ভৈরবের হাটে অনেক দোকানিকে সে হাতবাক্স হাতে নিয়ে বসে থাকতে দেখেছে। সেগুলো কাঠের তৈরি।

টিন, কিন্তু মোটা পাতের টিন। ওটাকে ওপরে তুলে আনল হারামি। ময়লা ন্যাতা দিয়ে ওর গায়ে লেগে থাকা মাটি পরিষ্কার করে দেখল একপাশে ছোট তালা ঝুলছে। তালাটার গায়ে জং ধরে গেলেও বাক্সটার কিছু হয়নি। এই তালার চাবি বাপ কোথায় রেখেছে? সে উঠল। বাপের চাবির তাড়া বের করল। খুঁজে খুঁজে চাবিটা বের করতে পারল না। হঠাৎ ওর খেয়াল হল। বাপের কোমরে একটা লাল সুতো ছিল। তাতে মাদুলি বাঁধা থাকত, সঙ্গে একটা চাবি। ছোট চাবি। সৎকারের সময় কেউ দেখতে পেয়ে খুলে নিয়েছিল। তখন শোকের সময় ছিল। কোনওদিকে মন দিতে পারেনি হারামি। লোকটা হয়তো সবশুদ্ধ সুতোটাকে জলে বিসর্জন দিয়ে দিয়েছে।

চাপ দিতে দিতে একসময় তালাটাকে ভেঙে ফেলল হারামি। নিজের শরীরে যে ভাল শক্তি হয়েছে

বুঝতে পেরে খুশি হল সে। হ্যারিকেনের আলোয় ডালাটা খুলল। চেপে বসেছিল সেটা, একটু কসরত করতে হল। বাক্সের মধ্যে প্লাস্টিকের প্যাকেট একটা। সেটা বের করে খুলতেই প্রথমে একশো টাকার নোট দেখতে পেল। এক এক করে গুনতে কুড়িতে গিয়ে ঠেকল। দশটায় এক হাজার হলে কুড়িতে দু হাজার। এত টাকা একসঙ্গে কখনও দ্যাখেনি সে। নোটগুলো এখনও ঝকঝকে, কারও গায়ে ময়লা লেগে নেই। ওগুলো হাতে নিয়ে হারামির মনে হল সে এখন খুব বড়লোক। দু হাজার টাকায় কত কী করতে পারে। একটা সাইকেল কেনা যায়, ভৈরবে একটা পাকা দোকান দিতে পারে, চাই কী বিয়ে করলে এটা থেকে খরচও করা যাবে। তার মনে হল এত টাকা মাটির নীচে পুঁতে রেখেছিল কেন বাপ? এত থাকতে আলুসেদ্ধ তরকারি দিয়ে ভাত খেত কেন মাছ না ধরতে পারলে? অবশ্য বাপ যদি খরচ করে ফেলত তা হলে আজ সে টাকাগুলো পেত না। তার মানে হুট করে খরচ করলে বোকামি করা হবে।

প্যাকেটের ভেতর একটা হার পেল সে। সোনার হার। হালকা, কিন্তু সুন্দর। কার হার এটা? তার মন বলল এটা নিশ্চয়ই মায়ের হার। মরে যাওয়ার পর বাবা এখানে রেখে দিয়েছে। সে গন্ধ শুকল। কিন্তু একটা ধাতব গন্ধ ছাড়া আলাদা কিছু বুঝতে পারল না। এই হার তাকে রেখে দিতে হবে সারা জীবন। যদি বউ একে পরতে চায় তা হলেও দিতে পারবে না। আকুলের ডাক্তারের মেয়েকে তো নয়ই।

হাতবাক্সটা হাতড়াতে একটা আংটা ঠেকল আঙুলে। তাতে কিছু ঝুলছে। সন্তর্পণে বস্তুটাকে বাইরে আনতেই আংটিটাকে দেখতে পেল সে। একটা সাধারণ তামার আংটি। আংটির মাঝখানে নীল কাচ বসানো। কাচের ওপর হ্যারিকেনের আলো পড়তেই নীলচে দ্যুতি ছিটকে গেল। এরকম আংটি ভৈরবের হাটে প্রচুর পাওয়া যায়। দাম এক টাকা। বাপ এটাকে হাতবাক্সে তুলে রাখল কেন? আবার আংটি ঝুলিয়ে রাখার জন্যে আংটাও বানানো হয়েছে। বাপের অনেক কাজের মানে ঠিক বুঝতে পারে না হারামি।

হাতবাক্সে আর কিছু নেই? বাপ বলেছিল জমানো টাকা রাখা আছে হাতবাক্সে। টাকাটাকে সে সন্তর্পণে হাতবাক্সে রেখে ডালার নীচের দিকে তাকাল। ওখানে আর একটা আংটায় কাগজ আটকে আছে। সেটাকে বের করে দেখল গোটা পাঁচেক অন্য রকম পাতায় লাইনের পর লাইন লেখা। তার অক্ষর পরিচয় বাপই করিয়েছিল। কিন্তু এত রাত্রে সেই বিদ্যের পরীক্ষা দিতে মোটেই ইচ্ছে করল না। কিন্তু মরার আগে বাপ বলেছিল হাতবাক্সে আর একটা জিনিস আছে যা তার সহ্য হয়নি হারামির হতে পারে। কী সেই জিনিস? বাপের এই কথাটারও মানে বুঝতে পারল না সে।

শেষপর্যন্ত হারামি স্থির করল হাতবাক্সে পাওয়া জিনিসগুলোর মধ্যে টাকা, হার আর সম্ভবত ওই কাগজটা মূল্যবান এবং এদের চোরের হাতে যেতে দেওয়া যাবে না। ওরা খুঁজবে হাতবাক্স এবং যেহেতু বাপ এটাকে কাছে রাখতে বলেছিল তাই সে প্রকাশ্যেই রাখবে যাতে লোকে দেখতে পায়। এর ভেতরে কিছু নেই জানলে উপদ্রব কমে যাবে।

টাকা হার আর কাগজটাকে ভাল করে বেঁধে প্লাস্টিকে মুড়ে ফেলল হারামি। ভৈরবের হাট থেকে আনা বাপের একটা প্লাস্টিকের ব্যাগ ছিল। সেটার ভেতর ঢুকিয়ে আবার দড়ি দিয়ে বাঁধল। আকারটা মোটেই বড় হল না। সেটাকে একটা টিনের কৌটোয় ঢুকিয়ে মুখ বন্ধ করে দড়ি দিয়ে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ঘর থেকে বের করা হল। এখন টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়ছে। ঘুটঘুটে অন্ধকার। ভুলো চুপচাপ বসে আছে দাওয়ায়। কোনও চোর যদি বাগানে ঘাপটি মেরে থাকে তা হলে সে বেটা বুঝে যাবে। অবশ্য চোর ঢুকলে ভুলো চেঁচাত। বৃষ্টির মধ্যে বাগানটাকে ঘুরে ঘুরে দেখল হারামি। নিঃসন্দেহ হয়ে পুকুর পারে এসে, আমগাছটায় উঠে বসল। একেবারে ওপরের শক্ত ডালের জোড়ে সে কৌটো থেকে বেরিয়ে আসা দড়ি বাঁধতে লাগল নিপুণ হাতে। প্যাকেটটাকে নীচ থেকে একদম দেখতে পাবে না কেউ, আবার বৃষ্টিতে সরাসরি ভিজবেও না।

ঘরে ফিরে এসে গামছায় মাথা শরীর মুছে প্যান্ট ছাড়ল হারামি। তার মনে হচ্ছিল জীবনে এই প্রথম সে নিজস্ব সম্পত্তির মালিক হল যা কোথায় রাখা আছে তা সে ছাড়া আর কেউ জানে না। ভৈরবের হাটে যারা প্রচার চালায় টাকাপয়সা গয়নাগাঁটি মাটিতে না পুঁতে ব্যাঙ্কে রাখুন তাতে অনেক বেশি

নিরাপদ থাকবে এবং টাকার জন্যে সুদও পাবেন তাদের সঙ্গে কথা বলতে হবে একবার।

উত্তেজনায় ঘুম আসছিল না। সে পাশ ফিরে শুয়েই দেখল মেঝের ওপর একটা নীল আলোর রেখা পড়ে আছে। সে অবাক হয়ে দেখল হ্যারিকেনের আলো আংটিতে পড়েছে বলেই রেখাটা বের হয়েছে। সে হাত বাড়িয়ে হ্যারিকেনের আলো কমানো মাত্র রেখাটা ছোট হয়ে আংটির সামনে চলে গেল। হ্যারিকেনকে প্রায় নিভিয়ে দিয়ে আড়াল করে দেখল আলোটা মরছে না। আংটির কাচের সামনে ছড়িয়ে আছে। হ্যারিকেন নিভিয়ে দিতেই ওটা মুছে গেল।

হারামি আংটিটাকে তুলে নিল। কাচে আলো পড়লে সেটা ছিটকে যায়। কিন্তু এত সুন্দর নীল আলো বের হতে সে কখনও দ্যাখেনি।

আংটিটা আঙুলে পরতেই সেটা ঠিক লেগে গেল। মনে পড়ল সৎমা বলেছিল বিয়ে করলে ঘড়ি আংটি সাইকেল পাওয়া যাবে। আংটি তো হয়ে গেল, যা টাকা আছে তা দিয়ে ঘড়ি আর সাইকেল সে নিজেই কিনতে পারে। তা হলে বিয়ে করার কী দরকার। অবশ্য ভুলোকে নিয়ে তো চিরদিন থাকা যাবে না। একজন সঙ্গী দরকার। কিন্তু সেই সঙ্গীকে হতে হবে সৎমার মতো দেখতে। রোগা পটকা ফটফট করে কথা বলা কোনও অল্পবয়সিকে তার বিয়ে করতে বয়েই গেছে।

কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল সে জানে না। ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখছিল কখন তাও অজানা। স্বপ্নে সে দেখতে পেল আকুলের ডাক্তারকে। খুব কাশছে লোকটা। তার বুকে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে সৎমা। জিজ্ঞাসা করছে, 'কোন ওষুধটা দেব? ওষুধ খাচ্ছ না কেন?'

'আমাকে একটু তুলসীপাতার রস মধু দিয়ে দাও।'

'এত রাত্রে তুলসীপাতা কেন? তোমার কাছে ওষুধ নেই?'

'না। ওসব ওষুধে কাজ হবে না।'

'কেন?'

'ওসব তুমি বুঝবে না। জল দাও।'

জল খেল লোকটা। তারপর একটু শান্ত হয়ে বলল, 'হারামিটাকে বশ করতে পারলে না তো গেলে কেন? একটা হাঁদা গঙ্গারাম হাতবাক্স নিয়ে বসে আছে আর আমি আঙুল চুষছি।'

'বললাম তো, মেয়েকে ওর পছন্দ হয়নি।'

'বললেই হল, যে মেয়েছেলে কী তাই জানে না সে অপছন্দ করবে? বুড়ো বয়সে বিয়ে করে কী ভুলই না করেছি। সৎমা বলে গা করছ না।'

মিথ্যে কথা বলো না। তা ছাড়া ছেলে ভাল নয়। লুকিয়ে লুকিয়ে আমাদের স্নান করা দেখছিল।'

'এটা বলোনি কেন? ওই অপরাধে ঘাড় ধরে বিয়ের পিঁড়িতে বসাতাম।'

স্বপ্নটা ভেঙে গেল। একেবারে গোটা স্বপ্ন। চোখ মেলে হারামি দেখল ভোর হয়ে আসছে। তার মন খারাপ হয়ে গেল। সৎমা তাকে নির্ঘাত খারাপ মনে করে। সৎমা যদি বুড়োকে তার মনের কথা বলে দিত তা হলে বুড়ো কী করত।

হারামি বিছানা থেকে উঠল। একবার আমতলা গিয়ে দেখা দরকার নীচে থেকে প্যাকেটটা বোঝা যাচ্ছে কি না। সে বাইরে বেরিয়ে হাই তুলে আঙুলের দিকে তাকাতেই আংটিটাকে দেখতে পেল। কাচটার দিকে তাকাতেই মনে হল। বাগানে লোক ঢুকেছে। ভুলো কোথায়? ভুলোকে সে দেখতে পেল না। কিন্তু মনে হল কাঁঠাল গাছগুলোর গায়ে একজন দাঁড়িয়ে আছে। অথচ তার দাওয়া থেকে কাঁঠাল গাছ অনেক দূরে। মাঝখানে অনেক গাছের ভিড়। এখান থেকে ওখানে সরাসরি দৃষ্টি যাবেই না। তবু তার মনে হচ্ছে কেন? সে যখন দাঁড়িয়ে আছে তখন স্বপ্নও দেখছে না। হারামি সন্তর্পণে হাঁটতে লাগল। কাঁঠাল গাছটাকে দুরে রেখে ঘুরে ঘুরে কাছে আসতে লাগল। এবং তখনই ভুলোকে দেখতে পেল। গাছের দিকে মুখ করে মাটিতে বসে আছে চুপচাপ। ওকে দেখা মাত্র লেজ নেড়ে এল কাছে। এসেই আবার গাছটার কাছে ছুটে গেল।

কাঁঠাল গাছের নীচে এসে লোকটাকে দেখতে পেল হারামি। ওপরের ডালে বসে আছে। সম্ভবত ভুলোর ভয়ে ওপর থেকে নামতে পারছে না।

হারামি চিৎকার করল, 'কে তুমি?'

লোকটা আফসোসে মাথা নাড়ল, 'অন্যায় হয়ে গেছে।'

'নামটা বলো।'

'যতীন।'

'বাড়ি কোথায়?'

'পালান।'

'তা অতদূর থেকে এখানে এসেছো হাতবাক্সের খবর পেয়ে?'

যতীন কাঁচুমাচু মুখ নাড়ল, 'আর আসব না। এবারটি ছেড়ে দাও।'

'নামো।'

'মারবে না তো?'

'সেটা বলতে পারি না।'

'তা হলে নামব না। মার খেতে খুব খারাপ লাগে।'

'না নামলে আরও মারব।'

'অ। কিন্তু কুকুরটা—'

'কিছু বলবে না।'

লোকটা কাঁপতে কাঁপতে নেমে এল। রোগা পটকা, মুখে খোঁচা দাড়ি পরনে পাজামা আর শার্ট। হারামি বলল, 'চলো আমার সঙ্গে।'

লোকটাকে নিয়ে বাড়িতে ফিরে এল সে। ঘরের ভেতর থেকে হাতবাক্স বের করে জিজ্ঞাসা করল, 'এ জিনিস আগে কখনও দেখেছ?'

যতীন জুলজুল করে দেখল, 'না।'

'হাতবাক্স। যার খোঁজে এসেছিলে। নাও, দ্যাখো, এর মধ্যে কিছু পাও কি না।'

'নেই।'

'না দেখেই বললে?'

'থাকলে দেখাতে না।'

'যা ছিল তা সব ব্যাঙ্কে রেখে দিয়েছি। দয়া করে সবাইকে বলে দিয়ো।'

হাতবাক্স দাওয়ায় রাখল। রেখে অন্যমনস্ক হয়ে আঙুলের দিকে তাকাতেই আংটির কাচে নজর পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে মনে হল কেউ একজন যতীনকে নাম ধরে ডাকছে। লোকটা যতীনের কাছে টাকা পায়। বাড়িতে নেই শুনে গালাগাল দিয়ে বলল আমার নাম উপেন মণ্ডল, এটা যেন যতীন মনে রাখে।

এক লহমায় এইসব মনে এসে গেল। নিজেই বেশ অবাক হয়ে গিয়েছিল সে। যতীন বলল, 'অনুমতি পেলে যেতে পারি এখন।'

'যাও। আচ্ছা, আজ সকালে উপেন মণ্ডলের তোমার বাড়িতে যাওয়ার কথা ছিল?'

আঁতকে উঠল যতীন, 'কী করে জানলে?'

'গিয়েছিল। তোমাকে না পেয়ে খুব গালগাল করেছে।' হারামি ভেবে পাচ্ছিল না সে কী করে ঠিকঠাক বলছে। ঠিক যে বলছে তা যতীনের মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছে।

'তুমি উপেনকে চেনো?'

'না। তবে খুব রাগি লোক, না।'

'হারামি। এক নম্বরের হারামি। শতখানেক টাকা ধার নিয়েছিলাম বলে অপমানের চূড়ান্ত করছে। ভেবেছিলাম তোমার হাতবাক্সটা পেলে টাকাটা ওর মুখের ওপর ছুঁড়ে দেব আজ।'

গালাগালটা শুনে কুঁকড়ে গেল সে। খারাপ, খুব খারাপ লোক বোঝাতে যতীন তার নাম ব্যবহার করল। যতীন নিশ্চয়ই জানে তার নাম হারামি। তা হলে বলার সময় কি ভুলে গেল? যতীন বলল, 'কিন্তু কথা হল তুমি এসব জানলে কী করে? আমার বউ ছাড়া কেউ জানে না। তুমি কখনও আমাদের গ্রামে গিয়েছ? পাঁচ ক্রোশ রাস্তা।'

'না যাইনি। এবার কেটে পড়ো। নইলে মার খাবে। আমার মেজাজ খারাপ হয়ে গেছে।'

হঠাৎ যতীন ওর পায়ে পড়ে গেল, 'তুমি বয়সে কম হলে কী হবে আমি তোমাকে গুরু করলাম।

একেবারে অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে দেখলে মনে হল। আমার নাম জানতে না, অথচ উপেনের নাম বলে দিলে। আমাকে বাঁচাও তুমি।'

হকচকিয়ে গেল হারামি, 'কী করে বাঁচাব?'

'জানি না। ধারে ধারে শেষ হয়ে গেছি। একটু সাহায্য চাই। যা বলবে তাই করব।'

হঠাৎই লোকটার জন্যে মায়া হল। আজ পর্যন্ত কেউ তার পা ধরেনি। সত্যিই খুব অভাবী লোকটা নইলে পাঁচ ক্রোশ পথ হেঁটে আসত না। হারামি জিজ্ঞাসা করল, 'ভৈরবের হাটে যাও।'

'কয়েকবার গিয়েছি বন্ধুদের পাল্লায় পড়ে।'

'এখন তো মরশুম শেষ। দু'কাঁদি কলা নিয়ে গিয়ে বিক্রি করো। আমার দাম আমাকে দিয়ে দিয়ো, লাভটা তুমি নিয়ো। টাকাটা মেরে দিতে চাইলে মুশকিলে পড়বে।'

'কোন শালা টাকা মারে। চাকর হয়ে যাব তোমার। তবে—।'

'আবার কী হল?'

'ভৈরবের গঞ্জে একটা সমস্যা আছে।'

'কী সমস্যা?'

'ওই শেষবার আমার এক বন্ধুর সঙ্গে গিয়েছিলাম। সে একটা মেয়েমানুষের ঘরে বাকি রেখে আর শোধ করেনি। আমার কোনও দোষ নেই। কিন্তু মেয়েমানুষটা যদি দেখতে পায় আমাকেই ধরবে।'

'কী নাম তার?'

'যমুনা।'

'সৌদামিনীকে চেনো।'

'ও বাব্বা। চিনব না। আমাদের মতো চুনোপুঁটিকে সে পাত্তাই দেয়নি।'

'তাকে আমার কথা বললে সে যমুনাকে সামলাবে।'

যতীন চোখ বড় করল, 'তুমি সৌদামিনীর ঘরে যাও নাকি?'

'কক্ষনও না। নাম শুনেছি। সে আমাকে জানে।'

যতীন দু কাঁদি কলা নিয়ে চলে গেল। একা হওয়া মাত্র হারামি ভাবতে বসল। ব্যাপারটা কী হল? এরকম তো তার কখনও হয়নি। হঠাৎ হঠাৎ মনে যা এসে যাচ্ছে তাই সত্যি হয় কী করে? সে চোখ বন্ধ করে কিছু ভাবার চেষ্টা করল কিন্তু মন একদম পরিষ্কার। বাপের কাছে সে শুনেছে কোনও কোনও মানুষের ওপর ভূত প্রেত অপদেবতার ভর হয় তখন সে অদ্ভুত অদ্ভুত কথা বলতে থাকে যা বাস্তবের সঙ্গে খুব মিলে যায়। সে-সময় মানুষটা একদম বেহুঁশ থাকে। কিন্তু তার বেশ হুঁশ রয়েছে। তা হলে। হারামির মনে হল তার মধ্যে কোনও পরিবর্তন আসছে। মনে দুঃখ দুঃখ ভাব জন্মাল। ওই হাতবাক্স খোলার পর থেকেই সে যেন পালটে যাচ্ছে। মনের মধ্যে মতলব কখনও এর আগে কাজ করেনি। বাপ বলত, এই হারামি, তুই আর কতদিন হাঁদাগঙ্গারাম হয়ে থাকবি।' কিন্তু কাল থেকে নিজেকে মোটেই তা মনে হচ্ছে না। না হলে আমগাছের মগডালে প্যাকেটটা বেঁধে আসতে পারত না।

খিদে পেয়েছিল খুব। হারামি উনুন ধরিয়ে ভাত চড়াল। কয়েকটা আলু আর বেগুন সেদ্ধ করে নেবে ভাতের সঙ্গে। সে গালে হাত দিয়ে ভাবছিল। আকুলের ডাক্তারটাকে বাপ বলেছে কসাই। কিন্তু লোকটা সৎমাকে তার সম্পর্কে যা বলেছে তা যদি সত্যি হয় তা হলে ওকে এ বাড়িতে ঢুকতে দেবে না। পরক্ষণেই মনে হল ঢুকতে না দেওয়াটা বোকামি হবে। ঢোকার পর মিষ্টি কথা বলে ভাল ব্যবহার করে নাজেহাল করে ছাড়বে। বয়ে গেছে ওর মেয়েকে বিয়ে করতে।

রান্না শেষ হবার পর স্নান করতে গেল হারামি। আজকাল এখানে এলেই সেইসব পুরনো দৃশ্যগুলো মনে আসে। এই ঘাটে তার জ্ঞানত এই প্রথম দুজন মেয়েছেলে স্নান করেছিল। জলে নেমে দু হাতে মুখ ঢেকে আংটিটার কথা খেয়াল হল। সে নীল কাচটার দিকে তাকাল। সূর্যের আলো পড়ায় নীল দ্যুতি বের হচ্ছে। ভৈরবের বাজারে এক টাকায় পাওয়া যায়। সঙ্গে সঙ্গে ওর চোখের সামনে ভৈরবের বাজার ভেসে উঠল। আজ হাট বার নয় তবু কিছু লোক রয়েছে সেখানে। যতীন কলা বিক্রি করছে চিৎকার করে লোক হেঁকে। একজন জিজ্ঞাসা করল, 'কার গাছের কলা গো?'

'হারামির। দীননাথের ছেলে হারামির কলা।' যতীন বলল।

'তুমি পেলে কী করে?'

'পেয়ে গেলাম। সস্তায় দিচ্ছি নিয়ে যাও। টাকায় দুটো।'

'তিনটে দেবে?'

'মরে যাব। গলায় গামছা দিয়ে দাম নিয়েছে হারামি।'

একটা চিল মাথার ওপর দিয়ে উড়ে যেতে মনোযোগ নষ্ট হল। হারামি জলে ডুব দিল। যতসব উলটোপালটা ভাবনা। লোকটা চোর হতে পারে কিন্তু মিথ্যুকও। স্নান করতে করতে তার খেয়াল হল ওই আংটির কাচের দিকে তাকালেই এসব ভাবনা আসে। ভৈরবের বাজারের সব আংটিতেই এই রহস্য আছে নাকি।

বিকেলবেলায় যতীন ফিরল। মুখে তৃপ্তির হাসি। হারামি জিজ্ঞাসা করল, 'হাট ছাড়াই সব বিক্রি হয়ে গেছে দেখছি। কী দরে বিক্রি করলে?' হাতবাক্সটা কাছে টেনে নিল সে।

যতীন ঘাম মুছল, 'সব শালা কিপটে। টাকায় তিনটের কমে পারলাম না। নাও, এই টাকা হয়েছে, এর মধ্যে আমাকে যা দেবার দাও।' কিছু নোট আর খুচরো দাওয়ায় রাখল যতীন। রেখে আবার হাসল।

হারামি বলল, 'আরে আবার টাকা দিচ্ছ যে! আমি তো তোমার গলায় গামছা দিয়ে দাম নিয়েছি।' সঙ্গে সঙ্গে মুখের চেহারা পালটে গেল যতীনের। ফ্যাকাশে হয়ে বলল, 'মানে?'

'তুমি তো আজ হাটে ওই কথা বলেছ। বলোনি?'

কথা শেষ হবার আগেই পায়ে পড়ে গেল যতীন, 'তুমি, তুমি কী করে জানলে?'

হারামি কেঁপে উঠল। যা বাপ। সত্যি হয়ে গেল। সে হাসি হাসি মুখ করে জিজ্ঞাসা করল, 'টাকায় তিনটে বিক্রি করেছ?'

'না, না। সত্যি কথা বলছি, দুটো করে দিয়েছি। তুমি ভগবান। তোমার অন্তর্দৃষ্টি আছে।'

'দূর। আমার কিছু নেই। যা পেয়েছি তা ওই হাতবাক্সের দৌলতে।'

'হাতবাক্স?' যতীন তাকাল। নিরীহ টিনের হাতবাক্স। তার চোখের সামনে হারামি তালা খুলল। ভেতরটা ফাঁকা, একদম শূন্য।

'ওর মধ্যে তো কিছু নেই।' হতভম্বের মতো বলল যতীন।

'ওই তো মজা! নেই অথচ আছে। যাও, এবার কেটে পড়ো।'

'আমাকে কিছু দেবে না?'

'যা অন্যায় করেছ তারপর কী করে দিই বলো?'

'কাল থেকে বাড়িতে কেউ খায়নি। আমি ঠিকঠাক বলিনি কিন্তু কেটে পড়তে পারতাম এখানে না এসে। তা তো করিনি।'

'তা হলে তোমার বাড়িতে পৌঁছে যেতাম। মণ্ডল মশাই একটু পরে যেমন যাবেন।'

হাউমাউ করে কেঁদে উঠল যতীন। কাঁদতে কাঁদতে বলল, 'আমি চোর। একবারে কী করে সাধু হব?' অনেক চেষ্টা করেও একটু মিথ্যে না বলে পারিনি। আর একবার সুযোগ দাও আমাকে।'

হারামি মিটিমিটি হাসতে লাগল কিন্তু কোনও কথা বলল না। টাকাগুলো তুলে হাতবাক্সে রেখে দিল যত্ন করে। যতীন চুপচাপ ভাবল। তারপর ট্যাঁক থেকে গোটা তিনেক দশ টাকার নোট বের করে সামনে রাখল, 'আর কিছু নেই, মাইরি বলছি।'

হারামি মিটিমিটি হাসতে লাগল। তার মনে হচ্ছিল সে খুব বড় হয়ে গিয়েছে।

যতীন মাথা চুলকোল। তারপর মনে পড়ে যেতেই সে একটু বেশি উল্লাস প্রকাশ করে বলল, 'ওহো, একদম ভুলে গিয়েছিলাম। সৌদামিনীর সঙ্গে কথা বলেছি।'

'কেন? সেই মেয়েটা তোমাকে ধরেছিল?'

'না। বেচাকেনা শেষ হতে পথে হঠাৎই দেখা হয়ে গেল। তা বললাম তোমার কথা। প্রথমে পাত্তাই দিচ্ছিল না। তারপর নাম শুনে একগাল হাসল। জিজ্ঞাসা করল তোমার সঙ্গে আর কে কে থাকে? হাতবাক্সে কী রেখে গেছে তোমার বাপ, এইসব।'

টাকাগুলো গুনল হারামি। তারপর তিরিশটা টাকা সামনে ধরল, 'নাও।'

বিনা বাক্যব্যয়ে টাকাটা নিল যতীন। হারামি বলল, 'এবার যেতে পারো।'

'কাল আবার আসব?'

'বিক্রি করার মতো কিছু নেই বাগানে। শুক্রবারে এসো।'

'ইয়ে, লালসুতোর ভাল বিড়ি কিনেছিলাম। রাখবে কিছু?'

'না। আমি বিড়ি খাই না।'

'অন্য নেশা টেশা?'

'না।'

'তা হলে সাধু হয়ে যাবে। একা থাকো, একটা কিছু নিয়ে যৌবন বয়সে থাকা দরকার। আচ্ছা, কাল আসব।' যতীন চলে গেল।

যৌবন। এতক্ষণে হারামির খেয়াল হল। পুকুরপারে সৎমার শরীরে যা দেখেছে তাকে যৌবন বলে। সেই শরীর দেখে তার নিজের শরীর যেভাবে চিলবিল করছিল তারও নাম কি যৌবন? এখন একা থাকতে একদম ভাল লাগছিল না। হাতবাক্সে টাকা রেখে সে উঠে দাঁড়াতে মানুষজন আসতে দেখল। দুজনের একজন যে জনার্দন পাইকার তা বুঝতে পেরে আবার বসে পড়ল সে।

গেট খুলে জনার্দন বলল, 'আয় মা।'

হারামি দেখল জনার্দনের পেছনে কাপড়ের পুঁটলির মতো একটা বাচ্চা মেয়ে আসছে। মেয়েটার গায়ের রং কালো, মুখ নামানো। বেশ মোটাসোটা শরীর।

জনার্দন বলল, 'এই যে বাবা, এ কী রকম হল? বেগ্রামের লোককে তুমি কলা বেচতে পাঠিয়েছ ভৈরবে। তোমার বাপ কখনও এমন কাণ্ড করেনি।'

'লোকটা গরিব মানুষ।'

'গরিব। এখানকার দশ-দশটা গ্রামের নিরানব্বইজন মানুষ গরিব। তাই বলে যে আসবে তাকেই তুমি মাল দিয়ে দেবে। তার ওপর লোকটা শুনলাম চোর চিটিংবাজ। ভাল করোনি কাজটা। আমরা যে ক'জন এতদিন তোমার বাপের কাছ থেকে মাল নিয়ে গিয়েছি তাদের বঞ্চিত করো না। অ্যাই, প্রণাম কর।'

শেষের তিনটি শব্দ ধমকের গলায় বলল জনার্দন। পুঁটলিটা পেছনে দাঁড়িয়েছিল। হুকুম শোনা মাত্র মাথা নিচু করে এগিয়ে আসতে লাগল। তড়াক করে উঠে দাঁড়াল হারামি, 'আরে না, না। এ কী কাণ্ড? আমাকে প্রণাম করাবে কেন?'

'তুমি ওর গুরুজন। শ্রদ্ধাভক্তি করতে শিখুক। আমার মেয়ে। প্রকৃত গৃহকর্মনিপুণা, রন্ধনে অত্যন্ত দক্ষ, সেলাই টেলাই চমৎকার করে। শ্যামাসংগীত জানে। আসল কথা হল আমাদের মতো পরিবারে স্ত্রীলোক তো শোভা নয় যে রূপ ধুয়ে জল খাবে। আমাদের দরকার সংসারের সব কাজ সুন্দর ভাবে করবে এমন মেয়ে ঘরে আনা। তোমার যা যা দরকার তা সে না বলতেই পূর্ণ করলে তবে তো সুখ। দাও, প্রণাম করতে দাও।' দাওয়ায় বসল জনার্দন।

আরও পিছিয়ে গেল হারামি, 'না, না। আমি জীবনে প্রণাম নিইনি।'

মেয়েটা কী করবে বুঝতে পারছিল না। জনার্দন বলল, 'ঠিক আছে। লজ্জা পাচ্ছে। ও এইটে বুঝি সেই হাতবাক্স। বাঃ, বাঃ। তোমার বাপের পছন্দ তো খুব ভাল।'

হাত বাড়িয়ে হাতবাক্স টেনে ডালা খুলল জনার্দন। কিছু টাকা রয়েছে তাতে।

'আর সব জিনিসপত্র কোথায় রাখলে বাবা চারধারে যা বদমাস।'

'আর কিছু ছিল না।'

'ছিল না? তবে যে শুনলাম—।'

'বাজে কথা।'

অবিশ্বাসে মুখটা কুঁচকে গেলেও জনার্দন শেষ পর্যন্ত হাসল, 'একটু খাবো। যা মা, রান্নাঘরে গিয়ে ভাল করে চা তৈরি কর তো। গরম।'

হারামি বলল, 'আমার বাড়িতে চা নেই।'

'অ। খাও না বুঝি। তা ভাল। নেশা পরিত্যাগ করাই মঙ্গল তা হলে দিন ঠিক করি?'

'কীসের দিন?'

'আঃ। কীসের মানে কী? বিয়ের দিন। এই মাসেই ভাল আছে। অবশ্য তোমার বাপ গত হয়েছে সেদিন, বছরখানেক আগে করা উচিত নয় কিন্তু শাস্ত্রে সেটা কাটানোর ব্যবস্থা আছে। তোমার গুরুজন বলে কেউ নেই। আমাকেই সেটা হতে হবে। তবু বলো, কী চাও?'

কথাগুলো শুনতে শুনতে আংটির কাচের দিকে তাকিয়ে ভাবছিল কী করে নিষ্কৃতি পাওয়া যায় জনার্দনের হাত থেকে। হঠাৎ মনে হল এমন একটা জায়গায় চলে গিয়েছে যেখানে মেয়েছেলেরা খুব ঝগড়া করছে। একজন প্রৌঢ়া চিৎকার করছে, 'কী আমার মেয়ে ঝগড়াটে না তোমার মা ঝগড়াটে, সেই মাগির বড্ড রোয়াব। মেয়েকে বিয়ে দিয়েছি বাপের বাড়িতে চিরদিন থাকবে বলে। আজই নিয়ে যাও ওকে।' একটা ছেলে যেন মিনমিন করল, 'আপনারা যা যা দেবেন বলেছিলেন কিচ্ছু দেননি।'

'কী হল বাবা। চুপ মেরে গেলে কেন?' জনার্দনের কথায় চমক ভাঙল হারামির।

সে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনার বড় মেয়ে আছে?'

'হ্যাঁ। ওর দিদি। বিয়ে দিয়েছি মাস ছয়েক। সর্বস্বান্ত হয়ে গেছি হে। তা মেয়ে সুখে ঘর করছে স্বামীর সঙ্গে—বাপ হয়ে এটুকুই আমার সুখ।'

'কিন্তু আপনার জামাই আজ মেয়েকে নিয়ে বাড়িতে এসেছে।'

'অ্যাঁ! কে বলল তোমাকে?'

'বাড়ি গিয়ে দেখুন। মেয়েকে সে রেখে যেতে এসেছে। আপনার মেয়ে খুব ঝগড়া করে সেখানে, বিয়েতে আপনি যা যা দেবেন বলেছিলেন তার কিছুই দেননি।'

'কোন হারামি বলেছে এসব কথা?' চিৎকার করে উঠল জনার্দন।

'আমি বলছি। বাড়ি গিয়ে দেখুন।' শান্ত গলায় বলল হারামি।

'তুমি জানলে কী করে?' মিউ মিউ হয়ে গেল জনার্দনের কণ্ঠস্বর।

'এই হাতবাক্সটা বলল' তুলে নিল হারামি।

'হাতবাক্স বলল? ওটা কথা বলে নাকি?'

'বলে। তাড়াতাড়ি ফিরে যান নইলে মেয়ে পড়ে থাকবে বাড়িতে।' জনার্দন সত্যি ভয় পেল এবার। গেটের দিকে হাঁটতে হাঁটতে বলল, 'পা চালিয়ে চল। আমার সব কেমন গোলমাল হয়ে যাচ্ছে।'

পুঁটলিটা বাপের পেছন পেছন চলে গেল। দৃশ্যটা দেখে হারামি হাসতে গিয়ে থমকে গেল। তার মানে মেয়ের শ্বশুরবাড়ির অশান্তির কথা জনার্দন জানে। আংটির দিকে তাকাল সে। এ কী জিনিস রে বাপ, তুমি কী মহামূল্য জিনিস রেখে গেলে হাতবাক্সে। এ জিনিস তোমার সহ্য হয়নি কিন্তু আমার যে সব উলটেপালটে দিচ্ছে।

খবরটা হু হু করে ছড়াল। দীননাথের ছেলে হারামি যে হাতবাক্স পেয়েছে সেটা সাধারণ হাতবাক্স নয়। তার মধ্যে ভূত প্রেত দৈত্য যা হোক একটা কিছু আছে যার সাহায্যে ছোকরা একটা অলৌকিক শক্তির অধিকারী হয়েছে।

শুক্রবারের হাটে সংসারের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কিনতে গিয়েছিল হারামি। বাঁ হাতে হাতবাক্স আর ডান হাতে ব্যাগ। কিছুটা হাঁটতেই দেখতে পেল জনাকয়েক মানুষ তার সামনে এসে দাঁড়িয়ে ভক্তিভরে নমস্কার করল। একজন বলল, 'তোমার কাছে যাচ্ছিলাম ভাই।'

'কেন? এখন বাগানে বেচবার মতো কিছু নেই।'

'না, না। সেসব ব্যাপার নয়। আমার ছেলেটা শহরে গিয়েছিল কাজের সন্ধানে। তা প্রায় বৎসরখানেক হয়ে গেল। গিয়ে অবধি কোনও খবর দেয়নি। এতদিন অনেক চেষ্টা করেছি তার খবর নেবার। একবারে কর্পূর হয়ে গেল ছেলেটা। কাঁদতে কাঁদতে আমার পরিবার বিছানা নিয়েছে। তুমি আমাদের বাঁচাও ভাই?'

'আমি কী করব?' হারামি হকচকিয়ে গেল।

'ওই ওনার দৌলতে তুমি তো বর্তমান দেখতে পাও। একটু ওকে শুধোও ছেলেটা কোথায় আছে?'

'এই হাতবাক্সর দৌলতে আমি বর্তমান দেখতে পাই? কে বলেছে এসব কথা?'

'জনার্দন পাইকার। সে বলেছে।'

'একদম বাজে কথা। নাও না ধরো', হাতবাক্সটা লোকটার হাতে ধরিয়ে দিল হারামি, 'তুমি ওকে শুধোও, দ্যাখো কিছু দেখতে পাও কি না।'

লোকটা ভক্তিভরে হাতবাক্স নিয়ে সঙ্গীদের দিকে তাকাল। তাদের মুখেও উত্তেজনা। লোকটা বিড় বিড় করল, 'আমার ছেলেটা এখন কোথায় বলে দাও আমি চাকর হয়ে থাকব।'

কয়েক মুহূর্ত কাটল। লোকটার চোখের পাতা বন্ধ, উত্তর শোনার জন্যে কান উন্মুখ। একসময় তার সঙ্গীদের একজন জিজ্ঞাসা করল, 'কিছু শুনতে পেলে?'

লোকটার মাথা নেড়ে না বলল। এবার হারামি তার হাত থেকে হাতবাক্স ফিরিয়ে নিয়ে ডালা খুলল, 'দ্যাখো, ভেতরে কী আছে? দুটো দশ টাকার নোট। জনার্দন পাইকার আমার বাপের সঙ্গে শত্রুতা করত বলে এসব কথা রটিয়েছে।'

'সত্যি কোনও ক্ষমতা নেই এটার?'

'সত্যি নেই।' হাসল হারামি। এবং তখনই তার কৌতূহল হল। সে হাতবাক্সটা লোকটার একজন সঙ্গীর দিকে এগিয়ে ধরল, 'পরীক্ষা করে দ্যাখো।'

লোকটা ওটাকে হাতে পেয়েই দৌড়াতে লাগল। হারামি চিৎকার করে উঠল এবং লোকটার পেছন ধাওয়া করল। লোকটা দৌড়োয় ভাল। কুড়িটা টাকা ওটার মধ্যে আছে। টাকা হাতছাড়া হওয়া কিছুতেই মেনে নেওয়া যায় না। লোকটা বুনো ঝোপের আড়ালে চলে যেতে হারামি দাঁড়িয়ে পড়ল। সে আংটির কাচের দিকে তাকিয়ে লোকটার কথা ভাবতেই যেন মনে হল লোকটা আছাড় খেল। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে কেউ আসছে না বুঝতে পেরে কয়েক পা গুড়ি মেরে হেঁটে খালের ঢালে একটা গর্তের মধ্যে লুকিয়ে পড়ল। ততক্ষণে ওর সঙ্গীরা এসে গেছে কাছে। হারামি রাগত গলায় বলল, 'এটা কী হল?'

ছেলে হারানো লোকটা কিছু বলল না। কিন্তু আর একজন দাঁত বের করে হাসল, 'এখন তুমি প্রমাণ করতে পারবে না হাতবাক্সটা তোমার।'

'তাই নাকি? আমার কুড়িটা টাকা চুরি করে পার পাবে বলে ভেবেছ?' কথা শেষ করেই হারামি দৌড়োল। বুনো ঝোপ পেরিয়ে আল ভেঙে সে থমকে দাঁড়াল। পেছনে অন্যরা ছুটে আসছে। চোখ বুলিয়ে খালের দিকে কোথায় নেমেছিল লোকটা বুঝতে পারল। বাকিরা পাশে কোথাও তাদের সঙ্গীকে দেখতে না পেয়ে ভেবেছিল সে উধাও হয়ে গেছে এবং হারামির পক্ষে খোঁজ পাওয়া সম্ভব হবে না। কিন্তু তারা অবাক হয়ে দেখল হারামি একেবারে নিশ্চিত ভঙ্গিতে খালের দিকে এগিয়ে একটা গর্তে নেমে পড়ে ওদের সঙ্গীকে জামার কলার ধরে তুলল। লোকটার হাত থেকে হাতবাক্সটা ছিনিয়ে নিতেই সে চিৎকার করে উঠল, 'কী করে জানল? আমি যখন এখানে এসেছিলাম তখন এ কাছাকাছি ছিল না।'

কথাটা সঙ্গীদের মনে ঢুকল। সত্যি তো। তারা যেখানে দাঁড়িয়ে হারামির সঙ্গে কথা বলছিল সেটা অনেকটা দূরে, এখানকার চোখের আড়ালে। কিন্তু হারামির এসবে মন নেই। হাতবাক্স খুলে সে প্রথমে দেখে নিল টাকাটা ঠিক আছে কি না। নিশ্চিন্ত হয়ে বলল, 'যাও এবার ছেড়ে দিলাম।'

সেদিন শুক্রবারের ভৈরবের হাটে জনে জনে তাকে বোঝাতে হয়েছে হাতবাক্সে ভূত প্রেত দৈত্য নেই। কোনও অলৌকিক ব্যাপারের অধিকারী সে হয়নি। কাঠের নয় অথচ টিন দিয়ে বানানো বাক্সটাকে হাতবাক্স বলেই মনে হচ্ছিল সবার। লোকজন জিজ্ঞাসা করতে লাগল হাতবাক্সে কী ছিল? হারামি পরিষ্কার বলে দিল শতখানেক টাকা আর কাগজপত্র। কীসের কাগজ? না টাকাপয়সা জমিজিরেত নিয়ে বাপের সঙ্গে যাদের কাজকর্ম হয়েছিল সেই বিষয়ের কাগজপত্র।

হারামি যখন এ সব বোঝাচ্ছে তখন ভৈরবের দারোগাবাবু দুজন সেপাই নিয়ে হাজির হলেন, 'কী হচ্ছে এখানে? এত গ্যাঞ্জাম কেন?'

একজন বলল, 'বড়বাবু, এই হল দীননাথের ছেলে হারামি।

'হারামি? চমৎকার। হারামির হাতবাক্স কোনটা? দেখি। অ্যাঃ, এটা তো টিনের। কী আছে এতে? অ্যা। কুড়ি টাকা। ভৌতিক ব্যাপার আছে বলে গুজব ছড়াচ্ছিস?'

হারামি প্রতিবাদ করল, 'আমি কাউকে কিছু বলিনি।'

'বলিসনি? তা হলে পাবলিক খেপল কেন?'

'জানি না। আমি সবাইকে বলেছি বাপ কিছু রেখে যায়নি। হাতবাক্সটা টিনের।' বলতে বলতে সে লক্ষ করল দারোগাবাবু দশ টাকার নোট দুটো পকেটে চালান করে দিলেন। সে প্রতিবাদ করার চেষ্টা করল, 'আমার টাকা—।'

হাতবাক্স ফিরিয়ে দিয়ে দারোগা বলল, 'অবৈধ ভিড় জমিয়েছিস বলে জরিমানা করলাম। যাও, যাও, যে যার কাজে যাও।'

খুব রাগ হয়ে গেল হারামির। পুলিশ বলে যা ইচ্ছে তাই করতে পারে বড়বাবু। সে আংটির কাচের দিকে তাকিয়ে মনে মনে প্রার্থনা করল বড়বাবুর বিপদ হোক। এবং তৎক্ষণাৎ সে শুনতে পেল, 'তোমার বাবার বারোটা বাজাব আমি। আমাকে শাসিয়েছে! থানার বড়বাবু বলে সাপের পাঁচ পা দেখেছে।' সঙ্গে সঙ্গে একটি মেয়ের গলা, 'আঃ পালাও বলছি। বাবা যে কোনও সময় চলে আসবে।'

'আসুক। তোমার বাবা কাকার সম্পত্তি জাল করে দখল করেছে। আমি জানি না ভেবেছ?'

'আমি জানি না। তোমার সঙ্গে আমার কোনও সম্পর্ক নেই। তুমি চলে যাও রতন।'

'নেই বললেই হল। এতদিন লেজে খেলালে কেন? তোমার কাকি হাঁসখালিতে না খেয়ে মরছে, সে সব কথা বলেছে। আমি ফাঁস করে দেব।'

হঠাৎ ধাক্কা খেল হারামি। সংবিৎ ফিরতে দেখল দারোগাবাবু ওর কাঁধ ধরে হাসছেন, 'কী রে স্বপ্ন দেখছিলি নাকি? মৃগী। ভাগ।'

মরিয়া হয়ে গেল হারামি, 'আপনি রতন বলে কাউকে চেনেন?'

আচমকা মুখটা পালটে গেল দারোগার। চাপা গলায় জিজ্ঞাসা করল, 'তুই চিনলি কী করে?'

'আপনার সঙ্গে কথা আছে। সবার সামনে বলা যাবে না।' ততক্ষণে হারামি মিটিমিটি হাসতে পারল। দারোগার ভঙ্গি বদলে গেল। হারামির হাত ধরে একটু ফাঁকায় গিয়ে বলল, 'কী মতলব?'

'হাঁসখালিতে আপনার কাকিমা থাকেন, তাই তো?'

'হ্যাঁ।'

'তিনি রতনকে আপনার সব কথা বলে দিয়েছেন।'

'কোন কথা?'

'সম্পত্তি জাল করার কথা।'

'রতন তোকে বলেছে? শালার পিঠের চামড়া ছাড়িয়ে নেব আমি।'

'কিন্তু রতনের কাছে প্রমাণ আছে।'

'কী প্রমাণ?'

'তা জানি না। সবচেয়ে ভাল হবে মেয়ের সঙ্গে ওর বিয়ে দিন।'

'অসম্ভব। আমি বেঁচে থাকতে তা হতে দেব না।'

'তা হলে এখনই বাড়িতে যান।'

'বাড়িতে! কেন?'

'সে সেখানে আপনার জন্যে অপেক্ষা করছে।'

দারোগাকে উন্মত্ত দেখাল, 'যদি সত্যি না হয়?' হারামি পালটা জিজ্ঞাসা করল, 'যদি সত্যি হয়?'

দারোগা চোখে চোখ রাখল, 'তুই চল আমার সঙ্গে।'

ভিড়টা পেছন পেছন আসছিল। কনস্টেবল দুটো তাদের সরিয়ে দিল। সবাই ভাবল আজ হারামির বারোটা বাজবে। ওদের মধ্যে কী কথা হয়েছে তাই নিয়ে গুলতানি শুরু হল।

থানার পাশেই দারোগার কোয়ার্টার্স। পাশের দরজা দিয়ে ঢুকে দারোগা হাঁক দিল, 'কোথায় আছ? জলদি এসো।'

একজন মহিলা উঠোনের ওপাশ থেকে জবাব দিলেন, 'কী হল?'

'বাড়িতে কেউ এসেছে?'

'কই, না তো।'

'কেউ আসেনি?'

'কে আবার আসবে?'

দারোগা রাগত চোখে হারামির দিকে তাকাতে সে বলল, 'আপনার মেয়ে কোথায়?'

'সরো, অ্যাই সরো।' হাঁকটা জোরে ছড়াল চারপাশে।

ভেতরের বারান্দায় একটি মেয়ে সন্তর্পণে এসে দাঁড়াল, 'কী বলছ?'

'সেই হারামজাদা এসেছিল? সত্যি কথা বল।'

একটু ইতস্তত করে মেয়েটা মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলল।

'এসেছিল, আমি বলেছিলাম তাকে ঢুকতে না দিতে, কেন দিলি?'

'দিইনি। বাইরের বারান্দা থেকে চলে যেতে বলেছি।'

'কেন এসেছিল?'

'হাঁসখালির দিদিমার কথা বলছিল।'

দারোগা এবার হারামির দিকে তাকাল, 'তোমার সঙ্গে নিশ্চয় যোগাযোগ আছে?'

'আমি তাকে চিনিই না।'

'তা হলে জানলে কী করে এত সব?'

'জেনে গেলাম। হঠাৎ হঠাৎ জানতে পারি।'

দারোগা এবার খপ করে হারামির হাত ধরল, 'তুমি কী আমি জানি না। তোমার ওই হাতবাক্সটা নিশ্চয়ই মন্ত্রপূত। কিন্তু তোমাকে অনুরোধ করছি কাউকে এসব কথা বলো না।'

'না না। আমার কী দরকার।'

'কথা দিতে হবে বাবা।'

'দিলাম।'

'তুমি বসো। ওগো, মিষ্টি আনো। এ বড় ভাল ছেলে। ওই যে হাতবাক্সর গল্প বলছিলাম, এ সেই। নামটা যা একটু, তা কানা ছেলের নাম পদ্মলোচন যেমন লোকে রাখে তেমনি উলটোটাও হয়।' হাত ধরে ভেতরের বারান্দায় নিয়ে গিয়ে চেয়ার পেতে তাকে বসিয়ে নিজেও বসল দারোগা, 'তুমি জানো না, ওই রতন ছোঁড়াটা কী জ্বালাচ্ছে। আগে যেখানে পোস্টিং ছিলাম সেখানকার ছেলে। মেয়েকে বিয়ে করবে বলে এতদূরে ধাওয়া করেছে। ঠিক আমি যখন বাড়িতে থাকি না তখন হাজির হয়। একবার হাতে পেলে চামড়া ছাড়িয়ে ডুগডুগি বানাব।'

'ছেলেটার দোষ কী?'

'এক পয়সা রোজগার নেই তার ওপর নেশা ভাঙ করে। কুপুত্তুর।'

'আপনার মেয়ে বিয়ে করতে চায় ওকে?'

'কক্ষনও নয়। সরো, কিরে?'

'বয়ে গেছে।' দরজায় দাঁড়িয়ে মেয়েটা জবাব দিল।

'শুনলে? হাজার হোক আমার মেয়ে তো।'

এই সময় একটা থালায় দুটো লাল রসগোল্লা নিয়ে প্রবীণা সামনে এলেন। মাথায় ছোট ঘোমটা, 'নিন, খেয়ে নিন।'

'আরে, ওকে আপনি বলছ কেন? বেশি বয়স নয়। নাও, খাও।'

হারামি রসগোল্লা খেল। এবার প্রবীণা বললেন, 'বাবা, বলে দাও আমার মেয়ের কবে বিয়ে হবে? কোথায় হবে?'

হারামি মাথা নাড়ল, 'আমি ভবিষ্যৎ বলতে পারি না।'

'ও। আচ্ছা আমার মা এখন কেমন আছে?'

হারামি ফাঁপরে পড়ল, 'আপনার সঙ্গে দেখা হয় না?'

'ভাইদের সঙ্গে সম্পর্ক ভাল নেই বলে ওরা আসতে দেয় না।'

অন্যের চোখকে ফাঁকি দিয়ে এর মধ্যেই আঙটির কাচের দিকে তাকিয়ে সে মনে মনে বলতে আরম্ভ করেছিল, 'দারোগাবাবুর শাশুড়ি কেমন আছেন।' সঙ্গে সঙ্গে সংলাপ কানে এল, 'এত ঘন দুধ দিস না

খোকা। হজম হবে না।' একটি পুরুষকণ্ঠ বলল, 'ডাক্তার যখন বলেছে তখন তুমি চিন্তা করছ কেন মা।' তারপর আর কোনও শব্দ কানে এল না। হারামি মাথা নাড়ল, 'ভাল আছেন।'

'কী করে বুঝলে বাবা।'

'উনি এখন ঘন দুধ খাচ্ছেন। আপনার ভাই নিজের হাতে খাওয়াচ্ছে।'

'তা তো খাওয়াবেই। মাও শত্রু হয়ে গেল তোমার জন্যে।'

'চুপ করো।' দারোগা ধমক দিল। তারপর ফিসফিস করে বলল, 'তোমার সঙ্গে একটা চুক্তি করছি বাবা। তুমি বর্তমান দেখতে পারো এটা মেনে নিচ্ছি, ধরো কোনও চোর-ডাকাতকে খুঁজে ধরতে পারছি না আমি। বর্তমানে সে কোথায় আছে তা তুমি বলে দেবে আর আমি খপ করে ধরব। ইনফর্মাররা যে টাকা পায় তাই তুমি পাবে। অনেকগুলো কেস সলভ করতে পারিনি বলে এস পি সাহেব চটে গেছেন। তুমি আমাকে বাঁচাও।'

'আপনার চোর-ডাকাত যদি কথা বলে তা হলে পারব। যদি চুপ করে বসে থাকে তা হলে আমি কিছুই বুঝতে পারব না।' হারামি সরল গলায় বলল।

'কথা বলে মানে?'

'নিজেদের মধ্যে কথা বললে শুনতে পাব।'

'তারা কয়েক ক্রোশ দূরে কথা বললে তুমি শুনতে পারবে কী করে?'

'পারব।'

এই সময় একটা লোক উঠোনে ঢুকে বলল, 'বড়বাবু, থানার কয়েকজন লোক এসেছেন।' বড়বাবু উঠল, 'তুমি গল্প করো। সরো তোরা গল্প কর না।'

হারামি বলল, 'আমার টাকাটা—।'

মনে পড়ে গেল দারোগার। বলল, 'দেব দেব ভাবছিলাম, ভুলেই গিয়েছিলাম।'

টাকাটা ফিরিয়ে দিয়ে ওঁর জন্যে অপেক্ষা করতে বলে দারোগা চলে গেল।

প্রবীণা জিজ্ঞাসা করল, 'বাবা, সত্যি মা ভাল আছে?'

'বললাম তো। নিশ্চিন্ত থাকুন।'

'এই লোককে বিয়ে করে আমার কী অবস্থা—।'

সরো বলল, 'মা। আবার তুমি শুরু করেছে। যাও, রান্নাঘরে যাও।'

প্রবীণা সুড়সুড় করে উঠোন পেরিয়ে রান্নাঘরে ঢুকে গেলেন। এবার মেয়েটার গলার স্বর পালটে গেল, 'আপনি রতনকে চিনলেন কী করে?'

'চিনি না।'

'তা হলে এত কথা বললেন কীভাবে?'

'বলে ফেললাম।'

'গুল মেরো না। তুমি নিশ্চয়ই ওর শত্রু।'

হারামি হাসল, 'তোমার যৌবন আছে রতনেরও যৌবন আছে। তাই এত গোলমাল?'

'এ কীরকম কথা? ছিঃ। ও আমার পেছনে ঘুরত। প্রথম প্রথম একটু ভাল লাগলেও যখন জানলাম রোজগার নেই, নেশা করে তখন আর পাত্তা দিইনি। তা এখানে এসে পায়ে ধরত। আজ শাসাচ্ছিল।'

'তা হলে তোমার ইচ্ছে নেই?'

'মোটেই না।' চোখ ঘোরাল মেয়েটা। হারামির মনে হল আকুলের ডাক্তারের মেয়ে অথবা জনার্দন পাইকারের পুটলির মতো এ নয়। এর শরীর ভারী, সৎমার মতো হাত মুখ ভারী।

'তোমার বউ কোথাকার মেয়ে?'

'আমি বিয়েই করিনি?'

'ওমা। সেকী। রোজগার নেই?'

'তা আছে। ভালই আছে।'

'বাড়ির লোক বিয়ে দিচ্ছে না?'

'বাড়িতে লোক কোথায়? আমি একা।'

'নেশাভাঙ করা হয়?'

'এখনও করিনি।'

'মনের মানুষ আছে।'

'মানুষ না মেয়েমানুষ?'

'ব্যাটাছেলের মনের মানুষ কি ব্যাটাছেলে হয়? বুদ্ধু নাকি তুমি?'

'সব তো হাড় জিরজিরে মেয়েছেলে। একজনকে পছন্দ হয়েছিল কিন্তু তার বিয়ে হয়ে গেছে। আকুলের ডাক্তারের বউ সে। সত্যি কথা বললাম।'

'ওমা। সে তো অনেক বড়। একদিন দেখেছিলাম। তার সঙ্গে কী করেছ?'

'কিছু না। শুধু দেখেছিলাম। দেখে মন ভাল হয়েছিল।'

'তার মানে তোমার অল্পবয়সি বাচ্চা মেয়ে ভাল লাগে না।'

'হ্যাঁ। রোগা পটকা পছন্দ নয়। মুশকিল হল মেয়েরা বিয়ের আগে অমন থাকে।'

হেসে গড়িয়ে পড়ল মেয়েটা, 'কটা মেয়েকে তুমি দেখেছ?'

'বেশি না। দু-তিনটে।'

'তাতেই এই। তা একা থাকো। কষ্ট হয় না?'

'হয়। গাছগাছালি পুকুর নিয়ে থাকি।'

'আশেপাশে লোকজন নেই?'

'না। দু ক্রোশের মধ্যে কেউ নেই।'

'ইস। খুব যেতে ইচ্ছে করছে তোমার ওখানে।'

'এসো। ভাল লাগবে। পুকুরে স্নান করতে হবে কিন্তু।'

'সেকী? স্নান করতে হবে কেন?'

কী জবাব দেবে বুঝে পাচ্ছিল না হারামি। সত্যি কথা বলা যায় না। তার মুখ থেকে বেরিয়ে এল, 'ওই পুকুরে স্নান করলে শরীরে অসুখ থাকে না।'

'সত্যি? তা হলে মাকে নিয়ে যাব। এখন বাবা তোমার নামে গলে যাবে। বললেই তাই রাজি হবে। মায়ের শরীরে একশোটা রোগ। রবিবার যাব।'

'তোমার শরীরে রোগ নেই?'

বুক উঁচু করে দাঁড়াল মেয়েটা, 'আমাকে দেখে তাই মনে হচ্ছে?'

হারামির মনে হল ভৈরবের হাটে কালীঠাকুরের যে মূর্তি বানানো হয় তিনিও এত সুন্দর নন। সে মাথা নেড়ে বলল, 'না।'

সেদিন হাট থেকে গোটা চারেক তামার আংটি কিনল হারামি যাতে নীল কাচ বসানো রয়েছে। জনে জনে বলতে হল হাতবাক্সের কোনও মাহাত্ম্য নেই। কিন্তু হাট থেকে বের হবার আগে হঠাৎ যতীন উদয় হল। একেবারে পায়ে পড়ে গেল লোকটা, 'তুমি ভগবান।'

সঙ্গে সঙ্গে লোকজন কাকুতি মিনতি করতে লাগল, তাদের সম্বন্ধে বলতে হবে। তাদের ভবিষ্যতে কী আছে, বর্তমানে কী করলে সমস্যার সমাধান হয় এইসব। ভিড়ের চাপে হারামির দমবন্ধ হবার উপক্রম। হাতবাক্সটা তুলে নিজেকে বাঁচাতে চেষ্টা করল সে। কিন্তু চাপ সামলাতে পারল না সে। মাটিতে পড়ে যেতেই হাতবাক্সটা হাতছাড়া হয়ে গেল। লোকে যেই দেখল হাতবাক্সটা নিয়ে একজন ছুটছে তখন তার পেছনে ধাওয়া করল সবাই। ধীরে ধীরে মাটি থেকে উঠে দাঁড়াল হারামি। মানুষজন এখন তাকে ছেড়ে উলটো দিকে দৌড়োচ্ছে।

যারা কাছাকাছি দাঁড়িয়েছিল তখনও তারা হারামির দিকে অবাক চোখে দেখছিল। ওরকম মূল্যবান বস্তু হাতছাড়া হওয়া সত্ত্বেও ছেলেটা যে মোটেই উদ্বিগ্ন নয় দেখে তাদের ভাল লাগছিল না। দু-একজন এগিয়ে এসে একথা বলতে হারামি হাত নাড়ল, 'টিনের বাক্স নিয়ে কী করবে। নিলে নিক।'

হাতবাক্স হাতছাড়া হওয়ামাত্র মানুষজন যে তার সম্পর্কে আগ্রহ হারিয়েছে তা স্পষ্ট বুঝতে পারল হারামি। এতে সে খুশি হল। বাড়ির পথ ধরল মহানন্দে। সে জানে হাতবাক্স খুঁজে বের করতে তার কয়েক সেকেন্ড লাগবে। যেখানেই ওটা লুকিয়ে রাখুক আংটি তাকে জায়গাটা বলে দেবে। যতক্ষণ

লোকে ভাববে ওই হাতবাক্সই সব রহস্যের মূলে ততদিন কেউ তাকে বিরক্ত করবে না। এটা কম কথা কী। পেছন পেছন যতীন ছুটে আসছিল। হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'জুতো মারো, আমাকে লাথি মারো। আমি যদি তখন তোমাকে ওসব না বলতে যেতাম তা হলে পাবলিক খেপে যেত না।'

ঠিক আছে। আর কী করা যাবে।

'আমি তোমার ক্ষতি করলাম। আমার মরে যেতে ইচ্ছে করছে।'

'মরো না। বাড়িতে লোকজন আছে।'

'কী বলব ভাই। বউ দিনরাত বলে মরে যাও, মরে যাও। বিয়ে তো করোনি, করলে বুঝতে বউ কী চিজ। কুকুরের মতো কথা না শুনলে তাদের চক্ষুশূল হয়ে যাবে।'

যতীনকে কোনওমতে কাটিয়ে হারামি বাড়ি ফিরল। তখন বিকেল। আজ ভৈরবের হাটের রমরমা থেকে নির্জন জঙ্গলের জায়গায় ফিরে তার মনে হল এভাবে একা বাস করার কোনও মানে হয় না। হাতমুখ ধুয়ে দাওয়ায় বসে আংটির দিকে তাকিয়ে হাতবাক্সর কথা ভাবতেই শুনতেই পেল, 'কী বলছেন বড়বাবু, মাত্র একশো টাকা। হাজারের নীচে নয়। এই মূল্যবান হাতবাক্স কীভাবে ছিনিয়ে এনেছি তা ভাবতে পারবেন না। হারমি ছোঁড়া কানা হয়ে গেল।'

দারোগার গলা শুনল, 'দুশো টাকায় দিবি তো দে, নইলে তোকে গারদে পুরব।'

'কমসে কম তিনশো করুন।'

'ঠিক আছে, আড়াইশো নে। এখন থেকে চোর-ডাকাত ধরতে আমার সমস্যা হবে না।'

একটা চিল কর্কশ গলায় ডেকে উঠতেই সংবিৎ পেল হারামি। তারপর হো হো করে শ্বাসতে লাগল। দারোগাটা ঠকছে জেনে খুব খুশি হল। তারপরেই দারোগার মেয়ের কথা মনে এল। বড় তরতাজা মেয়ে। লোভী বাপের স্বাস্থ্যবতী মেয়ে। কিন্তু হাতবাক্স যখন কোনও কথা বলবে না তখন দারোগা কী করবে? মনে মনে মজা পেল সে।

হাট থেকে কেনা অন্য আংটিগুলোর সঙ্গে তার আঙুলের আংটির কোনও তফাত নেই। দেখতে হুবহু একরকম। কিন্তু তাদের দিকে তাকিয়ে যতই সে কিছু ভাবছে ততই নিজেকে বোকা বলে মনে হচ্ছে। কোনও শব্দ বা কথা কানে আসছে না। হারামি সদ্য কেনা আংটিগুলোকে ঘরে রেখে দিল।

বাপ হুঁকো খেত মেজাজ ভাল থাকলে। গন্ধে মন ভরত। আজ সেই হুঁকো সাজল হারামি। ভাল করে ধরিয়ে সে টান দিল। আজ অবধি বাপের জন্যে তামাক সেজে ধরিয়ে দিয়েছে অনেকবার কিন্তু কখনও টান দেয়নি। টান দিয়ে এখন কাশি এল, তারপর একটু একটু করে মন্দ লাগল না। তার মনে হল এতদিন সে খুব বোকা ছিল। বাপ তাকে এই দুনিয়ার সঙ্গে মানিয়ে বড় করেনি। তার বয়সি ছেলেমেয়ে যা জানে তাও সে জানে না। এর জন্যে দায়ী ওই বাপই।

ঠিক তখন টিনের দরজার সামনে একজন এসে দাঁড়াল। দূর থেকে মানুষটিকে দেখে হারামি বুঝতে পারল মানুষটি মেয়েমানুষ। এত দূরে একা কোনও মেয়েমানুষ কখনও আসেনি। নিশ্চয়ই ভবিষ্যৎ জানতে এসেছে, হাতবাক্স হাতছাড়া হবার কথা ওর কানে যায়নি।

বিকেল শেষ। সন্ধে নামব নামব করছে। মেয়েছেলেটা ইতস্তত করছে ভেতরে ঢুকতে। চারপাশে গাছপালা থাকায় নতুন লোক ঠাহর করতে পারছে না ভেতরে মানুষ আছে কি না। হারামি হাঁকল, 'কে ওখানে? কী চাই? সোজা চলে আসা হোক।'

কথাগুলো বলার পর নিজেকে বেশ ভারী বলে মনে হচ্ছিল।

মেয়েমানুষ এগিয়ে এল। মাথায় ঘোমটা। লম্বা, ভারী শরীর।

হারামি বলল, 'আমি কিন্তু কিছু বলতে পারব না। হাতবাক্স চুরি হয়ে গেছে।'

ঘোমটা সরাল মেয়েমানুষটি? হারামি হতভম্ব হয়ে বলল, 'আপনি?'

'একবার দেখেছিলে, তাতেই চিনতে পারলে?'

'হ্যাঁ।'

'সেদিন একটা লোক গিয়ে তোমার কথা বলেছিল। তখন গা করিনি। কিন্তু ক'দিন থেকে নানান কথা কানে আসছে। আজ শুনলাম হাটে হাতবাক্স ছিনতাই হয়ে গেছে। আমি কিন্তু তার জন্যে আসিনি। আমার বর্তমান জানার দরকার নেই।'

'আমি ভবিষ্যৎও বলতে পারি না।'

'আমার ভবিষ্যৎ জানারও দরকার নেই। বর্তমানে যা কাজ করছি তাই তো ভবিষ্যৎ ফিরিয়ে দেবে। বাঃ! তোমার বাড়িটা বেশ ভাল তো। অনেক গাছপালা। একা থাকতে ভাল লাগে?'

'আগে লাগত। এখন লাগে না।' হারামি বলল, 'আপনি একা এতটা পথ হেঁটে এলেন।'

'একা আসিনি। আমার সঙ্গে একজন আছে। বাইরে দাঁড়িয়ে আছে সে।'

'দাঁড়িয়ে আছে কেন?'

'আমার অল্প কথা ছিল, কথা সেরে চলে যাব তাই তাকে ভেতরে আনিনি।'

'বলুন।'

'তোমার বাবার সঙ্গে আমার সম্পর্ক কী ছিল তা কি তুমি জানো?'

হারামি অনুমান করত। পুরুষ হিসেবে সেই অনুমান করতে অসুবিধে হত না। বাপের মৃত্যুর পর চারপাশ সম্পর্কে নতুন জ্ঞান লাভ করার পর সেই অনুমান আরও শক্ত হয়েছে। কিন্তু অবাক কাণ্ড, তার জন্যে বাপের ওপর তার কোনও রাগ হয়নি। সে মাথা নাড়ল, 'জানি।'

'আমাদের লোকে বেবুশ্যে বলে। আমাদের সঙ্গে কারও সম্পর্ক হলে তার ছেলের সেটা ভাল লাগার কথা নয়। আমি তোমাকে দোষ দিচ্ছি না। কিন্তু তোমার বাবা লোকটা খুব ভাল ছিল। তোমাকে ভালবাসত, তোমার কষ্ট হবে ভেবে ঘরে সৎমা আনেনি। অথচ সে পুরুষমানুষ ছিল। শরীরের প্রয়োজনে প্রতি শনিবার আমার কাছে যেত। যেতে যেতে মনের কথা বলতে আরম্ভ করেছিল। আমি ছিলাম বলে সে বাকি ছ'দিন ভালভাবে কাজকর্ম করতে পারত।'

'আপনি বসুন না।'

'বসতে বলছ? তা হলে বসি। এতটা পথ হেঁটে পা ধরে গেছে।'

সৌদামিনী দাওয়ায় বসল, 'লোকজন কীরকম ঝামেলা করছে?'

'খুব। সবাই নিজের মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দিতে চায়।'

'বাঃ। এত খুব ভাল কথা। যে মেয়ে ভাল তাকে বিয়ে করে ফেল।'

'কে ভাল তা আমি বুঝব কী করে?'

হাসল সৌদামিনী, 'বড় শক্ত প্রশ্ন। তবে সব মেয়েই ভাল, যদি তুমি ভালভাবে রাখতে পারো। কে কে এসেছিল শুনি?'

'জনার্দন পাইকার, আকুলের ডাক্তার, ভৈরবের দারোগাবাবুর মেয়েও আসবে।'

'প্রথম দুজনে এসেছে কু মতলব নিয়ে। তোমাকে দখল করতে চায় তারা। বড়বাবু বলেছে মেয়ের বিয়ে দেবে তোমার সঙ্গে?'

'না। উনি বলেননি। মেয়েটার সঙ্গে কথা হচ্ছিল, তাতে মনে হল।'

'না।'

'না মানে?'

'সেই মেয়ের শুনেছি অনেক অভিজ্ঞতা হয়ে গেছে এর মধ্যে। তুমি ওর সঙ্গে পেরে উঠবে না। তোমার থেকে বয়সে ঢের বড় আমি, তবু জিজ্ঞাসা করি, মেয়েমানুষের অভিজ্ঞতা কি এর মধ্যে হয়েছে তোমার?' সৌদামিনী কৌতূহলী মুখে তাকাল।

'না, না। এখানে কোনও মানুষই থাকে না তো মেয়েমানুষ।'

হারামির খেয়াল হল, 'বাইরে যে দাঁড়িয়ে আছে তাকে ডাকি?'

'বেশ ডাকো।'

অতএব হারামি গেটের দিকে এগোল। সৌদামিনীকে তার খারাপ লাগছে না। বাপের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল মনে করতে নিজের লোক ভাবা যাচ্ছে। সৌদামিনীর শরীরে এখনও যৌবন রয়েছে। নিশ্চয়ই অন্য পুরুষ এখনও ওর কাছে যায় যেমন শনিবার শনিবার তার বাপ যেত। কিন্তু তার সঙ্গে এমনভাবে কথা বলছে যেন নিজের ভাই-এর সঙ্গেই বলছে। নিজেকে ছেলে বলে ভাবতে পারল না হারামি।

গেটের কাছে এসে দেখল ওপাশে একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। নীল শাড়ি জামা পরা মেয়েটি বেশ ফরসা, এবং লম্বা। বয়স বেশি নয়। হারামি বলল, 'তোমাকে ভেতরে আসতে বলছে।'

মেয়েটা মুখ তুলে হাসল। ঠোঁটটা যেন মুচড়ে উঠল সামান্য। হারামির পাশ দিয়ে হেঁটে দাওয়ার সামনে গিয়ে বলল, 'বসে পড়লে। এই বললে কথা সেরেই ফিরবে।'

'না বসে পারলাম না রে। পা ব্যথা করছে।'

'অনেকটা রাস্তা তো?'

সৌদামিনী হারামির দিকে তাকাল, 'এর নাম রেখা। কপালদোষে লাইনে নাম লিখিয়েছে একবছর। কিন্তু পছন্দ আছে খুব।'

রেখা বলল, 'আঃ, দিদি।'

সৌদামিনী কথা ঘোরাল, 'এখন বাগানে ফল নেই?'

'না। কলা পাকবে দু-একদিনের মধ্যে।'

'ওটা তোমার কুকুর? পাহারা দেয়?'

'দেয়।'

'তোমার বাবার কাছে এ বাগানের গল্প অনেক শুনেছি।'

'পুকুরের কথা বলেনি বাপ?'

'না, তো। কেন পুকুরের কোনও কথা আছে নাকি?'

'হ্যাঁ।' চটপট মিথ্যেটা মনে করল হারামি, 'পুকুরের জল এত ভাল স্নান করলে সব অসুখ সেরে যায়। লোকে জানলে দল বেঁধে স্নান করতে আসবে বলে আমরা বলি না।'

'ওমা তাই?' সৌদামিনীর চোখ বিস্ফারিত।

রেখা জিজ্ঞাসা করল, 'কোথায় পুকুরটা?'

'ওই তো ওদিকে।' বলেই হাঁটতে শুরু করল হারামি। মতলবটা যদি কাজে লেগে যায় তা হলে এদের স্নান করার দৃশ্যটা সে লুকিয়ে দেখতে পারবে। নিজেকে খুব বুদ্ধিমান বলে মনে করল সে।

পুকুরপারে এসে রেখা বলল, 'এমা। এ তো দিঘির মতো বড়।'

সৌদামিনী জিজ্ঞাসা করল, 'এ তোমাদের পুকুর?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। মানে আর কাউকে তো দেখিনি। স্নান করবেন?'

রেখা বলল, 'ধুর। এই ভর সন্ধেবেলায় কেউ স্নান করে। দিদি, আর দেরি কোরো না। মাঝরাস্তায় আঁধার নামবে, পথ চলতে অসুবিধে হবে।'

ওরা স্নান করবে না জেনে মন খারাপ হয়ে গেল হারামির।

সৌদামিনী বলল, 'তুই একটু ওপাশে যা রেখা, আমি কথা বলে নিই।'

রেখা কাঁধ নাচিয়ে সরে গেল। হঠাৎ হারামির মনে হল এই পোশাকে তাকে দেখে ওদের নিশ্চয়ই ভাল লাগছে না। হাটে গিয়েছিল শার্ট পাজামা পরে। এখনও তাই রয়েছে অঙ্গে। আকুলের ডাক্তারের মেয়ে তার খাটো প্যান্ট আর খালি গা দেখে খুশি হয়েছিল। তাই পরে থাকলে—।

'শোনো বাবা,' সৌদামিনী তাকে ডাকল। বাবা শব্দটা ওর মুখে মোটেই মানাল না। ভাল লাগল না হারামির। কিন্তু সে মুখে কিছু বলল না।

'একবার এক সন্ন্যাসীর কাছে আমি একটা জিনিস পেয়েছিলাম। তিনি বলেছিলেন আমার কপালে থাকলে সেই জিনিস আমাকে বড়লোক করে দেবে। আমার সহ্য হলে কোনও অভাব রাখবে না। কিন্তু আমার সহ্য হয়নি। কাছে রাখার পর থেকেই দুর্ঘটনা ঘটতে লাগল। অসুখে পড়ে গেলাম। আমাদের অসুখ হলে পেটের ভাতে টান পড়ে। কী করব ভেবে পাচ্ছিলাম না। সন্ন্যাসীর দেওয়া জিনিস রাস্তায় ফেলে দিতে তো পারি না। তোমার বাবাকে বললাম। তাকে আমি বিশ্বাস করতাম। সে নিয়ে গেল আমার কাছ থেকে। কিন্তু তারও ভাল হল না। বছর কয়েক আগে তোমাদের বাগানের সব ফল ঝড়ে পড়ে গেল, মনে আছে। তারও সহ্য হল না সেটা। তখন আমার সঙ্গে পরামর্শ করে তোমার বাপ জিনিসটাকে মাটিতে পুঁতে ফেলল। ঠাকুরের আসনের নীচে পুঁতেছিল সে, এমন কথা আমাকে বলেছিল।' সৌদামিনী একনাগাড়ে বলল।

'ঠাকুরের আসনের নীচে?' হারামি হতভম্ব।

'হ্যাঁ। একটা টিনের হাতবাক্স কিনে তাতে আংটা বানিয়ে তার মধ্যে ঝুলিয়ে দিয়েছিল আংটিটা।

দিয়ে পুঁতে ফেলেছিল মাটির তলায়। বলেছিল আমাদের কপালে যখন সহ্য হল না তখন থাক মাটির নীচে। লোকের মুখে যখন শুনলাম তুমি হাতবাক্স পেয়েছ তখন থেকে কাঁটা হয়ে ছিলাম, এই বোধহয় কোনও অমঙ্গল হল। তার বদলে কানে এল তোমার হাতবাক্স নাকি ম্যাজিক করছে। সেটা যে সত্যি নয় তা আমার চেয়ে ভাল কেউ জানে না।' সৌদামিনী হাসল। ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়েছিল হারামি। এই সময় দূর থেকে রেখা চেঁচিয়ে উঠল, 'আর এখানে দাঁড়াতে পারছি না, মশা কামড়াচ্ছে।' সৌদামিনী বলল, 'চল বাড়ি চল, বড্ড অন্ধকার।' ওরা ফিরে এল। হারামি ততক্ষণে ভেবে নিয়েছে অনেক কিছু। দাওয়ার কাছে এসে সৌদামিনী স্পষ্ট করে বলল, 'আংটিটা কোথায়?'

'কী রকম আংটি?'

'তামার মধ্যে নীল কাচ বসানো। হাতবাক্সে আর আংটি ছিল না কি?'

'ছিল।' ঘরে ঢুকে গেল হারামি। হাট থেকে কেনা আংটিগুলো এনে সৌদামিনীর হাতে দিয়ে বলল, 'এগুলোই ছিল?'

'ওমা! এত আংটি সে পেল কোথায়?' ফাঁপড়ে পড়ল সৌদামিনী।

'দেখি দেখি' বলে এগিয়ে এল রেখা। 'এমা এ তো হাটে পাওয়া যায়, টাকায় একটা।'

তখন মানুষের মুখই অস্পষ্ট হয়ে আসছে। সৌদামিনী বলল, 'একটা আলো জ্বালাও।'

হ্যারিকেন জ্বালতে জ্বালতে হারামির খেয়াল হল, আঙুলের আংটির কথা। এটা খুলে ফেলা উচিত। নকল আংটি নিয়ে এরা ফিরে যাক। তার পরেই মনে হল, বাপ তাকে মরার আগে বলে গেছিল, বাপের সম্পত্তি মাটি থেকে পেয়েছে সে, সৌদামিনী, বললেই জিনিসটা তার হয়ে যাবে?

হ্যারিকেন সামনে পেয়ে সৌদামিনী আংটিগুলোর কাচ আলোর দিকে মুখ করে সাজাল। 'তারপর মাথা নাড়ল', না, এগুলো নয়। সেই আংটিটায় আলো পড়লে নীল আলো বের হয়।

রেখা বলল, 'বললাম তো জাল আংটি। হাটে পাওয়া যায়।'

সৌদামিনী তাকাল। হ্যারিকেনের আলোতে তার মুখ খুব বিভ্রান্ত দেখাচ্ছিল, আর আংটি ছিল না হাতবাক্সে? তোমার বাবা আমার কাছে কখনও মিথ্যে কথা বলত না।'

মিথ্যে কথা বলতে পারল না হারামি। 'একটা আঙুলে পরেছি।'

'দেখি দেখি।' হাত বাড়িয়ে আঙুল ধরল সৌদামিনী। আঙুল সুদ্ধু আংটিটা হ্যারিকেনের আলোয় ধরতেই একটা নীল আলোর রেখা বেরিয়ে এল।

একগাল হেসে সৌদামিনী বলল, 'এই সেই আংটি।'

হারামি হাত টেনে নিল, 'এ আংটি যে আপনার প্রমাণ কোথায়?'

'আমি তা হলে জানলাম কী করে ওটা মাটির তলায় পোঁতা ছিল।'

'বাপ হয়তো আপনার কাছে গল্প করেছে।'

'মূল্যবান বস্তু মাটির তলায় লুকিয়ে রেখে কেউ অন্যের কাছে গল্প করে না, যদি না সেই লোক বিশ্বাসী হয়। আমার জিনিস রেখেছিল বলে সে গল্পটা করেছে, ওহো, তুমি কি মনে করেছ আমি আংটি নিজের জন্যে চাইতে এসেছি? না। ও আংটি আমার সহ্য হবে না।'

'আমার তো কোনও অসুবিধে হয়নি। কোনও দুর্ঘটনা ঘটেনি।'

'কিন্তু আংটি পরার আগে তুমি যা ছিলে ঠিক তাই কি আছ?'

হারামি ফাঁপরে পড়ল। সত্যি কথা স্বীকার করলে অসুবিধে হবে। সে বলল, 'একই তো আছি।'

'কিন্তু তোমার লোভ বাড়ছে না? এই যে শুনি তুমি মানুষের মুখের দিকে তাকিয়ে দূরে তার কী হচ্ছে বলে দিতে পারো, এটা আংটির জন্যে না।'

'তা অবশ্য।'

'এই করতে করতে তোমার লোভ বাড়বে। লোকের ভেতরের কথা জানলে তাকে ঠকাতে ইচ্ছে করে। শেষ পর্যন্ত তুমি আর মানুষ থাকবে না।'

'আমার ওসব কিছু হবে না।'

সৌদামিনী হাসল, 'হবে না কি গো হয়ে গেছে।'

'তার মানে?'

'এই যে তুমি আমাদের ভর সন্ধেবেলা স্নান করতে বলেছিলে, কেন বলেছিলে বলো?'

'পুকুরে স্নান করলে অসুখ সেরে যায় তাই।' শুকনো গলায় জবাব দিল হারামি।

'আমাদের অসুখ আছে কি না জানতে না চেয়েই স্নান করতে বলেছ, তোমার পুকুরে কোনও মেয়ে স্নান করেছে এর মধ্যে? উত্তর দিচ্ছ না কেন? করেছে? তাই তো? তাকে তুমি দেখেছিলে?'

'এ সব বাজে কথা। মেয়েছেলেদের স্নান করা দেখার কী আছে?' কথাটা শুনে হেসে গড়িয়ে পড়ল রেখা। হাসতে হাসতে বলল, 'ও দিদি এ যে দেখছি ঋষ্যশৃঙ্গমুনি!'

'এখনও তাই আছে। দাও গো আংটিটা।'

'না দেব না। এ জিনিস আমার বাবার কাছ থেকে পেয়েছি আমি।'

'আমি তোমার ভালর জন্য বলছি। ওটাকে আমি তোমাদের দিঘিতেই ছুড়ে ফেলে দেব যাতে কেউ খুঁজে না পায়। দেখবে শান্তিতে থাকবে।'

'আপনি আমার ক্ষতি করতে চাইছেন কেন?'

'কোথায় ক্ষতি করছি? আমি তোমার উপকার করতে চাইছি। ওই আংটিটা পরে থাকলে তোমার মনে সুখ থাকবে না। লোভ বাড়বে।'

'না, আমার কিছু হবে না।'

সৌদামিনী অসহায় চোখে তাকাল রেখার দিকে। তারপর আবার বলল, 'দ্যাখো, আমরা খারাপ মেয়েছেলে, খারাপ ভাবে জীবন কাটাই। আমাদের জীবনে সুখ কখনও আসবে না। সাদাসিধা জীবনের সুখ তুমিই পেতে পারো। কিন্তু এই আংটি তোমাকে লোভী, ঠগ, মিথ্যুক, পাপী করে তুলবে। তুমি কাউকে ভালবাসতে পারবে না কোনওদিন, সন্দেহ করবে সবাইকে।'

'আমি আপনাদের কথা বিশ্বাস করি না।'

এই সময় হাওয়া উঠল। সে যে ঝড়ের পূর্বাভাস তা বুঝে শঙ্কিত হয়ে উঠল স্ত্রীলোক দুজন।

রেখা বলল, 'সর্বনাশ এখন ফিরবে কী করে?'

সৌদামিনী বলল, 'বিপদে পড়লাম রে।'

আকাশ চিরে বিদ্যুৎ ঝলসে উঠল। এর মধ্যেই মেঘ ছুটে আসছে, বাগানের গাছপালা হেলতে শুরু করে দিয়েছে। ডালে ডাল পাতায় পাতা ঘষে শব্দ উঠছে জোর। হ্যারিকেন বাতাসে ছোট হয়ে আসছে। হারামি বলল, 'আপনারা ঘরে গিয়ে বসুন, ঝড় থামলে চলে যাবেন।'

সৌদামিনী বলল, 'তাই ভাল।'

রেখা বলল, 'ব্যবসার বারোটা বেজে গেল। আজ হাটবার।'

সৌদামিনী বলল, 'থাম দেখি ঝড় দেখে সব লেজ তুলে পালাবে।'

ওরা ঘরে ঢুকে গেল। ঝড় এখন উত্তাল। গাছে গাছে ধাক্কাধাক্কি হচ্ছে। হঠাৎ হারামির মনে হল যে সৌদামিনী তার ক্ষতি করতে এসেছে তাকে ঘরে বসানো ঠিক হয়নি। বাপ ওই মেয়েমানুষের কাছে যেত, কোনওদিন তো ঘরে নিয়ে আসেনি। যদি ভাল সম্পর্ক থাকত তবে নিশ্চয়ই নিয়ে আসত। হ্যাঁ, আংটির রহস্য সৌদামিনী জানে না হলে অন্য আংটি থেকে আলাদা করতে পারত না। তাই বলে বাপ ওকে এত বিশ্বাস করত তা ভাবার কোনও কারণ নেই। এখন আংটিটা যদি সৌদামিনী নিয়ে যেতে চায় তা হলে সে দেবে কেন। দারোগাকে গিয়ে নালিশ করবে, দারোগার কথা মনে হতে তার হাতবাক্সর কথা মনে পড়ল। কে জানে দারোগা হয়তো তার আংটি কেড়ে নেবে। সে আংটির দিকে তাকাল। হ্যারিকেন ভেতরে নিয়ে গেছে ওরা, তবু যে খোলা দরজা দিয়ে আলো আসছে তাতে কাচ দেখতে পেল। দারোগার কথা ভাবতেই তার কানে সংলাপ এল, 'বুঝলে গিন্নি আমাকে আর পায় কে, হারামির হাতবাক্স এখন আমার দখলে। রাত বাড়লে যার খোঁজ চাইব তাই বলে দেবে আমাকে।'

একটি মহিলা কণ্ঠ বলে উঠল, 'তা হয় নাকি।'

'আঃ, জলপড়া, বাটিচালানো শোননি। কার্পেটে বসে লোকে আকাশে উড়ত, জানো? রাত হলে চুপচাপ দরজা বন্ধ করে দেবে, মেয়ে কোথায়?'

'ঠাকুরবাড়িতে গিয়েছে।'

তারপর সব চুপচাপ এরা বোধহয় কাছাকাছি নেই। হারামি ফিরে এল যেখানে ছিল। দারোগার

মেয়ে খুব ভাল, তার সম্পর্কে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করেছিল। মাকে নিয়ে এখানে আসবে বলেছিল, সে কাচের দিকে তাকিয়ে দারোগার মেয়েকে মনে করার চেষ্টা করল। সঙ্গে সঙ্গে তার কানে অদ্ভুত শব্দ বাজল। না, উ, ওঃ, আ, চকাস, মাঃ, মরে যাব। আঃ তারপর সব চুপচাপ।

হারামি হতভম্ব হয়ে গেল। এইসব মানে কী? এই সময় সৌদামিনী বেরিয়ে এল দাওয়ায়, 'বৃষ্টি পড়ছে আর তুমি একা বসে আছ এখানে।'

'না ঠিকই আছি।'

'ভূতের মতো দেখাচ্ছে তোমাকে আর তুমি বলছ যে ঠিক আছ। আমরা এসে তোমাকে খুব বিপদে ফেলে দিয়েছি তা বুঝতে পারছি। তাই না?'

'না না বিপদ কীসের!'

রেখা এসে দাঁড়াল সৌদামিনীর পাশে, 'মাগো, কী বৃষ্টি নেমেছে। এই বৃষ্টি আর থামবে না। চলো, যা আছে কপালে বেরিয়ে পড়ি।'

'তারপর অসুখ হোক। গতর বিছানায় পড়ে থাকলে কেউ মুখ ভাত গুঁজে দেবে না।'

'তা হলে কি বৃষ্টি না ধরলে এখানেই পড়ে থাকতে হবে?'

'উপায় কী?' সৌদামিনী জবাব দিল।

'এই যে, সারারাত থাকতে হবে না খেয়ে ঘুমোতে পারব না। চাল ডাল আছে?'

'আছে।' হারামি ছোট্ট জবাব দিল।

'তা হলে উনুন ধরিয়ে বসিয়ে দাও।'

'বসিয়ে দাও কিরে, আমরা থাকতে ব্যাটাছেলে রাঁধবে?'

'হয়তো খারাপ মেয়েছেলে বলে রান্নাঘরে যেতে দেবে না।'

'তাই?' সৌদামিনী হারামির দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল।

'এসেছ যখন তখন রান্নাঘরে যেতে দেব না কেন? ভালই তো, রান্নার লোক পেলে আমার কষ্ট বেঁচে যাবে।' হারামি জবাব দিল।

'বাবা! এ দেখছি বেশ গুছিয়ে কথা বলে।' রেখা হেসে উঠল।

'কিন্তু তোমার মুখ দেখে মনে হচ্ছে খুব সমস্যায় পড়েছ।'

মাথা নাড়ল হারামি, 'হুঁ।'

'কী সমস্যা?'

'আমি কয়েকটা কথার কোনও মানে বুঝতে পারছি না।'

'কী কথা?'

চোখ বন্ধ করে ঠিকঠাক মনে করার চেষ্টা করল হারামি। তারপর একটু আগে শোনা শব্দাবলী উচ্চারণ করে বলল, শোনামাত্র লুটিয়ে পড়ল রেখা। সৌদামিনীও হাসি চাপতে মুখে আঁচল দিল। তার শরীরও কাঁপছিল। হারামি এত হাসির কারণ বুঝতে না পেরে হাসতে গিয়েও গম্ভীর হবার চেষ্টা করে বলল, 'এত হাসি কেন হচ্ছে?'

রেখা সেই অবস্থাতেই হাত নেড়ে বলল, 'মরে যাব, কী করে....মরে যাব....বললে! উঃ।'

সৌদামিনী নিজেকে সামলে নিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'এসব কোথায় শুনলে?'

'শুনেছি।'

'যার কাছে শুনেছ সে তখন কী করছিল?'

প্রশ্ন করা মাত্র রেখা আবার হাসল।

'দেখিনি, মানে দেখতে পাইনি।'

'কেন, চোখ বন্ধ করে ছিলে? ন্যাকা!' রেখা ফোড়ন কাটল।

'না আমি সেখানে ছিলাম না।'

'তা হলে শুনলে কী করে।'

সত্যি কথা বলতে গিয়েও বলল না হারামি। বলল, 'একজন আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিল ওইসব আওয়াজ করে, মানে কী? আমি বলতে পারিনি।'

সৌদামিনী আফসোসে মাথা নাড়ল, 'তোমার রান্নাঘর কোথায়?'

'ওইখানে।'

ঘরের ভেতর থেকে লণ্ঠন নিয়ে রান্নাঘরে চলে গেল সৌদামিনী। যাওয়ার আগে রেখাকে বলে গেল, 'অ্যাই ওর পিছনে লাগবি না।'

রেখা হাসল। বিরক্ত হারামি প্রশ্ন করল, 'অত হাসির কী আছে?'

'তুমি জানো না কেন হাসছি?' অন্ধকারে বসে বলল রেখা। বাইরে বৃষ্টি পড়ছে। হাওয়াটা কমেছে কিন্তু মাঝেমধ্যেই বিদ্যুৎ চিরে দিচ্ছে আকাশ। তার আলোয় ক্ষণিকের জন্যে রেখাকে চমৎকার দেখাচ্ছে।

'জানলে জিজ্ঞাসা করতাম না।'

'তুমি আগে কখনও মেয়েছেলে দেখোনি?'

'দূর থেকে দেখেছি। বাপ মরার পর তোমাকে যেমন দেখছি তেমন দেখেছি।'

'সেকী! এই নির্জনে একা থাকো, এত বড় শরীর আর মেয়েছেলে দ্যাখোনি?'

মনে পড়ল সৎমার কথা। হারামি স্বীকার করল, 'একবার দেখেছিলাম।'

'হুম্। কোথায়?'

'ওই পুকুরপাড়ে। যেখানে তোমরা গিয়েছিলে! সেখানে সে স্নান করছিল।'

'তারপর?'

'আমি গাছের আড়াল থেকে দেখেছিলাম।'

'ব্যাস! আর কিছু না? তা দেখে মনে কিছু হয়নি।'

'একটু একটু হয়েছিল।'

'কী?'

'কী রকম যেন!'

'হুম্। তা সে মেয়েছেলেটাকে গিয়ে বললে না কেন?'

'অনেক বড় যে, সাহস পাইনি। পরে যখন বিয়ে করতে চাইলাম রাজি হল না।' হারামি মুখ তুলল, 'এসবের সঙ্গে ওই শব্দের কী সম্পর্ক?'

'আছে। কান টানলে মাথা আসে। তুমি যদি সেই মেয়েছেলেটাকে জড়িয়ে ধরে আদর করতে শুরু করতে তা হলে সে এমন শব্দ করত।'

'সত্যি?'

'হ্যাঁ। ব্যাটাছেলে যখন গভীর আদর করে মেয়েছেলের মুখে ওইসব শব্দ ফোটে।'

কথাটা শুনে হতভম্ব হারামি। তার মানে দারোগাবাবুর মেয়েকে কোনও ব্যাটাছেলে আদর করছিল তখন। অথচ তার মা বলেছিল সে ঠাকুরবাড়িতে গিয়েছে। মায়ের কাছে মিথ্যে কথা বলে মেয়েটা ব্যাটাছেলের আদর খেতে গিয়েছে। তার মানে মেয়েটা ভাল নয়।

'কী ভাবছ?' রেখা কাছে এগিয়ে এল।

'না!'

'বলো না।'

'দারোগাবাবুর মেয়ের কথা ভাবছিলাম।'

'ওমা! এইসময় সে-মাগির কথা কেন?' রেখা বিরক্ত হল, 'আমরা পয়সা নিয়ে শরীর দিই সে শখ করে। একটার পর একটা।'

'তুমি তাকে চেন?'

'চিনি না! তার খপ্পরে পড়ো না যেন।'

'তুমি এসব কথা বানিয়ে বলছ না তো?'

'কোন কথা? দিদিকে জিজ্ঞাসা করো বিশ্বাস না হলে।'

'না না, শব্দের কথা?'

'ও তুমি শুনতে চাও?'

কোত্থেকে শুনব?'

'আমাকে আদর করতে আরম্ভ করলে শুনতে পাবে। তবে টাকা দিতে হবে।'

'টাকা দেব কেন?'

'আমরা টাকা ছাড়া আদর নিই না।'

'বাঃ, টাকাও নেবে, আবার আদরও নেবে?'

'তাই নিয়ম।'

হারামি উদাস হল, 'আমাকে কেউ কখনও আদর করেনি।'

'যাঃ। গুল মারছ! তোমাকে মা বাবাও করেনি?'

'না। মা মরে গেছে জন্ম দিয়ে, বাপ তো করেইনি। ঠিক আছে আমিও কাউকে আদর করব না টাকা না দিলে।'

'এ্যাঁ?' চমকে উঠে সে রান্নাঘরের দিকে ছুটে গেল রেখা। তার পর সৌদামিনীর হাসি ওর সঙ্গে মিশল। এই বর্ষণ মুখর রাত্রে নির্জন বাড়ির রান্নাঘর থেকে ভেসে আসা দুই রমণীর হাসির আওয়াজ হারামিকে একটুও সুখ দিল না। তার মনে হতে লাগল ওরা কথায় কথায় এত হাসে কেন? কোনও মেয়েছেলে যদি পয়সা না পেলে আদর করতে না দেয় তা হলে ব্যাটা ছেলে তাই করলে এত হাসি হবে কেন?

ঘরে ঢুকে পাজামা শার্ট ছেড়ে খাটো প্যান্ট পরার পর স্বস্তি হল। যেন নিজের রাজত্বে ফিরে এল সে। ঘরের ছাদে বৃষ্টির জলের শব্দ হচ্ছে, এরকম রাত্রে একা শুতে তার ভয় লাগে। ভুলোটা কোথায়? তাকে দাওয়ায় দ্যাখেনি অনেকক্ষণ। দাওয়ায় বেরিয়ে এসে সে ভুলো ভুলো বলে ডাকল কয়েকবার কিন্তু কোনও সাড়া এল না। হারামি দুশ্চিন্তায় পড়ল। রান্নাঘর থেকে তখন সৌদামিনীর গলা ভেসে এল, 'এ্যাই কুকুর, সাড়া দে। তোকে ডাকছে না!' হারামির মনে হল ভুলোটাকে কাল আচ্ছাসে শাসন করতে হবে।

খাওয়া দাওয়া হল। সৎমার নিয়ে আসা রান্নাকে যদি অমৃত মনে হয়ে থাকে তা হলে সৌদামিনীর হাতের আলু ডিমের তরকারিকে কী বলা যায় ভেবে পাচ্ছিল না হারামি। খুব তৃপ্তি করে চেটেপুটে খেয়ে নিল সে।

রান্নাঘরের দরজা বন্ধ করে ওরা এঘরে এল। হারামি লক্ষ করছিল যে ছোট প্যান্ট পরার পর থেকেই মেয়েছেলেরা বারংবার তার শরীর দেখছে। তার শরীরে একটুও মেদ যেমন নেই, তেমনই হাড়ও দেখা যায় না। বুকে এবং পায়ে বেশি লোম বলে একটু অস্বস্তি হয় কিন্তু এখন অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছে।

এত রাত্রে বৃষ্টির মধ্যে যাওয়ার কোনও কথাই ওঠে না। সৌদামিনী বলল, 'ঘরেই তিনটে বিছানা পেতে ফেল রেখা।'

'একঘরে তিনজন? অসম্ভব। আমি দাওয়ায় শুচ্ছি, তোমরা ভেতরে শোও।'

'ওমা, এ কী কথা।' সৌদামিনী হাসল, 'রাত্রে ভূতে ধরবে।'

'ভূত তো মানুষ নয়। আমি মানুষকে ভয় করি।'

'ন্যাকামো করিস না।'

'ওই খাটে দুজনের কোনওমতে চলে যায়। ওর সঙ্গে শুতে হবে নাকি?'

হারামি সমস্যাটা বুঝতে পারল। বলল, 'ঠিক আছে, তোমরা ভেতরে শোও, আমি বাইরে শুচ্ছি। আমার অভ্যেস আছে।'

বলামাত্র রেখা ভেতরে চলে গেল। বালিশ ভেতর থেকে বের করে আনল হারামি। সৌদামিনী বসেছিল দাওয়ায়, 'তুমি ছেলেটা এখনও সরল আছ। তাই বলি, একটা ভাল মেয়ে দেখে বিয়ে করো। তোমার বাবা যা রেখে গেছে তাই দিয়ে ভালভাবে চলে যাবে। সুখে থাকবে।'

হারামি জবাব দিল না।

'ওই আংটিটা তোমার সর্বনাশ করবে। একটুও শান্তি পাবে না।'

'আমি এখন ঘুমাব।' কড়া গলায় বলল হারামি।

সৌদামিনী জোরে নিশ্বাস ফেলল। তারপর চলে গেল ভেতরে।

বালিশে মাথা রেখে দাওয়ায় শরীর এলিয়ে দিতে আরাম পেল হারামি। খাওয়াটা একটু বেশি হয়ে গিয়েছে আজ। সারাদিন ছোটাছুটিও হয়েছে খুব। ঠাণ্ডা বাতাস শরীরটাকে শীতল করছিল। সে কিন্তু স্বস্তি পাচ্ছিল না। সৌদামিনীর সব ভাল কিন্তু মেয়েছেলেটা এসেছে তার কাছ থেকে আংটিটা হাতিয়ে নিতে। এটার বদলে গাছের ডালে ঝুলিয়ে রাখা মায়ের হারটা যদি নিতে চায় দিতে পারে সে। হারামি উঠল। দরজায় গিয়ে দেখল ঘর অন্ধকার। সে ডাকল, 'ঘুম এসে গিয়েছে?'

'না।' সৌদামিনী জবাব দিল।

'আমার একটা কথা ছিল।'

'বলো।'

'গোপন কথা।'

'রেখার সামনে বলতে পারো।'

'আংটিটা আমি দিতে পারব না।'

'তাতে তোমার ভাল হবে না।'

'হবে। একটা কাজ করতে পারি তার বদলে।'

'কী?'

'সোনার হার দিতে পারি।'

'যে হারটা তোমার বাপ হাতবাক্সে রেখেছিল?'

'হ্যাঁ।' ঘাবড়ে গেল হারামি। একথাও যে জানে!

'ছিঃ। ওটা তোমার মায়ের হার। তোমার বউকে দেবে।'

'ও। তা হলে কিছু টাকা দিতে পারি।'

'যে টাকাটা হাতবাক্সে ছিল?'

হারামির গলা শুকিয়ে গেল। এটাও জানে। মুখে বলল, 'হ্যাঁ।'

'দূর। ওই টাকা খুব বিপদ এলে খরচ করো।'

হারামি চুপচাপ ফিরে এল বালিশের কাছে। আচ্ছা জাঁহাবাজ মেয়েছেলে। কোনও কিছুতেই রাজি হচ্ছে না যে। সে বালিশে মাথা রাখতেই বিদ্যুৎ চমকাল। চারধার মুহূর্তের জন্যে সাদা। একটু একটু করে তার শরীরে ঘুম নামল। শেষ পর্যন্ত সে ঘুমিয়ে পড়ল। হারামি জানে না সময় তখন কত, কিন্তু গভীর ঘুম থেকে একটু একটু করে উঠে আসছিল সে। তার মনে হচ্ছিল কেউ যেন তাকে জড়িয়ে ধরেছে। শরীরে শরীরের চাপ স্পষ্ট হতেই সে চেতনায় ফিরল। চাপা গলায় জিজ্ঞাসা করল, 'কে?'

'চুপ।' রেখার গলা, 'দিদি জেগে যাবে।'

'কী করছ?'

'আদর।'

'আদর করতে গেলে টাকা দিতে হবে।'

'দেব। তোমার শরীর দেখার পর আমি স্থির থাকতে পারছি না গো।' হারামির সর্বাঙ্গ পিষে ফেলতে চাইল রেখা। এবং তখনই এক অভূতপূর্ব সুখের যন্ত্রণায় আক্রান্ত হল হারামি। তার এই বয়সকাল পর্যন্ত সে ওই অভিনব আনন্দ সম্পর্কে বিন্দুমাত্র অবহিত ছিল না। নিজেকে বিস্মরিত হয়ে সে প্রায় উন্মাদসুলভ আচরণ করতেই রেখা বাধা দিল, 'না, ওভাবে নয়, ওঃ। ব্যথা লাগছে।'

ছিটকে উঠে দাঁড়াল রেখা, 'অসভ্য জন্তু কোথাকার!'

'তুমি আমাকে সেইসব শব্দ শোনাবে বলেছিলে।'

'ছাই শোনাব। দাঁত বসিয়ে দিয়েছ। উঃ। আমি যাচ্ছি।'

রেখা দৌড়ে ভেতরে চলে গেল। তখন বাতাস বইছিল মৃদুমন্দ। বৃষ্টি থেমে গিয়েছে। আকাশ থেকে মেঘেদের ঝেঁটিয়ে বিদায় করে চন্দ্রদেব তার শেষ রাতের বাসর জমাচ্ছিলেন। ভেজা বাগানের ওপর হালকা জ্যোৎস্না চমৎকার দৃশ্যাবলী সাজাচ্ছিল।

এসব দৃশ্য দেখার মন হারামির ছিল না। তার উত্তেজনার নিবৃত্তি না হওয়া পর্যন্ত সে অস্থির হয়ে

উঠল। দরজার কাছে পৌঁছে সে ডাকল, 'রেখা। রেখা।'

হঠাৎ ঝড়ের মতো বাইরে বেরিয়ে এল সৌদামিনী, 'কী হচ্ছে কী? লজ্জা করছে না তোমার? নিজের বাড়িতে বসে বেবুশ্যের সঙ্গে শুচ্ছ?'

'এতে অন্যায় কী হয়েছে?'

'আশ্চর্য! আবার প্রশ্ন করছ? তুমি কি কিছুই বোঝ না?'

'না। আমি তো শুতে যাইনি, সে এসেছিল।'

'ওই প্যান্ট পরেছ কেন? যে কোনও মেয়ে ওটা পরা দেখলে মাথা গরম করতে পারে।'

'না করেনি। সৎমা করেনি, আকুলের ডাক্তারের মেয়ে করেনি, তুমিও করোনি।'

সৌদামিনী হকচকিয়ে গেল, 'কী কথা! তোমার বাবার সঙ্গে আমার সম্বন্ধ ছিল মনে রেখো।'

'তা হলে তুমিও তো বেবুশ্যে, তা হলে বাপ তোমার কাছে যেত কেন?'

'সে আমার ওখানে যেত!'

'আমার এখানে আর তোমার ওখানের পার্থক্য কোথায়?'

'এটা বসত বাড়ি আর আমরা থাকি বেবুশ্যে পাড়ায়। এখানে মায়া আছে সেখানে নেই।'

'কী মায়া? আমি তো দেখতে পাই না।'

'পাবে না। ওই আংটি তোমার সর্বনাশ করছে। যাও ঘুমোও।'

'না। আমার ঘুম আসবে না। আমি রেখাকে বিয়ে করব।'

'কী। সৌদামিনী নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছিল না।'

'আমার রেডিয়ো ঘড়ি সাইকেল চাই না, ওকে রাজি হতে বলো।'

তখন রেখা বেরিয়ে এল দাওয়ায়, 'এ্যাই, তোকে আমি বিয়ে করতে যাব কেন রে?' মেয়েটার মুখে তুই তোকারি শুনেও দমল না হারামি, 'আমার ভাল লেগেছে।'

'ভাল লেগেছে! কামড়ে আমার ঠোঁট থেকে রক্ত বের করে দিয়েছে গো। এখন কী হবে আমার। তোমার সঙ্গে এখানে এসে আমি এ কী বিপদে পড়লাম দিদি!'

'যেমন বাইরে বেরিয়ে এসে ওকে তাতিয়েছিস, ঠিক হয়েছে।' সৌদামিনী রাগত ভঙ্গি নিয়ে ভেতরে চলে গেল। রেখা ঠোঁটে আঙুল বোলাতে বোলাতে বাইরের দিকে তাকিয়ে চনমনে জ্যোৎস্না দেখল। আকাশ এখন পরিষ্কার। সে ঘাড় ঘুরিয়ে বলল, 'পশু!' সৌদামিনীর সঙ্গে তর্ক করে একটু কাহিল হয়ে পড়েছিল হারামি। রেখা জিজ্ঞাসা করল, 'তোমার নামটা কী যেন?'

'হারামি।'

'আঃ। এত মানানসই নাম আর কারো নেই। ঘুমোও।'

'না। শোনো।'

'কী বলছ?' রেখা একটু এগিয়ে এল।

'আমাকে বিয়ে করবে?'

'না। বিয়ে করলে তুমি আমাকে কামড়াবে।'

'বিশ্বাস করো। আর কখনও অমন কাজ করব না।'

'ঠিক?'

'ঠিক।'

'কিন্তু এখানে বড্ড আলো।'

'আলো কি খারাপ?'

'সে তুমি বুঝবে না। বাগানে যে যাব কিন্তু সেও তো জলে ভেজা।'

'তা হলে ঘরে যাই চলো। ঘর অন্ধকার।'

'আহা। ওখানে দিদি আছে না?' রেখা হাসল, 'তার চেয়ে আজ তুমি ঘুমিয়ে পড়ো। কাল আমার ওখানে এসো। আমি তোমার কাছে টাকা নেব না।'

'না।' হারামি রেখার হাত শক্ত করে ধরল। তারপর তাকে বুকের কাছে নিয়ে এসে চুম্বন করল। রেখা জিজ্ঞাসা করল, 'তোমার আংটিটা একটু দেখাবে?'

হারামি আঙুল তুলল। আংটির ওপর আঙুল বুলিয়ে রেখা বলল, 'আমাকে একবার পরতে দেবে? বিয়ের সময় বর বউকে আংটি পরায়। আমি সিনেমায় দেখেছি।'

'সত্যি?'

'হ্যাঁগো।'

'তারপর আমাকে ফিরিয়ে দেবে তো?'

'নিশ্চয়ই। এ কি আমার জিনিস যে রাখব?'

সেই সময় এক নবীন আবেগে আক্রান্ত হারামি ভরপুর হৃদয়ে আংটি দান করতে ইতস্তত করল না। রেখা আংটি আঙুলে নিয়ে তার আহত ঠোঁটের যন্ত্রণা ভুলে গেল। সেই জ্যোৎস্না-প্লাবিত শেষ রাত্রির নির্জনে দুই নরনারী আদিম খেলায় মত্ত হয়ে পড়ল পরক্ষণে। অন্ধকার অথবা আড়াল আছে কি নেই সেই চিন্তাও আর তাদের রইল না। জীবনে প্রথমবার শরীরের ভেতরে লুকিয়ে থাকা দ্বিতীয় শরীরের অস্তিত্ব আবিষ্কারে তন্ময় হারামি জগৎ সংসার বিস্মৃত হল। একটি অসহিষ্ণু এবং বলবান শরীরের চালিকা হয়ে রেখা আপ্লুত হল। আর ঘরের মধ্যে একা শয্যায় শায়িত সৌদামিনী এক পাপবোধে পীড়িত হওয়া সত্ত্বেও রেখাকে নির্দেশ দেবার জন্যে অপেক্ষা করছিল। পুণ্যের জন্যে পাপ করলে কোনও ক্ষতি নেই।

মুখে রোদ পড়তেই ঘুম ভেঙে গেল।

হারামি চোখ মেলে দেখল ভুলো তার সামনে লেজ গুটিয়ে বসে আছে। এবং তখনই তার গতরাতের বৃত্তান্ত মনে পড়ল। অনির্বচনীয় সেই মুখটাকে সে যেন স্পর্শ করছে। তার ঠোঁটে হাসি ফুটল। চোখ বন্ধ করে সে পাশ ফিরে শুতে চেষ্টা করতেও রোদের তাত তাকে শুতে দিল না। উঠে বসে সে চারপাশে তাকাল। ভুলো এখন আনন্দে লেজ নাড়ছে।

কোনও মানুষকে দেখা দূরে থাক কারও গলা শুনতে পেল না হারামি। সে লাফ দিয়ে ঘরের ভেতর গেল এবং শূন্য ঘরে জিনিসপত্র যা যেখানে ছিল সব ঠিকঠাক দেখল। এমন কী বিছানাও গত বিকেলের মতো পরিপাটি দেখতে পেল। হারামির মনে হল ওরা পুকুরে স্নান করতে গিয়েছে। দ্রুত বাগান পেরিয়ে ঘাটে চলে এসে দুটো বককে উড়ে যেতে দেখল। ওরা নেই বুঝতে পারা মাত্র তার চোখ আঙুলে গেল এবং সে আঁতকে উঠল। তার মনে পড়ল গতরাতে সে রেখার আঙুলে আংটি পরিয়ে দিয়েছিল। তারপর সেইসব মহাকাণ্ডের পর ক্লান্ত হয়ে শুয়ে পড়ার সময় সুখের সমুদ্রে ভাসতে ভাসতে আর আংটি ফিরিয়ে নেবার কথা খেয়ালে আসেনি। হারামি চিৎকার করে ডাকল, 'রেখা। রেখা।' গতরাতের বৃষ্টি ধোওয়া পরিচ্ছন্ন গাছগুলোতে যেসব পাখিরা আজ খেলা করছিল তাদের কিছু অংশ চিৎকার করে উড়ে গেল সেই আওয়াজে ভয় পেয়ে।

আংটিটা নেই। ওরা তাকে ঠকিয়ে আংটি নিয়ে নিয়েছে। অদ্ভুত অসহায় এক বোধে আক্রান্ত হারামির মনে হল তার হাত থেকে সাত রাজার ধন এক মানিক বেরিয়ে গেল। সে এটা হতে দেবে না। ওই আংটি তার কাছে থাকলে মানুষজন সমীহ করবে, ভয় পাবে। ওই আংটির দৌলতে সে অনায়াসেই বড়লোক হয়ে যেতে পারে। হারামি দৌড়ল।

ভৈরবের হাট তিন ক্রোশ পথ। এতটা একসঙ্গে দৌড়ানো হারামির পক্ষে সম্ভব ছিল না। তা ছাড়া সে ভেবেছিল পথেই ওদের ধরতে পারবে। কিন্তু হাঁপাতে হাঁপাতে সে যখন ভৈরবের হাটে পৌঁছল তখন বেলা বেড়েছে, রোদ চড়েছে। যেহেতু আজ হাটবার নয় তাই লোকজন নেই। তবু একজনকে সৌদামিনীর ডেরা জিজ্ঞাসা করল সে।

লোকটা মুড়ি খাচ্ছিল ঠোঙা থেকে, বলল, 'এই ভোরে গিয়ে কোনও কাজ হবে না।'

'কেন?'

'সারারাত কেলির পর দেবীরা দশটা এগারোটা পর্যন্ত ঘুমিয়ে থাকেন।'

'সেটা আমি বুঝব।'

লোকটা তখন বুঝিয়ে দিল কোন পথে যেতে হবে।

ভৈরবের হাটের বারবণিতা পাড়ার নাম আছে। অনেক ঘর বাসিন্দার বাস সেখানে। এইসময় যে সবাই ঘুমিয়ে নেই তা গিয়েই বুঝতে পারল হারামি। ইতিমধ্যেই কেউ কেউ মুখে পাউডার মেখে

ফেলেছে। এত মেয়েছেলে একসঙ্গে দেখে হারামির ভাল লাগছিল না কারণ তাদের চেহারা ছাইমাখানো সিঙি মাছের মতো। হারামিকে দেখতে পেয়ে ডাকাডাকি শুরু হয়ে গিয়েছিল। সৌদামিনীর খবর নিতে কে একজন বলে উঠল, 'আরে আরে নদের চাঁদ যে নিজেই হাজির। তোমার হাতবাক্স কোথায়, ভাগ্যটা বলে দাও বাবা।'

ওদের হাত থেকে কোনওরকমে নিস্তার পেয়ে সৌদামিনীর দরজায় উপস্থিত হল হারামি। দরজা বন্ধ। কড়া নাড়তেই পাশের দরজায় দাঁড়ানো একটা মেয়ে বলল, 'বিরক্ত কোরো না। কাঁচা ঘুম ভাঙলে দেখিয়ে দেবে মজা।'

'এইমাত্র তো ফিরেছে। এর মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়ল?'

'তা জানি না বাবা।'

হারামি আপত্তি না শুনে কড়া নাড়তেই দরজা খুলল। আলুথালু সৌদামিনী কর্কশ গলায় বলে উঠল, 'কী চাই?'

'আমার আংটি।'

'আংটি? তোমার আংটির খবর আমি জানব কী করে?'

'কাল রাত্রে তোমরা নিয়ে এসেছ।'

'ইল্লি আর কী? নিয়ে এসেছ। মিথ্যে বদনাম দিলে ভাল হবে না। কে তুমি?'

'বাঃ আমাকে তুমি চেন না?'

'কস্মিনকালেও দেখিনি।' ঠোঁট বেঁকাল সৌদামিনী। ইতিমধ্যে একটু একটু করে অন্য বারবনিতারা এবং তাদের দালালেরা ভিড় জমাচ্ছিল। হারামি মরিয়া হয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি গত রাতে আমার ওখানে রেখাকে নিয়ে থাকোনি?'

'রেখাকে নিয়ে? এই রেখা এদিকে আয়।'

একটি কালো বেঁটে মেয়ে এগিয়ে এল। হারামি বলল, 'এ কেন, রেখাকে ডাকো।'

সৌদামিনী ঝাঁঝিয়ে উঠল, 'এ পাড়ার আর কোনও রেখা নেই। এবার কেটে পড়ো তো।'

'আমার আংটি দাও।'

একজন জিজ্ঞাসা করল, 'কীরকম আংটি ছিল?'

'তামার। নীল কাঁচ বসানো।' লোকটার দিকে তাকাল হারামি।

'ওমা। তার দাম তো এক টাকা। তার জন্যে এত?'

'না। ওই আংটি অন্যরকম।'

'কীরকম?'

'ওই আংটি কারও সহ্য হয় না, আমার হয়েছিল।' এবার সৌদামিনী বলল, 'তার নমুনা দেখছি। শোনো, এখন আমার ঘুমানোর সময়। রঙ্গরস করার ইচ্ছে থাকলে সন্ধেবেলায় পকেটে টাকা নিয়ে এসো।'

'কী বলছ তুমি?' হারামি হতভম্ব, 'আমার বাপ তোমার কাছে আসত।'

'তাতে কী হয়েছে। আমরা হলাম গঙ্গানদীর মতো। সব পাপী স্নান করে পুণ্যবান হয়। সেখানে বাপ স্নান করেছে বলে কি ছেলে স্নান করে না? ফেলো কড়ি মাখো তেল আমি কি তোমার পর? কেটে পড়ো এখন।'

'আমি আংটি না পেলে তোমায় খুন করব।' চিৎকার করল হারামি।

'শুনলে! শুনলে সবাই! আমার ঘরের দোরে এসে আমাকে শাসাচ্ছে। ভাল মুখে কথা বললাম তাতে হল না। তুমি আমাকে খুন করতে চাও এটা বড়বাবুকে গিয়ে বললে পিঠের ছাল ছাড়িয়ে নেবে। বুঝেছ?'

ভিড়ের মধ্যেও গুঞ্জন উঠেছিল। কয়েকজন এগিয়ে এসে হারামিকে টেনে হিঁচড়ে বাইরে বের করে নিয়ে গেল। দু-একটা চড় চাপড়ও পড়ল। ওই উদ্দেশ্যে এ পাড়ায় এলে লাশ পড়ে যাবে বলে তাকে শাসিয়ে দেওয়া হল।

হারামি কী করবে বুঝতে পারছিল না। তার মনে হল বড়বাবুকে গিয়ে সব কথা খুলে বলবে। আংটিটাকে ফেরত পাওয়ার ওই একটাই রাস্তা।

থানার সামনে যেতেই বড়বাবুর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল, 'এই হারামি। এদিকে আয়।'

হারামি সামনে গিয়ে নমস্কার করল।

'এটা কী?'

'আজ্ঞে আমার হাতবাক্স।'

'তুই আমাকে বেইজ্জত করেছিস!'

'আজ্ঞে।'

'কাল সারারাত ধরে আমি হাতবাক্সটাকে প্রশ্ন করেছি কিন্তু একটাও জবাব পাইনি। অথচ তুই বলেছিলি ওই হাতবাক্সটা জবাব দেয়।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'তা হলে আমাকে দেয়নি কেন? বুজরুকি?'

'ওটা যার হাতবাক্স তাকেই দেয়।'

'তাই। বেশ তুই প্রশ্ন কর। গত মাসের তিন তারিখে হালদার বাড়িতে যে ডাকাতি হয়েছিল তার সর্দার গোবিন্দ এখন কোথায়? কর প্রশ্ন।'

হারামি তার হাতবাক্সের কাছে গেল। ডালা খুলল। তারপর প্রশ্ন করল, 'এটা আপনি কোথায় পেলেন? কে দিল?'

'দিয়েছে একজন।' দারোগা প্রসঙ্গ এড়াতে চাইল।

'সে সবটা দেয়নি।'

'মানে?'

'এই যে ভেতরে আংটা দেখছেন, এতে একটা আংটি আটকানো ছিল।'

'সেটা কোথায়?'

'লোকটা সরিয়ে নিয়েছে।'

'তাই নাকি? মেরে বদন বদলে দেব আমি। সেপাই, ডাক লোকটাকে।'

'তার কাছে নেই।'

'তা হলে?'

'সৌদামিনী জানে কোথায় আছে।'

'সৌদামিনী? মানে বাজারের মেয়েছেলে?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। লোকটা তার কাছে জমা দিয়েছে। আপনি সৌদামিনীকে নিয়ে আসুন। তার সঙ্গী একটা ফরসা মেয়ে যার ঠোঁট কেটে গেছে তাকেও ধরুন।'

'তারপরে যদি কাজ না হয়? এস পি-র সঙ্গে মেয়েছেলেটার জানাশোনা আছে।'

'ওদের কাছে আছে।'

'ঠিক আছে। আর তোর পুকুরের জলের ব্যাপারটা কী?'

ওটা পাঁচকান করবেন না বড়বাবু।'

'কেন?'

'তা হলে আমার ওখানে ভিড় জমে যাবে।'

'তা ঠিক।' বড়বাবু হাসলেন, 'ওরা একবার যেতে চেয়েছিল। আমার, মানে তোমার মাসিমার সর্বাঙ্গে চুলকানি। আমি যতক্ষণ না ওদের পাকড়ে আনছি ততক্ষণ যেয়ো না, ভেতরে গিয়ে গল্প করে এসো। নিজেরই তো বাড়ি।'

এতক্ষণ হাঁফ ছেড়ে বাঁচল হারামি। পাখির পায়ে ভেতরে যেতে যেতে ভাবল এবার বুঝবে মজা ওরা। মেয়েছেলে দুটোকে সহজে ছাড়বে না বড়বাবু। অবশ্য রেখা সেজে যে গিয়েছিল সে বড় ভাল ছিল। তার ওপর অত্যাচারটা কম হলেই ভাল।

উঠোনে কেউ নেই। শোওয়ার ঘরের বারান্দায় উঠে হারামি ডাকল, 'কেউ আছেন?'

কোনও সাড়া নেই। সে শোওয়ার ঘরে উঁকি মারল। পাশাপাশি দুটো ঘর। সে ঘরে কেউ নেই। দ্বিতীয় ঘরটায় উঁকি মারতেই খাটে বড়বাবুর মেয়েকে দেখে ডাকল, 'এই যে!' কোনও সাড়া এল না। হারামি পায়ে পায়ে খাটের কাছে আসতেই চমকে গেল। মেয়েটা মড়ার মতো ঘুমাচ্ছে। কাপড় সরে গিয়েছে বুক থেকে। বাতাবি লেবুর মতো আকার নিয়ে মোহময়ী আকর্ষণ তাকে আকৃষ্ট করল প্রবলভাবে। সে নিজেকে সামলাতে পারল না।

সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটা উঠে বসল। কিন্তু তার হাত হারামির হাতকে সরিয়ে দেবার বদলে চেপে ধরে রাখল, 'বাবাকে বলে দেব।'

'না, মানে।' অসহায় হয়ে গেল হারামি।

'ঠিক আছে বলব না। কিন্তু আমাকে বিয়ে করতে হবে।'

'বিয়ে?' হারামি স্পষ্ট বুঝল মেয়েটা ঘাপটি মেরে পড়েছিল তার আওয়াজ পেয়ে। ইচ্ছে করে প্রদর্শনী সাজিয়েছিল।

'হ্যাঁ! বিয়ে। তুমি আমার ইজ্জত নিয়েছ তাই বিয়ে করতে হবে।'

'কিন্তু বড়বাবু যদি রাজি না হয়?'

'সে ভার আমার।'

'কিন্তু।'

'আবার কীসের কিন্তু?'

'তুমি তো কাল রাত্রেও শব্দ করেছ?'

'কী শব্দ?'

'ওই যে, না, ওঃ, আঃ, মা, মরে যাব!'

মেয়েটার হাত দুর্বল হয়ে গেল, 'তুমি কী করে শুনলে?'

'শুনেছি। শুনে একজনকে মানে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। সে-ও আমাকে শুনিয়ে দিয়েছে।'

মেয়েটা হেসে উঠল শব্দ করে, 'তা হলে তো সমান হয়ে গেল। আমাকে বিয়ে করতে তোমার ইচ্ছে হয় না?'

'হয়।'

'বাঃ। আমারও হয়। আসলে এত ছেলে আমার পেছনে লাগে যে মাথা ঠিক রাখতে পারি না। তোমাকে বিয়ে করলে আর কাউকে পাত্তা দেব না। শুধু তুমি আর আমি।'

'ঠিক আছে। মাসিমা কোথায়?'

'মা পুজো করছে। তা হলে এ মাসেই বিয়ের দিন ঠিক করতে বলি?'

'বেশ তো।'

এই সময় একজন সেপাই এসে ডাকল। বেরিয়ে আসার আগে মেয়েটা হারামিকে জড়িয়ে ধরে প্রকাণ্ড চুমু খেল। হারামির মনে হল গতরাতের অভিজ্ঞতার সঙ্গে এর খুব ভাল মিলমিশ আছে।

থানায় বড়বাবু হাসছিল। তার হাতে আংটিটা। ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখছিল।

'এই আংটি। সস্তা। এক টাকা দাম।'

'দেখি।' জানলা দিয়ে রোদ আসছিল। তাতে আংটির কাচ ধরতে নীল আলো বের হল। কিন্তু একটা নয়, দুটো। ভাল করে তাকাতেই চুলের মতো কাটা দাগ নজরে এল। কাচটার মাঝখানে ফেটে গেছে। সে জিজ্ঞাসা করল, 'চাওয়া মাত্র দিয়ে দিল।'

'অত সোজা? রগড়াতে হল।'

'কিন্তু কাচটা ফাটিয়ে দিয়েছে।'

'আর একটা কাচ লাগিয়ে নিয়ো। এখন হাতবাক্সকে জিজ্ঞাসা করো।'

আঙুলে আংটি পরে হাতবাক্স খুলে হারামি কাচের দিকে তাকিয়ে ডাকাত সর্দার গোবিন্দর কথা মনে করতে চেষ্টা করল। গুম গুম শব্দ কানে আসছে। যেন বন্ধ চোঙে মুখ লাগিয়ে কেউ কথা বলছে। কথা স্পষ্ট হচ্ছে না। প্রাণপণে সেইসব কথার অর্থ বুঝবার চেষ্টা করল কিন্তু কানের পর্দায় যন্ত্রণা শুরু হল।

সেই শব্দগুলো ক্রমশ বিকট হয়ে যাচ্ছে। একসময় আর সহ্য করতে না পেরে হারামি ছটফটিয়ে দু হাতে কান চেপে ধরল।

বড়বাবু জিজ্ঞাসা করল, 'কী হল?'

'উঃ। মাগো!' চৈতন্য ফিরে এসেও কষ্টটা কমছিল না হারামির। কানের ভেতর যেন গরম জল ঢুকেছে এমন বোধ হচ্ছিল।

'যাচ্চলে! এ পাগল হয়ে গেল নাকি? এই হারামি! শালাকে ডাকতে খুব আরাম।'

হারামি সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে কান থেকে হাত সরাল। দারোগাবাবু কথা বলছে কেন অত নিচু গলায়। সে বাক্সটাকে দেখাল, 'এখন এটা কাজ করবে না।'

নিজের কাছেই কথাগুলো খুব আস্তে শোনাল। তাই সে চিৎকার করল, 'আংটির কাচ ফেটে গিয়েছে। ভীষণ আওয়াজ হচ্ছে বলে শুনতে পাচ্ছি না কিছু।

দারোগা অবাক, 'আরে এ চেঁচায় কেন? আস্তে বল। কোথায় আওয়াজ হচ্ছে?'

কানের কী হল? দারোগাবাবু ফিসফিস করে কথা বলছে কেন? সে জবাব দিল, 'ওই গোবিন্দ ডাকাত যেখানে আছে। অনেক লোক কথা বলছে।'

'অনেক লোক? আজ একমাত্র কালীচকে হাট আছে গোবিন্দ সেখানে গিয়েছে। গুড, আমি এখনই কালীচকে যাচ্ছি। ঠিক আছে বাবা, তুমি এখন বিশ্রাম করো।'

থানায় সাজ সাজ রব পড়ে গেল। সেপাইবাহিনী নিয়ে দারোগাবাবু বেরিয়ে গেলেন জিপে চড়ে কালীচকের উদ্দেশ্যে। হারামি বুঝতে পারছিল না ব্যাপারটা। কালীচকের নাম সে একবারও বলেনি। কোনও কথাই সে শুনতে পায়নি। জায়গাটায় হাটের গোলমাল হয়েছে কি না তাও সে জানে না। তবু দারোগাবাবু চলে গেলেন ডাকাত ধরতে। ফিরে এসে জুতো পেটা করবেন। মেয়ের সাধ আর মেটাবেন না। বেঞ্চিতে বসে আংটিটার দিকে তাকাল সে। এই আংটির গুণ নষ্ট হয়ে গিয়েছে। ওই সরু চুলের মতো ফাটল তৈরি হয়ে শব্দগুলোকে গুলিয়ে দিয়েছে।

হঠাৎ পেছনে হাতের স্পর্শ পেয়ে সে দেখল থানার একটি লোক চায়ের গ্লাস নিয়ে দাঁড়িয়ে, 'কালা নাকি, এত ডাকছি শুনতে পাচ্ছ না?'

গ্লাস হাতে নিয়ে ঠাওর করল হারামি। সে অনেক শব্দ শুনতে পাচ্ছে না। কানের ভেতর ভোঁ ভোঁ আওয়াজ এখনও মরেনি। সে উঠতে যাচ্ছিল, একজন বাধা দিল, 'যাবে না। বড়বাবু না ফেরা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে বলে গেছেন।'

দারোগাবাবু ফিরল তিন ঘণ্টা পরে। সঙ্গে কোমরে দড়ি, হাতে হাতকড়া লাগানো একটা শীর্ণ লোক, যার নাম গোবিন্দ। থানায় ঢুকে বিজয়ীর হাসি হেসে দারোগাবাবু বলল, 'হাট ঘিরে খপাৎ করে ধরে ফেলেছি। সাবাস। পাঁচটা টাকা রাখো। মিষ্টি কিনে খেয়ো। এখন থেকে তোমার ডিউটি আমার কাছে ওই হাতবাক্সটা নিয়ে হাজির হওয়া। এভরি মর্নিং-এ, মানে প্রত্যেক সকালে।'

টাকাটা এবং হাতবাক্স নিয়ে বাইরে এল সে। তার পেছন পেছন কিছু লোক যারা ভবিষ্যৎ জানতে চাইছিল। সে কারও দিকে না তাকিয়ে হন হন করে হাঁটতে লাগল।

তিন ক্রোশ পথ হেঁটে সে যখন বাড়িতে ফিরল তখন বিকেল ঘনিয়েছে। ভুলো তাকে দেখে যে চিৎকার জুড়েছে তার আওয়াজ বড্ড ক্ষীণ। ও ঘেউ ঘেউ করছে না কুঁই কুঁই। বাগানের সামনে দাঁড়িয়ে পাখিদের উড়তে দেখল সে কিন্তু তাদের ডাকাডাকি শুনতে পেল না। অথচ এই সময় ওদের সম্মিলিত চিৎকার প্রবলতর হয়। কানে হাত দিয়ে সে দাওয়ায় বসে পড়ল। তার কান গিয়েছে।

একসময় হাতবাক্সে আওয়াজ করল হারামি। কোনও শব্দ কানে এল না। এ কী হল? সে সত্যি সত্যি কালা হয়ে যাচ্ছে? হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল হারামি। ভুলো সামনে বসে সেই দৃশ্য খুব করুণ চোখে দেখল। কিছুক্ষণ কেঁদে হারামির মনে হল এই আংটিটাই তার কাল হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাপ তুমি এ কী জিনিস রেখে গেলে। তোমার সহ্য হয়নি বলে তুমি পরোনি, আমারও যে সহ্য হল না। এই কাচ না ভাঙা পর্যন্ত সব ঠিকঠাক চলছিল। সে কাচের দিকে তাকাল। সৌদামিনী কি ইচ্ছে করে কাচ ভেঙে এটা ফেরত দিয়েছে? হঠাৎ সেই আওয়াজটা উঠল। ক্ষীণ গলায় কেউ যেন শুধাল, 'কোথায় যাচ্ছ?'

'দেখি, কোথায় যাই।' কেউ জবাব দিল না মনের ভুল! কিন্তু কানের যন্ত্রণা তখন তীব্রতর হয়েছে।

তাড়াতাড়ি মাথা ঝাঁকাতে লাগল হারামি। মাথা ঝাঁকিয়ে যেন যন্ত্রণাটাকে নামাতে চাইল। মাটিতে গড়াগাড়ি দিল কিছুক্ষণ। শেষ পর্যন্ত একটু শান্ত হতে মনে হল পৃথিবীতে কোনও শব্দ নেই।

হারামি উঠে বসল। সে আরও কম শুনতে পাচ্ছে এখন। অর্থাৎ যতবার সে আংটির দিকে তাকিয়ে কিছু ভাববে তত কালা হয়ে যাবে। হারামি দৌড়ে পুকুরের ধারে চলে গেল।

আঙুল থেকে আংটি খুলে জলে ফেলে দিল, পুকুরের মাঝখানে পড়ল সেটা।

জামাকাপড় ছেড়ে জলে ঝাঁপাল সে। অনেকটা স্নান করার পরও উলঙ্গ শরীরে উঠে এসে সে আবিষ্কার করল অবস্থার কোনও পরিবর্তন হয়নি। সে কালা হয়ে গেছে। সহ্য হল না আংটিটা। সৌদামিনী তাকে নিষেধ করেছিল সে শোনেনি। কিন্তু যদি আংটির কাচ না ভাঙত?

জামা পাজামা নিয়ে সে ফিরে এল ঘরে। আজ সারাদিন কিছুই খাওয়া হয়নি। এখন খেতেও ইচ্ছে করছে না। বরং ক্লান্তিতে শুয়ে পড়তে ইচ্ছে করছে। ঘরে ঢুকে শুয়ে পড়ল হারামি বিবস্ত্র অবস্থায়। তার কান্না পাচ্ছিল খুব।

ঘুম ভাঙল যখন তখন মাঝরাত। হারামি বুঝতে পারল প্রচণ্ড খিদে তার ঘুম ভাঙিয়েছে। সে খাট থেকে নেমে দাঁড়াতেই লাফিয়ে উঠল। একটা রাতের পাখি ডেকে উঠল না? আর সেই শব্দ সে শুনতে পেল? তার মানে সে এখন শুনতে পাচ্ছে। আর কালা হয়ে নেই। এক অদ্ভুত আনন্দে আনন্দিত হয়ে সে ছুটে গেল বাগানে। বাগান তখন জ্যোৎস্নার কবলে। গাছেরা যেন তাকে দেখে হই হই করে উঠল। সে পাতার আওয়াজ, শিশির পড়ার শব্দ স্পষ্ট শুনতে পেল। শরীরের সমস্ত ক্ষুধার সীমা ছাড়িয়ে অপূর্ব এক ভাললাগায় মন ভরে যাচ্ছিল তার।

হঠাৎ ভুলোর চিৎকার কানে এল । প্রাণপণ চেঁচাচ্ছে, কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে সে ফিরল। এবং তখনই দেখতে পেল একটা লোক দৌড়ে গেটের দিকে চলে যাচ্ছে। ধাওয়া করতে গিয়ে সে চমকে দাঁড়াল। লোকটার হাতে তার হাতবাক্স। চাঁদের আলোয় স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। ওটার আর কোনও দরকার নেই তার। লোকটা চোখের আড়ালে মিলিয়ে গেল।

ভালই হল। হাতবাক্সটা কোনও কাজের ছিল না কখনওই। অথচ দারোগাবাবু তো ওটার জন্যে তাকে জ্বালাত। প্রত্যেকদিন যেতে বাধ্য করত। এই লোকটা তার উপকার করল। কাল সে সহজেই দারোগাবাবুকে বলতে পারবে হাতবাক্সটা চুরি হয়ে গেছে।

মধ্যরাত্রে উনুন ধরিয়ে ভাত চাপাল হারামি। খিদে পাচ্ছে এখন। দারোগাবাবুর মেয়ের কথা মনে হল। মেয়েটা ভাল নয়। এখানে এই গাছপালার সঙ্গে মানিয়ে থাকতে পারবে না। আকুলের ডাক্তারের মেয়ে বড় খড়খড়ে। সেও কি এখানে থাকতে চাইবে? জগন্নাথ পাইকারের মেয়ে কী রকম তা জানা যায়নি। কিন্তু ওর বাপ তো বদ লোক। তা হলে?

ভাতের গন্ধ নাকে এল। চাল ফুটে ভাত হচ্ছে। অদ্ভুত নরম মোলায়েম গন্ধ যা প্রাণ শীতল করে। এইরকম গন্ধের সঙ্গে মেলানো একটি মেয়ে দরকার যে এই গাছপালা পুকুর আর তার যত্ন নেবে।

হারামি মনে মনে প্রার্থনা করছিল হাতবাক্সসমেত লোকটা যেন ধরা না পড়ে।